সমাবেশে সমাবেশ

দুটি গল্প

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাবেশে সমাবেশ

দুটি গল্প

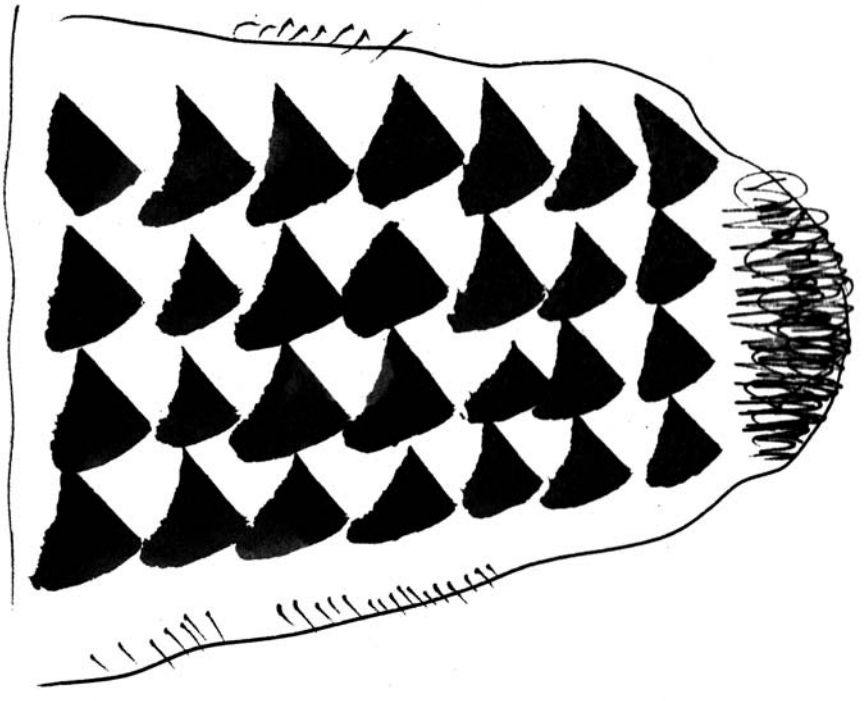

সমাবেশে সমাবেশ

দুটি গল্প

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রমা

করোনার আক্রমণে অন্তরীণ অবস্থায়
১ বৈশাখ ১৪২৭ থেকে 'হরপ্পা'-র
বৈদ্যুতিন পুস্তিকা প্রকাশের সূচনা।
এই ক্রমে ৩০ অগস্ট ২০২০
প্রকাশিত হল

সমাবেশে সমাবেশ

দুটি গল্প

লিখন
শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
শঙ্খ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পনির্দেশনা
সোমনাথ ঘোষ

বিশেষ সহযোগিতা
সৌম্যদীপ

সম্পাদক
সৈকত মুখার্জি

http://harappa.co.in/
harappamagazine@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/harappalikhanchitran/

রসিক সুসম্পাদক

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

উদ্দেশে

লেখকের অন্যান্য বই

কবিতা

গুহালিপি

লেখা না-লেখা কবিতা

কার্তিকসংক্রান্তি (প্রকাশিতব্য)

চারমেশালি (কবিতা-গল্প-নাটক-নিবন্ধ)

মধ্যরেখা: একটি (বি-চিত্র) সমাবেশ

উপন্যাস

সাত-পাঁচ নয়-ছয়

ভূত-বিষয়ক একটি উপন্যাসের খসড়া

নাটক-চিত্রনাট্য

উত্তমপুরুষ একবচন: একটি ভাণ

[ইংরেজি অনুবাদ: *The Book of Night*]

একটি বাড়ির গল্প

[ইংরেজি অনুবাদ: *Tagores Before Tagore: A Screenplay*]

জীবনী

গালিলেও

গ্রাফিক নভেল

Vyasa: The Beginning (পাঠাংশ)

Panchali: The Game of Dice (পাঠাংশ; প্রকাশিতব্য)

অনুবাদ

টিপু সুলতানের স্বপ্ন

প্রবন্ধ

Three Essays on the Mahābhārata: Exercises in Literary Hermeneutics

গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস: উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য

[ইংরেজি অনুবাদ: *The Gopal-Rakhal Dialectic: Colonialism and Children's Literature in Bengal*]

প্রবহমাণ: নিবন্ধনির্ঝর (প্রকাশিতব্য)

আলিবাবার গুপ্তভাণ্ডার

ভারতে মহাভারতে (প্রকাশিতব্য)

দশদিশ: নিবন্ধনিকায়

Through a Trap-door: A Performative Response to Chittrovanu Mazumdar

বাংলা উপন্যাসে 'ওরা'

প্রসঙ্গ: জীবনানন্দ

বাংলা শিশুসাহিত্যের ছোটো মেয়েরা

আবার শিশুশিক্ষা

'East' Meeting 'West': A Note on the Colonial Chronotope

আমি-তুমি-সে ও রবীন্দ্রনাথ (প্রকাশিতব্য)

Sibaji Bandyopadhyay Reader (containing essays on the figure of the poet-jester in texts by Kautilya and Plato, Shankara's Non-dualism and Nationalism, Sigmund Freud and the notion of Terror, configuring of memory in films by Satyajit Ray and Ritwik Ghatak, Installation Art and Vivan Sundaram, constructions of sexuality, terroristic attack in the *Mahābhārata*)

সম্পাদিত গ্রন্থ

Mahābhārata Now: Narration, Aesthetics, Ethics

দেশে বাংলাদেশে: বাঙালির আত্মসত্তা নির্মাণ

Thematology

রচনাসমগ্র

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র (১-ম খণ্ড) (বাকি খণ্ড প্রকাশিতব্য)

সূচি

ভূমিকা ১০

হরবোলা ১৩

অনিকেত মিত্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ৬৭

ভূমিকা

পাঠ মানেই পাঠে-পাঠে কানাকানি। এতই অনিবার্য অনিবার ওই চলাচল যে অনেকসময় লেখকেরও খেয়াল থাকে না কখন সে ঘুমচালিত হয়ে অন্যের কোঠায় সিঁধ কেটে ঢুকে বেরিয়ে এসেছে। কখনও আবার সেয়ানা কেউ জেনেবুঝেই কর্জ-করা পরের স্বর তির্যকত প্রচ্ছন্ন রাখে স্ব-উদ্ভাবিত রচনায়। দ্বিতীয় গোত্রের লিখিয়েদেরই বহুৎ তারিফ, ভূয়সী প্রশংসা ক'রে গেছেন

দশম শতকের কবি-নাট্যকার-সমালোচক রাজশেখর, সরস তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক-সমীক্ষা *কাব্যমীমাংসা* গ্রন্থে। খোদ দেবভাষা, সংস্কৃতে ঢোল-শহরতে জানিয়েছেন তিনি: 'এমন কোনো কবি নেই যে তস্কর নয়; এমন কোনো ব্যাপারী নেই যে ঠকবাজ নয়— তবে, এক তারই পসরা ফলে-ফুলে ফেঁপে ওঠে যে তার হরণ-কারবারের অন্ধিসন্ধি লুকোতে জানে'।

কাঁচামাল হিসেবে পরদ্রব্য ইস্তেমালে সফল, অতিথসেবায় আত্মীয়তা পাতানোয় দক্ষ, বিচক্ষণ প্রণেতার উপর কুম্ভিলকবৃত্তির মকদ্দমা টিকতেই পারে না সাহিত্যের আদালতে— অমনতরো মামলা শুধু সস্তা নকলিবাজিতে তুষ্ট, নিশ্চেষ্ট রচয়িতাদের বেলাতেই খাটে। এর কারণখানি খোলাখুলি বিবৃত *কাব্যমীমাংসা*-য়। তথায় একজায়গায় ধর্মপত্নী অবন্তীসুন্দরী-র উক্তি-বরাতে নিজের তত্ত্ব-আমানত বাড়াতে তৎপর রাজশেখর, স্ত্রীর আঁচল-আড়ালে বেশ দুঃসাহসীও। লিখতে আঙুল তাঁর আড়ষ্ট হয়নি, কাঁপেনি বুক: সৎ কবির ক্ষেত্রে জালজোচ্চুরির অপবাদ বেফায়দার, কেননা, অবন্তীসুন্দরীর জবানিতে, 'ওই সকল মান্য প্রণম্যেরা আদৌ ছিঁচকে চোর নন, বরং, ডাকু-লুটেরা'।

এখানেই গেয়ে নেওয়া মঙ্গল, *সমাবেশে সমাবেশ* অন্তর্গত দুখানি গল্পই জাতবিচারে ধাতপ্রকারে সচেতনে দু-নম্বরি। চোরাই ধনের লেনদেনে অনবরত নিরত অধম এ লেখকের আশা, আর কারও না হোক, হাজার-অধিক বছরের ওপার হতে কবিবর রাজশেখরের আশিস-বরষে স্নিগ্ধ-নির্মল হবে সে।

গল্পদুটির প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত হয়েছিল বেশ ক'বৎসর আগে—'হরবোলা' ২০১৭-য়, 'অনিকেত মিত্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' ২০০৫-এ। শ্লেষব্যঙ্গ-মিশ্র করুণরসের আখ্যান-জোড়ার আদিকড়চা আর এদের এখনকার অবয়বে প্রভেদ বিস্তর। তবে, হালআমলের বাংলায় পরিব্যাপ্ত বিস্মরণ-জীবাণুর মোকাবিলার সদিচ্ছাতেই হয়তো-বা, কাব্যমীমাংসক রাজশেখরের গোপনীয়তা রক্ষার সাধুউপদেশ খানিক অগ্রাহ্য ক'রে, গল্পজুটির অন্তে পাদটীকাবৎ ওদের উৎপত্তি বিষয়ে আবছা কটি ইশারা দিতে প্রলুব্ধ প্রবুদ্ধ হয়েছি।

অলঙ্করণ-শিল্পী শঙ্খ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুহৃদ সোমনাথ ঘোষ ও করোনা-র করালবেলায় নভাঞ্চলে ই-কেতাব ছড়িয়ে বাঙালিকে বিনোদন জোগাবার কারুআকাঙ্ক্ষায় বদ্ধপরিকর 'হরপ্পা'-র সৈকত মুখার্জিকে শতকোটি ধন্যবাদ।

৩০ অগস্ট ২০২০ শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

হরবোলা

একেবারে যেন, ছেলেবেলায় পড়া, আধ-পড়া, কিশোরসাহিত্যের পাতা থেকে হৈ রৈ ক'রে বেরিয়ে এলেন কামুকাকা।

আমি তখন সাট্টেপাট্টে সাঁটিয়ে দিন-দুপুরের নিদ্‌তপস্যায় নিমগন। ভালোই জিরিয়ে-জড়িয়ে গেছি, এমনসময় বজ্রপতন! ভীষণ নাদে ধড়ফড়িয়ে বসি বিছানায়।

—ব্রাম, ব্রাম, শিব্রাম! এ তোর খাট না খাটিয়া র‍্যা?

ইনি কে? সোজা সেঁধিয়েছেন আমার শয়নমন্দিরে? এ নিশ্চিত বেয়াক্কেলে চরণদার কীত্তি। পুছতাছের বালাই নেই, সদর

দরজায় কেউ টোকা মারলেই হুট ক'রে হাট ক'রবেন সেটি। নাঃ! হাফ-বুড়ো, হাফ-কানা, হাফ-কালা পুরাতন ভৃত্যকে বরখাস্তের পরোয়ানা না ধরালে হচ্ছে না আর। ও কী! ভুঁইফোঁড় আগন্তুক যে আবার খটাং-ঘটাং আমার টিনের তোরঙ্গ, আলমায়রা, অকেজো রেডিও, মায় আমার চাঁদির সিগ্রেট খাপ হাঁটকাচ্ছেন!

—রামো, রামো! এ যে আরশুলো-টিকিটিকির ডিপো! ছোট্টোবেলায় তোর কত-না টিকটিক ক'রেছি, বাছা, ভুলেও ঘরে হাঁচি-বিসূচিকার উপদ্রব ঢোকাবিনে; শেষমেশ হয়তো স্রেফ হাই, সংস্কৃতে যারে কয় জৃম্ভণ, সেই জৃম্ভণের ছোটচোটেই বাঁড়ুজ্জেদের কমলেশ, য়ানি, প্যালা মাফিক প্লীহা মটকিয়ে চটকে যাবি। তা বাপধন, বাসক পাতার রস ঠুসছিস তো দৈনিক? দুক্কুরে, কাঁচকলা কচলে গাঁদালের ঝোল, বড়জোর, পো সিকির পটোল দিয়ে খানদেড় শিঙিমাছ, রাত্তিরে, আধবাটি সাবু-বার্লি? সাবধানের বিনাশ নেই বাছা; পালাজ্বর একবার পাকড়ালে আর zানতি হচ্ছে না...

বাকস্ফূর্তি নেই আমার। প্যাঁটপ্যাঁট তাকিয়ে থাকি শুধু।

বয়সে গাছ না পাথর উনি, হাজার অঙ্কেও আন্দাজ পাওয়া অসম্ভব। বদন, খানিক তেকোণা। মুণ্ড, মুণ্ড নয়, নির্বিকার ইন্দ্রলুপ্ত—কেশ-নিকেশে, নিশ্চুলে, ঢাউস টাকের তাজ। বেঁটেখাটো, রোগা ডিগডিগে, তবে, চটাশপটাশ বেশ। গোঁফদাড়ি কামানো ব'লে ফোঁটামাত্তর ঢাকাঢাকি নেই আননমণ্ডলে। চওড়া চোয়াল ভিতর দন্তনিঃশেষ বিবর তো বটেই, ছুটলেই বাক্যি, নাসিকা আগ্নেয়গিরির দু-ফুটোও ওগরায় গর্ম হাওয়া। মুহুর্মুহু সে হলকা সত্ত্বেও, চোখজোড়া সারাক্ষণ চকচকাস, ঠোঁটজোড়া

মিটিসমিটিস। পরনে, ময়লা-পুরু বোতাম-ঢসা মেটে-রঙা কোট, দাবাপাতের কালো-সাদা চৌখুপিতে কলকা-করা নকশাদার ঢোলা পাতলুন। লোকটি কি সার্কাসের সং, বাঘ-সিংহির দোহার, খেলুড়ে কোনো জোকার?

ঘাঁটাঘাঁটি তখনও বজায়। টিনের তোরঙ্গের ওপর সবে ইস্ত্রি-করা আমার এক আন্ডিল শার্ট-প্যান্ট-কামিজ-পাজামা, তার ওপর বেতের মোড়া; তৎউপর উনি। লিকলিকে কিন্তু লকলকে দু-হাত তাঁর পৌঁছে গেছে আমার বইয়ের তাকের তিনের কোঠায়। হঠাৎ উঠলেন ফুকরে:

—পেয়েছি! বলে, আমায় কিনা ফাঁকি দেবে। 'ব্রাম, ব্রাম, শিব্রাম' যার তারকমন্তর, তার সঙ্গে চালাকি? এই নে...

দেখি, তাকের দুর্গম কোন্ খাঁজে কুঁচকে-দুমড়ে থাকা ছেঁড়াখোঁড়া এক পত্রিকা টেনে নামিয়ে আমার নাকের সামনে নাচাচ্ছেন ভদ্রলোক:

—'শিশুসাথী'। ধেড়ে ছোঁড়ার নাক টিপলে এখনও তেড়ে দুধ ছিটকোয়, তবু, এই নকড়াছকড়া—শিশুর সাথীদের নিয়ে মেলার হেলা! হবে না? বাল্যকালে ছিলি তো আখুটে খোকাটি...

'খোকা' ডাকে শব্দভেদী বাণের খোঁচ—শোণিত-পাথারে ঢেউ, আনচানায় পরান। অচিন অনাহূতজন এবার ঠিক আমার সমুখে। পলকা-সরু তাঁর পঞ্জরে গরিলা-প্রমিত গুম-গুম চার-পাঁচ কিল ঠুকে ছাড়েন আরেক প্রস্থ হাঁক:

—দেখ্ নয়ন মেলে। গোখরো-ময়াল কোন্ ছাড়, হাতির সঙ্গে হাতাহাতি, কোয়ালা বেয়ার সনে কোলাকুলি, ঘোড়ার সহিত ঘোরাঘুরি, কী করিনি জীবনে—তথাপি, একটুস্ টসকায়নি শরীর।

ব্যাঘ্রপ্রাপ্তিই কি কম হয়েছে আমার? আর তাতে পাকপ্রণালীর দুর্বিপাক? নট কিচ্ছু। শিখলিনে বেণু, ছাব্বিশ ছুঁই-ছুঁই উমর তোর, দেশের মধ্যে নিরুদ্দেশ রওয়ার আর্ট। ফলে, মায়ের ভোগে গেল দেহ, কপালে জুটলে শুধু মিছের মিছে আত্মার আরাম। ছি, ছি, এ্যয়সা ম্যাড়মেড়ে মিনমিনে-সে গুজর ক'রলি জেন্দেগি, যে, সুযোগে-অসুযোগে শয্যাপাতে যোগনিদ্রা কী বস্তু, মহিমা কত তার, জানান পেলিনে তারও...

এই খেয়েসে! উদ্যত যা ভঙ্গি - নাক, ফুলকপির শিঙাড়া সমান চোখা; পিঠ, ধনুকের ছিলে মাফিক টান-টান - সব্বনাশ! বিস্তারায় হামলে পড়ার তাল কষছেন না-কি? খাট থেকে খচমচিয়ে উতরে, কামরার সবেধন কুর্সিটি এগিয়ে দি ওঁর দিকে। কায়ভার তায় সমর্পিত হলে হাঁফ ছাড়ি খানিক। কিন্তু, সহসা এ অভ্যুদয়, আকস্মিক বালাই সামলাই কী প্রকারে?

মাকেও বলিহারি; গর্ভধারিণী তুমি, পুরাকালীন কোন্ চেরাগ ফুঁড়ে সন্তানের ঘাড়ে চেপেছেন ব্রহ্মপিশাচ না মামদো, কোথায় দনুজদলনী রূপে তুরন্ত আবির্ভূত হয়ে বাঁচাবে তাকে, তা না... অবশ্যি, চরণদা যা একপিস্ কাঠ-আকাট, মাকে হয়তো দুর্বার্তাটাই দেয়নিকো। পুনশ্চ নিশপিশোয় অতিথনারানের দুর্মর জিহ্বা:

—ধনের গোবর, গোবর্ধন আমার! ইস্কুলে বারকয়েক গাড্ডু, কলেজে দু-দফা হোঁচট, শতেক হিমসিম, হ্যাঁচোড়প্যাঁচড় পর, কেঁদে-কঁকিয়ে বাংলায় পাশ দিয়ে ঘর-গোয়ালে জাবর কাটছেন বাবু...

গোপন আমার আঁতের ব্যথাও জ্ঞাত ইনি? সদাসতর্ক আমি। অপরিচিত কেউ আমার লেখাপড়ার দৌড় সম্বন্ধে ব্যগ্রতা

প্রকাশ কল্লে, কূটবুদ্ধি খেলিয়ে তৎক্ষণাৎ বলি, পলিটিকাল সায়েন্স, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, অনার্স আমি। এদ্দিন সক্কলে বিনা তক্কে, শুদ্ধ বিনম্রতায় মেনে এসেছেন আমার ও দাবি। সেটি বারফট্টাই কি-না তা নিয়ে যাচাইয়ের জেরা-জারি, সফলতার সনদখান পরীক্ষার অভিপ্রায়, জাগেনি কারও চিত্তে।

ফের আঘাত:

—নাইন্টিন্থ্ সেঞ্চুরি উত্তর কোলকাত্তায় ছিল গুলগাঁজাসেবী ডানাভাঙা পক্ষিকুলের বহুত সারে আড়া। সে-সকল সরেশ চরের নকল, বিশ শতকী এডিশন, তোদের ওই চাটুজ্জে-রোয়াক। হায়! বাঁড়ুজ্জেদের, য়ানি, পেটরোগা প্যালার ভদ্রাসন-লাগোয়া সে ঠেকও কবে ধসে ধপাস। ধাপির গ্যাঞ্জামে যে হপ্তায় সপ্তদিবস আলুকাবলির শুকনো পাতা চাটতে-চাটতে ইয়া ঝালমুড়ির শুনন্ ঠোঙা হাবড়াতে-হাবড়াতে আড্ডার গাড্ডায় জমজমিয়ে সময়-ঘুড়ি ওড়াবি সে গুড়েও বালি...

এরপর, ঘুণপোকার হজমি, লাইন-কে-লাইন অক্ষর-লোপাট 'শিশুসাথী'র পৃষ্ঠা ওলটাতে-পালটাতে চিড়বিড়োন ক্লাউন-ছদ্মবেশী স্পাই:

—চাটুজ্জেপট্টিতে নামডাকে ক্যাবলা। লেকিন, আসলে তো, মিত্তিরদের কুশল সে, লায়েক পাখোয়াজ মাল। বীণাপাণির বরে, বচ্ছর-বচ্ছর জলপানি পেয়ে টপাটপ কেমন ক্লাশ বেয়ে ক্লাশ, টপে উঠে গেল শ্রীমান! বাপ-খুড়ার হর্ষবর্ধক পোলা—এদানি, গৌহাটি-বদলি, আসাম সরকারের হরেক কাঠগোলার মণির মাথা। আর তুই? ক্যাবলাকান্ত ওরফে কুশল মিত্রের পিছুপিছু অতেক গা ঘষাঘষি, তা-ও কিসুতে কুশলী হলিনে! সেই ভ্যাবলা

রয়ে গেলি! এমন মগজ তোর, ছিটেক উব্‌কারে এলে না খলিফা দোস্তের সৎসঙ্গ্...

অসহ্য। বাড়ি বয়ে খামোখা অপমান। যাক্! দোর-গোড়ায় মা; পিছনে চরণদা। দুজনেই কিন্তু শঙ্কা-ফ্যাকাসে, ফ্যালফ্যালিয়ে চেয়ে। গেলাম, গেলাম, কাতর ও মূর্তি লয়ে মাতৃদেবী নামবেন আমার উদ্ধারে? চৌকাঠের দিকে নজর যেতেই এক লম্ফে মায়ের পদযুগলে উপরচড়া হানাদার।

—প্রমাণ, প্রমাণ, ইয়ে, প্রণাম বৌঠান। আমি কামু গো কামু, তোমার সেই পেয়ারের পাতানো দেওর। উফ! কত্ত যত্নআত্তি কত্তে সে যুগে—কেবল, 'এটা খাও ওটা খাও, নইলে আমার মাথা খাও ঠাকুরপো'! যমের এ জমানায় যা ছাই হোক, তখন কিন্তু হাটবাজার আদৌ আগুনঝামা, মাগ্‌গিগন্ডা ছ্যাল না। টাকা দেড়ে তিন সের খাঁটি গাওয়া ঘি, সাত পয়সা সের পাকা রুই, ঢাই পয়সায় থলিভরতি রামপুরী বেগুন, আনা আড়াইয়ে একঝোড়া ফুলকপি, পয়সায় জোড়া দুই দিলখোশ চিনির মঠ, এবাদে, ফাউয়ের লাখো ফক্কিকারি...

ইনি কি মান্ধাতার বা শায়েস্তা খাঁর আমলের কেউ? কালবিমানে বেরিয়েছিলেন ভ্রমণে—সেটি হঠাৎ বিকল হল ব'লে ঢসকে পড়েছেন আমাদের তেজি বাজারি রদ্দি শহরে? একে ওই তাক-লাগানে দর-ফিরিস্তি তায় ফোকটে মাল বাগাবার সুশ্লীল ব্যবস্থা! কামুকাকার বোল-ধাক্কায়, টাকায় ষোলো আনা কেন, আঠারো আনা কাবু মা। হালকা মাথা, পদদ্বয় টলোমলো, জননীর আশ্রয় এখন আমার পালঙের শুভ্র দস্তরখান। ধুপ

করে বসে তথায়, চক্ষু ছানাবড়া, ঠায় গিলছে সাজা-দেবরের পুরাণকথা:

—বুইলি বেণু, তোর হয়তো খেয়াল নেই-কো, যা ভুলো তুই, কর্পোরেশনের কেরানি হয়ে কোলকেতায় পাকা ডেরা গাড়ার আগে তোর স্বর্গগত পিতৃমশায় ছিলেন রেলের চাক্‌রে। তা, দাদা যখন বিরামপুরে পোস্টেড—বৌদি, ওই বিরামপুরেই চরণ দাসটারে জোটান না আপনে? ভরপুর গাড়ল, লেকিন, বহুৎ খাটিয়ে; আধপেটা খেয়েও ঘণ্টা চব্বিশ একঠ্যাঙে খাড়া। ভালো, ভালো, ক্ষয়-লয়ে লড়ঝড়ে নড়বড়ে, তথাপি ব্যাটা এখনও আপনার সঙে গাধাবোট ল্যায় জুতে। হ্যাঁরে চরণা, কবে তোর জ্ঞানগম্যি হবে র‍্যা? বোশেখের ভরদুকুরে মান্যিগন্যি এক ভদ্দরনোক তেতেপুড়ে এলেন, তাঁকে কি জল-বাতাসাও নিবেদিতে নেই গা...

নজ্জায় রক্তিম, কলিকাতার ইষ্টদাত্রী মা কালি ন্যায় লম্বা জিব ঝুলিয়ে রসুই পানে ধায় চরণদা। পুনঃ লাগু কাকার রোমন্থন:

—দাদা যা মজার মানুষ ছিলেন! ওহো! মনে আছে বৌঠান, বিরামপুরের সেই ডিমওয়ালাকে? নাম, হানিফ; না, না, আজিজ। চিজ বটে একখান। জানলি বেণু, লোকটার মোটে গোনাগুনতি আসত না। পঁচিশ-তিরিশটা ডিম দিয়ে ব'লত, 'ন্যান কত্তা, এই এককুড়ি'। বোকাসোকাদের ওসকাবার সুবর্ণ মৌকা হাত ফসকে গেল, তেমনটি কক্ষনো হতো না তোর বাপের। ধমকানির কড়কড়ানিতে বেধড়ক ঝাড়তেন আজিজকে, 'এ্যয়সী হিম্মত তোহাঁর, এককুড়ি বলে সাতাশটি গছালে পরশু! কেন বাপু, লিখিয়ে-পড়িয়ে ভদ্দর আমরা, কোন্ দোষে এত ঠকব? নহী,

তোম্‌কো হিঁয়া আউর হাঁস কা আন্ডা বিলি-খয়রাত কত্তে হবে না। যাও, ভাগো'। ব্যস! ভয়ে জড়োসড়ো, কাঁচুমাচু আজিজ। আরও খানপাঁচ ডিম তড়ঘড়াৎ নামিয়ে কইত বেওয়াকুফ ব্যাপারি, 'মো মুখ্যু মান্‌ষে ছাহেব। এব্বারকার লাগি কসুর মাপ করেন জী—'। কড়াক্রান্তি আদায়ে নির্ভুল দাদার নির্ধার: বিশ আন্ডার ব্যায়-সাপেক্ষ প্রাইস, এক আনি নয় পয়সা!! লুঙ্গির ট্যাঁকে ন্যায্য পাওনাটি গুঁজে আজিজ বিদেয় নিলে হাসির হররায় চৌচির হতো চরণ; তা-ই না বৌদি?

রাগ-রাগ ভাবে ভারাক্রান্ত আমি। লোকান্তরিত, তবু, পূজ্য পিতার উপর ভক্তি চটাতেই কি সাত জন্মের অজানা খুল্লতাতের আগম? এ কোন্ দৈব হাঙ্গাম! ওদিকে, চা সহ চারটে পাঁপড়ভাজা, দুটো রাজভোগ নিয়ে চরণদা হাজির। খোঁড়া তে-পা, গোল ত্রিভঙ্গ টেবিল 'পর সাজ-সরঞ্জাম রাখা হয় কি হয় না, কপাকপ, ওঁত-পাতা চিলের মতো ছোঁ মেরে মালখাবার গলার গহ্বরে পুরতে থাকেন কামুকাকা। রাজভোগের রসে পাঁপড়ের ছিট মিলেমিশে মুসকায়িত ফুসকায়িত যা হয় শ্রীআনন!

—বড্ড ছিঁচকাঁদুনে বায়নাক্কে ছিলি তুই বেণু। দাবাতে তোরে চরণকেই কি কম ঝক্কি পোয়াতে হতো? সব্বদা আবদারের চাষ—আবার খাবো, আবার খাবো। রাক্কুসে খিদে, অথচ, পেটিকায় সয় না কিসু। ফলে, রাত নেই বিরেত নেই, থেকে-থেকে খোকাবাবুর শৌচাগারে প্রত্যাবর্তন। বিরাম নেই ডাক্তার-বদ্যি-কবরেজ-হাকিম-ওঝার আনাগোনারও। ভাবনায় ঘুম নেই কারও—মাদুলি-তাবিজে, জাগ্‌গত ঠাকুর-দেব্‌তার পেসাদে-

পেসাদে তোকে গড়বন্দি ক'রেও বৌদি মরে তরাসে; গাঁটের টাকার জল-হেন ডাইরিয়া নিঃসরণে নাস্তানাবুদ দাদা। 'ধুত্তোর, নিকুচি করেছে বিরামপুরের' ব'লে, রেগেমেগে একদিন খসখসিয়ে লিখে ফেল্লেন ইস্তফার পত্তর। আহা! রাজা লাইনে সোনার চাকরি ছিল দাদার—বৎসর-অন্তর রেলের পাশে এ-তীথ ছুঁয়ে ও-তীথ ছেনে নিখরচায় পুণ্যিলাভ; অগুনতি আরও কত বাড়তি উপায়-সুখ; আবার, ওই আয়বলেই যো-ভী-হো বাহানায় পাড়ার সক্কলকে ঝেঁটিয়ে বনভোজনের ঘটায়-পটায় বেমক্কা নাম-কেনা। তোর পেটের জ্বালাতেই বেণু, নিবলে রাবণের চুল্লি, অস্ত গেল স্বর্ণযুগ—পূর্ণা হল না আশা, ব্যারামপুর ছেড়ে সিধে চোর্পোরেশনের রাস্তা ধল্লেন দাদা। তার ফলম্ ফলৌ ফলাঃ, মাস বারো না গড়াতেই, নর্থ ক্যালকেটা, পটলডাঙায় উঠল এ দালানকোঠা। তাই-না বৌদি?

এ্যাঁ! মায়ের সমুখে বাবার সর্বজনবিদিত বাঁ-হাতি রোজগার নিয়ে কদর্য ইঙ্গিত? চরণদাকে দিয়ে উটকো উৎপাতটাকে আচ্ছা-সে কিলোলে কেমন হয়। পালাবার পথ পাবে না হতচ্ছাড়া, স্তব্ধ হবে বাপের মুখপোড়ানে খিল্লি, বাজে যত বক্তিয়ারি। কিন্তু, চরণদা কই? এতক্ষণ তো ছিল এখানে, নট্ নড়নচড়ন, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

—সেই হেরেছিলেম চন্দরনগরে, ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি বানিয়াদের একদা-মুলুকে, ফটফটে মর্মরে 'নষ্টনীড়' ফলকে সাঁটা দিব্য একখানি বাটী। পড়শিরা শুধোলে গেহ-কত্তাকে, বাড়ির নাম রবি ঠাকুরে অলক্ষুণে কেন, ব'লতেন তিনি, কান্নাভরা চাপা বিধুর স্বরে, 'কানা ছেলে যেমন পদ্মলোচন! ঘুস-ফুসের টংকায়

মকান মশায়, সরকারের কর-আদায়ে বান্‌চোতগুলোর চোখে পড়ে যদি'—এঃ, ছি, ছি, মাফ করেন বৌদি, বেখেয়ালে উৎকটে উৎকোচপায়ীর কাঁচা জবান দিলেম উগরে। দাদা নিচ্চয় অমন কুবাক্যে ওঁর হৃৎ-প্যায়ারা পটলডাঙার বাসা লইয়া হাহুতাশন—

মাতা, নির্বাক নিশ্চল; দেবরের উৎপটাং বাণীতাড়নায় নিরুপায় কল্যাণবরেষু। নেহাত চরণদা হাপিস, নতুবা...ওই আবার, আবার গর্জন:

—সব সত্যি ভাই। বুইলি বেণু, মা মেরির দিব্যি, এ দুনিয়ায় সবই হয়। হবে না-ই বা কেন? লেত্তি লেই, তবু, ঘুরঘুর ঘুরছে না দুনিয়ার লাট্টু? নিজেই পরখ কর্ না - পিতার নীল অক্ত তোর ধমনীতে - বদলাবদলি ক'রে নে তোর কলজে আর বটুয়া। রাখ এবার টাকা বটুয়ায়। টাকাটা চলবেই, লারা-লাম্-পাম্-পাম্, ধক্‌ধক্ ধকিয়ে। লেকিন! আক্রা যা নয়া মার্কেট, ভাঙাতে যা তোর পাঁজরা-ছেঁড়া কলজেখান, মিলবে না কিস্‌সু একরত্তি...

এ কি ফকির-টকির, যাযাবর কোনো বিবেক বাবাজী? না-কি স্বফাঁদা গুলগপ্পে মশগুল, সাধুর বচনে ম-ম, মোদোমাতাল? বৈরাগ্যের বাষ্পজোরেই হবে, সবেগে এগোন কাকা:

—এ-ও সত্যি। স্বনেত্রে হেরেছিলেন ঊনপঞ্চাশ নম্বর পবন ওস্তাগর লেনস্থ মেসবাসার শ্যামরায় ঘোষমশায়: আশ্চর্য এক লাট্টু! খোকাবেলায় লেত্তি দিয়ে লোহায় আলবাঁধা যে খেলনা বনবন ফেরাত বেণু তেমন নয়; ওটি ছিল, চেপ্টা চাকতি-পানা নাই-লেত্তি কল একখান, নাটবল্টুর বাহার কী তাহার...

নাঃ! আর পারা যায় না। এক রামে রক্ষে নেই সুগ্রীব সোদর। আজিজের কেচ্ছা-গুঁতোয় কাহিল হয়েছি আগে, এবার এল ব'লে শ্যামরায়ের ডাঙস।

—জানলেন বৌঠান, ঘাপটি মেরে থাকতেন ঘোষজা মেসের আধভাঙা টঙে, ঝুলে ঝুলময় ঘুপসি চোর-কুঠুরিতে, গড়গড়ায় অষ্টপহর ঠাসা অম্বুরী তামাকুর ধূম্রজাল অন্তরালে। কিন্তু, অন্তর্ধানমন্ত্র ফুঁকে, তেতলার ন্যাড়াছাদ থেকে ঝাঁপাতেন যেই মাটির পৃথিবীতে—উফ! ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, কুমেরু অ্যানটার্টিকা, ধরাধামের তামাম মহাদেশ জুড়ে জাগত থরহরি কম্পন...

রাবিশ! বামন ধরেছে চাঁদ, বাঙালি হয়েছে ভূপর্যটক! এতেও শান্তি নেই, সে বঙ্গবীরের পদভারে না-কি মুচ্ছো যান বসুন্ধরা! সীমা নেই বুজুরুকির।

—কান মেলে-মুলে শোন্, বেণু। দ্দু! দ্দু! আমার মাথারও ঠিকানা নেই, শোনাচ্ছি কাকে শ্যামরায়ের প্রেমকলাপ, না, বাস্তুভিটের শালগ্রাম শিলাকে! ভূগোলে গোলে গোলাকার তুই—এমন-কী চোখ খুলে বাংলার মুখখানিও দেখিসনি তেমন! বুঝবি কোন্‌ভাবে সে কেন চরাচরের সকল দেশের সকল লাটবেলাট, উজির-ওমরাহ, ভয়ানক কোনো বদমাশের বদচালে গেলেই ঠেকে, নাগাড়ে ছাড়তেন অভ্রচুম্বী রোল, 'বুলাও, বুলাও, মিস্টার ঘোষকে বুলাও জলদি-জলদি'। আর, অবাক কোন্ ম্যাজিকে উদিত-যেন, উপস্থিত যেই শ্যামরায় পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, মিত্রের তোয়াজ-তোষণ লাগি যজমান মুরুব্বিদের দরবারে সে কী হুড়োহুড়ি। পাছে ত্রুটি হয় আপ্যায়নে,

খেপে-খেপে ঘন-ঘন আসত কটোরা-কে-কটোরা সুরভিত খাদ্যসম্ভার...

উঠেছে যখন খানার প্রসঙ্গ, ঠেকায় কে কামুকাকাকে? গড়গড়িয়ে গড়াৎ একেবারে।

—বৌদি! শতনামে যে কাহন করি জব্বর সে খ্যাঁটের, নাই কোনো তেমন নামতা। কী মেনু, পদবাহার কী...

গুছিয়ে বসেন ভোজবিদ্।

—কালিয়া-কোর্মা-মুরগমসল্লম। ধামা-ধামা পবন ওস্তাগর লেনের ওয়ার্লড-ফেমাস ফুলুরি বেগুনি। ওই মহল্লারই প্রসিদ্ধ রেস্তোরাঁ, 'বাবু দরগা'র চিংড়ি ফ্রাই। জনাইয়ের মনোহরা, কেষ্টনগরের মালপোয়া, সন্দেশখালি পান্তোয়া। খড়খড়ে পাঁপড়, রগরগে ডালমুট, তেলতেলে মশলামুড়ি। ঢাকাই পরোটা, সুবাসে ময়-ময় সিলেটের শুঁটকি। জিরের জলে জিয়োনো, তেঁতুলে-তেঁতুলে ভুচকায়িত ফুচকা। সদ্য-ভাজা আগুন-তাজা ক্রোকেট। আঙুল-চোষানি বিগড়ি হাঁসের মাংস। ওস্তাগর লেন-গৌরব 'কমরেড কেবিন'-এর ইস্পেশাল-অর্ডারি কবিরাজি কাটলেট। থাল-থাল কড়াপাক, লেডিকেনি, তালশাঁস, গামলা দেড়েক রসোগোল্লা। পার্ক স্ট্রিটের পুরুষ্টু ক্রিমরোল, উৎকৃষ্ট সসেজ রোল। ভবানীপুরের তোতাপুলি, ল্যাংচা। টিন-টিন টার্কিশ সির্গেট। চিনা চায়, দার্জিলিং টি সমেত উনিশ-বিশ টোস্ট, খান পাঁচ ডবল অমলেট। ওস্তাগর মেসবাড়ির কারিগর, স্বয়ং রামভুজের হস্তে পাকানো পাঁঠার কোপ্তা, রুইয়ের রেজালা। যগুবাজারের মধু ময়রার ইয়া বৃহৎ শাহি শিঙাড়া। ক্যানিং-কা টাটকা ভেটকি। দশ গণ্ডায় এক চ্যাঙাড়ি, আড়াই চ্যাঙাড়ি শিবু

হালুউকরের হিঙের কচুড়ি। পার্ক সার্কাস ট্রাম-ঘুমটির উলট-পিঠ দুকানের গাই-কী-গোস্ত, বাদশাপসন্দ বিরিয়ানি। জামবাটি-সে-জামবাটি মুড়িফুলুরি। চৌরঙ্গিপাড়াস্থ 'অনাদি কেবিন'-এর অনন্ত-নবাবি মোগলাই পরোটা। রায়গঞ্জের কুলীন পারশে। হাঁড়ি-হাঁড়ি হাঁড়িয়া কাবাব। ভুনিখিচুড়ি সমেত 'স্মোকড্ হিলশা', খইয়ের ধোঁয়ায় পাকানো গঙ্গার প্রাণ-জুড়োনো, কাঁটা-ঝরানো, পবিত্র ইলিশ। হগ সাহেবের মার্কেটে মটনের কারবারি নুরুদ্দিন মিঞার ভেট, খাস তুরুক মুলুকের অ্যাঙ্গোরা খাসির হাড়মাস। জম্পেশ জমাটি মালাইকুলপি। কলকাত্তাই চিনে পট্টির চাউমিন, টক-মিষ্টি প্রন। পবন ওস্তাগর লেনের আস্তানা-লাগোয়া লগভগ চারটে পল্লী পেরোলেই ডাকসাইটে যে 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', তস্যকার নিরামিষে মারকাটারি লড়াই-এ-চপ। কলকেতার সেরা বাবুর্চির রসুই হতে বেহেস্তের বস্তু, দমাদ্দম মস্ত্ কালান্দার, শিককাবাব। ঘি-ভাতে নবীন আমদানি বোম্বাই আম্রের নৈবিদ্যি; সে-সাথে, মুচমুচে পর্পটভাজায় মাখোসাখো আমসত্ত্ব-আলুবকরার চাটনি। চৌবেজীর জরদা-তবক-জড়ানো, ভুরভুর-খুশবু, খিলি-খোলি বনারসি পান। জলবার্লি, থিন অ্যারারুট, হরিমটর...

এ ধারাভাষ্য থামত কি-না সন্দ, যদি না বাধ সাধত চরণ দাস। পদের আবৃত্তি তখনও চলন্ত, আচমকা, অস্বাভাবিক বিরাট এক টাট বাগিয়ে হাজির পাচক বাহাদুর। টাটে বাটির মালা। থরে-থরে সাজানো তায় বেগুনভাজা, পটলের দোরমা, ছোলার ডাল, কপির তরকারি, আলুর দম, ডিমের ডালনা; টাটের মধ্যিখানে মস্ত রেকাব, শোভমান তথায়, দিস্তে-দিস্তে ফুলকো লুচি; পাশে, খঞ্চিপোশের ঢাকনা-রহসে গুপ্ত টিপট। এত সমস্ত বানাবার

টাইম পেল কখন চরণদা; পেলই বা কোত্থেকে রান্নার সামগ্রী? অল্প আগেও দেখেছি, ফ্রিজ মোটামুটি খালি। মারাত্মক! ওর গায়েও কি লাগলে বনাবটের সম্রাট, উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা উদ্ভুট্টের জাদু-বাতাস? কী ছোঁয়াচে রোগ রে শালা!

সৌরভের জ্বালায় অস্থির আমি; আকর্ণ বোকাটে হাসিতে অতিথি-বিহ্বল চরণদা; মা, যে-কে-সেই পাথরপ্রতিমা। ওদিকে কামুকাকা, ডিমে ডালনায়, দমে দোরমায় মেখেজুখে এক-এক থাবায় টোপা-টোপা চার-চারটে নুচি তুলছেন আর গল্লার রন্ধ্র বেয়ে গলিয়ে দিচ্ছেন মালপত্র পাকস্থলির কোষাগারে। দম বন্ধ হওয়ার জোগাড় আমার। অনৈসর্গিক নানান আওয়াজে সপরিতোষ খাচ্ছেন বটে, তা-ও, বিরতি নেই তাতঃমহোদয়ের হুল-ফোটানে অন্তর-টিপুনির:

—বাহুর বাহুল্য বল্, চর্বির চর্মিক বল্, পেশীর পেশগি বল্, সবেতেই খামতি আমাদের শ্যামরায় দাদার। নিন্দুকে রটাত আড়ালে: নন্‌সেন্স! লোকটা আস্ত গেঁজেল; হামবড়াইয়ের কাপ্তেন; বলে কি-না চালিয়াৎ, ধোবি-কা পাট, বাংলা কাঁচি... বেণু! বাংলা কাঁচির প্যাঁচ-প্রকরণ নিশ্চিত হাসিল তোর...

নিঃশব্দ আমি। প্রস্তুত, আরেক দমকা ঝাপটার।

—নোস্? বোঝো! বাংলায় উচ্চমাধ্যমিক না উত্তর-স্নাতক, তথাচ দুর্জন ঢিট-বধের স্বদেশি অন্ধিসন্ধির খোঁজও রাখেন না দামড়াকাত্তিক। নাঃ! অপরাধ নেই তোর, কোন্‌রূপেই বা শিখবি খাঁটি দিশি লীলা-কৌশল? বাল্যবেলায় কলকাতায় যেতিস যে শিক্ষাসত্রে, বৎসরশুরুতে ওখানে মেলাই ছেলেপুলে রইলেও শেষের দিকে টিমটিম করত গুটিকয়েক। কিঁউ? ফুল

ওয়াকিবহাল তবু আঁখিমোদা গুরুজনদের সাধের ও ইস্কুলের মাস্টারমাত্তর ছাগল পাচারের কারবারি। ছাত্তরশালাটি আদতে অজ-ব্যওসায়ীদের ঘোঁটের ঘাঁটি। তাই, ফুরাত যেই পাঠ, মুড়াত নটে গাছ, খাসা জমত তখন বাবালোগদিগের ব্যা-ব্যা ডাক, দেখলে বঙ্গালিদিগকে ব'লত তারা তাদের গভ্ভধারিণীদের চোস্ত ইংরাজিতে, 'Mamma, Mamma, look, lots of babus are coming'! ছেলেপিলেগুলি এখন গাধার পিটুনিতে বেবাক ছাগ। বৌদি, দেরি নয়, শিগ্‌গির-শিগ্‌গির বেণুর মানস-স্বাস্থ্য বীমা করিয়ে ন্যান; নাহয় প্রিমিয়ামের মানত একটু বেশিই...

গুরগুর করে বুক। যতই আলতুফালতু বকুন, কামুকাকার এ পর্যবেক্ষণটি জোরালো যেমন তেমনি চোখালো। থেকে-থেকেই কি স্কুলের ক্লাশে-ক্লাশে গমগমিয়ে উঠত না ওপারের খুলনা জেলা সমাগত, বিদ্যাসাগরী চটি খটখটিয়ে দাপিয়ে বেড়ানো, হেডস্যারের রক্ত-পানি-করা বাঙালে হাহাকার: 'ওরে অ গন্‌শা, দেখ্ দেখ্ বিড়েলে সব্‌ডা ছাগলদ্য ঘ্রেত খেয়ে গেল!'। আর, সঙ্গে-সঙ্গে কি ছাতনাতলায় ঝিমন্ত স্কুলের বহুদিনকার ঘন্টি-বাদনদার গন্‌শাদা তড়বড়িয়ে চেগে হুড়কো হাতে বেড়াল তাড়াতে ছুটত না? তাপ্পর কি তার রামছাগল-মার্কা সরু-চিকন দাড়ি দোলাতে-দোলাতে গন্‌শাদা যেত না হেডস্যারের চেম্বারে; দিত না রিপোর্ট, নাঃ, শ্রীঘির পাশাপাশি অজগণের মঙ্গলবিধায় যে-সকল পথ্যি-অনুপান, কিসুরই ক্ষয়-ক্ষতি হয় নাই। আচ্ছা! গন্‌শাদা কি আমাদের স্কুলেরই বুড়িয়ে-যাওয়া প্রাক্তন ছাত্তর? কচি ওর ভ্রাতাদের সেব্য, মারীচের হরিণ-রূপান্তর যথা অন্য-

এক মেটামরফসিস পক্ষে প্রয়োজনীয় দাওয়াই পাহারায় নিযুক্ত? ইয়াক, ইয়াক, কী মেফিস্টোফিলিস কারখানা!

চরণদা যেন কল্পতরু। ডিলা গ্র্যান্ডি মোচ্ছবে মাতোয়ারা। পালাফেরে ভরছেন দাসানুদাস, মেহমানের বাটি-কে-বাটি, ঢালছেন পাতে তাঁর নুচি-কে-নুচি। অনুবধি বিয়োগে নিরবধি যোগ—শান্তিজলে সাঙ্গ হওয়ার পরিবর্তে মেয়াদে অশেষ কামুকাকুর জলযোগপর্ব। চায়ের পেয়ালায় গিরগিটি-সরু জিব ডুবিয়ে, তাপমাত্রা নোলা-সই কি-না মেপে, সুড়ুৎ-সুড়ুৎ-সুড়ুৎ, ত্রি-চুমুকে চা-পান সেরে ফিন্ সরব কাকা:

—বুইলি বেণু, অনেক উন্মাদই আত্মপ্রচারশীল হন না। পাগলাগারদের বদ্যিরা যেমতি। ওই সদাশিবরা 'তফাৎ যাও', 'তফাৎ যাও' হাঁকারে পাড়া মাতান না মোটে। হতেই পারে, বাউরাদের কারও, শিরায়-শিরায় বয় সরল গাছের কিশলয়-ছোঁয়া শোঁ-শোঁ বাতাসি আওয়াজ, সুষুম্নায় গুমরে ওঠে ঘোর বনের হুতোমপ্যাঁচার ঘ্যাসঘ্যাসানির লয়ে কুকুপাখির কুহু। কেউ-বা নিশি গোঙান শুঁয়োপোকার ফোঁসফোঁসানি আর বাদুড়ের চ্যাঁও-ম্যাঁও কামড়াকামড়িতে ভোর হয়ে। একজনা যদি ঝাউগাছের মগডালে ফুটবলের মতন বোলতার চাক, লাল-কালো পিঁপড়ে, ছাতামাথা ব্যাঙের বিভাবে ঝুম দিবসরাত, তাহলে, আর-কেউ অষ্টপহর হেরেন, উঁচু পাথর চিরে রাঙা-রাঙা মাছসুদ্ধু পাহাড়ে-নদী ঝাঁপাচ্ছে নিচে আর নিচতলায় জলের গুঁড়িতে বানানো মেঘ-রোদ লেগে ছড়াচ্ছে রামধনু। আমের কাঁচা-সবুজ বোল, বাতাবি লেবুর নরম-নিবিড় খোল, ধনেশপাখির ছোট্ট কোটর, ঝরনার আশপাশে ঝিরিঝিরি বিষ্টি...

পাগলপারা প্রাকৃতচিন্তায় আত্মহারা ব'লেই হয়তো ঝাড়া দেড় মিনিট মৌন কামুকাকা। বোশেখের ভ্যাপসা গরমেও ঘরের আবহাওয়া যেন আষাঢ়ে বর্ষার ছাঁট-সেচনে করুণ-করুণ। ফোঁৎ আওয়াজে আচমকা, শেষের হেঁচকি-সম শ্বাস ফেলেন কাকা:

—পরিতাপ, প্রকাণ্ড পরিতাপের বিষয়। গহীন বাস্তববাদীর অধিকাংশই চুপকথার পক্ষপাতী; বাস্তবিক, নিজেদের স্বপ্নস্বরূপের সন্ধান অপরকে দিতে গররাজি। অগোচর অতএব, বিশ্বাসের বার অসংখ্য সুরের সংকেত—সাহিত্যের দরগায়, সামান্য কপিও নেই, কোটি-কোটি উচ্চকোটির বাতুল বাতেলার। ভাগ্যিস, কুৎসিত অপমানে ভাজা-ভাজা, তবু, শ্যামরায় ঘোষ, কদাচ চেপেসুপে রইতেন না...

এই বোধহয় সেই 'জৃম্ভণ'। স্পষ্ট মালুম, গুরুভোজনে পরিশ্রান্ত হওয়ার পাত্র নন কামুকাকা; তবু, তুললেন তিনি সংস্কৃত হাই। যে বিভঙ্গে জঙ্গলের শাহেনশা সিংহ আলস্য ভাঙার উপক্রম করেন তারই হুবহু প্রতিচ্ছবি কাকার মুখব্যাদানে। তাতে দন্তরুচিকৌমুদির শোভা উদ্ঘাটিত না হোক, উন্মোচিত হল অতল অন্ধকার গুহা। সে সহিত মিলল বছর তিন তৈলবিহীন গোরুর গাড়ির চাকার ঘড়ঘড়ানি তুল্য সুদীর্ঘ একটানা সুরলহরী। হাই সেরে, ডজনখানেক তুড়ি মেরে, খেই ধরলেন কামুগায়েন তাঁর শ্যামকীর্তনের:

—বেপোট যে-কোনো জায়গায়, স্থানে-অস্থানে, বেঘোরে পড়তে জুড়ি ছিল না শ্যামরায় ঘোষের। বেণু, রাত্রিদৌপহর ঘুমো, ঘরবসা তুই। তোর বোধমঙ্গল হেতু দাখিল করি শ্যামাদার পর্যটন-ফিরিস্তির অল্পকটি নিদর্শন...

ম্যাগো! এবার বোধহয় জিওগ্রাফির মানচিত্তির!

—নিউজিল্যান্ডের উত্তরে সমুদ্রবুকে 'ওয়াই' আখর আদলে খোদাই তিন হাতার সঙ্গমস্থল একফোঁটা দ্বীপ। অ্যাংগোলার কুয়াঞ্জা নদীর উৎসার-ফাঁক, দানবিক বিহে পাহাড়। আর্কটিকমুখো রাশিয়ার অন্তিম স্থলবিন্দু, তুষারধবল চেল্যুস্কিন অন্তরীপ। বিষুবরেখার দখিনে আফ্রিকার বেলজিয়ান কঙ্গোর দুর্ভেদ্য পূর্বাঞ্চল। ধরাধামের সর্বাধিক উচ্চ মালভূমি সহ কৈলাস, মানসসরোবর, রাক্ষসতালে একপাক চক্কর-সমাপনে তিব্বতের শেষ গ্রাম, টাকলাকোট-ঘেঁষা বিপুলেখ গিরিদ্বার। কুমীরে, আনাকোন্ডা সাপে, রক্তখেকো পিরহানা মাছে মাছময় নদসমূহের কিনারা পেরিয়ে ব্রেজিলের মাত্তো গ্রস্‌সো, ত্রিভুবনের সবচাইতে দুরধিগম্য অরণ্য। ডাকিনীবিদ্যার মহাপীঠ হাইতির রাজধানী পোর্ট-অ-প্রিন্স নগরের বস্তি-আড়ালে ভু-ডু আসর। লাতিন আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমে ইকোয়াডার হতে সাড়ে ছশো পঞ্চাশ মাইল দূর অগ্নিশৈলের চনমনে চাঙ্গা জ্বালামুখ। তুরস্কের নৈর্ঋতকোণে বোদরুম বন্দরের তীর-বরাবর ঈজিয়ান সাগরের তলদেশ। সুমাত্রার একপেশে শিরদাঁড়াবৎ পর্বত, বুকিত বরিসান-এর চুড়ো, সিংগালান টান্ডিকাট। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্নেসবার্গ ছাড়িয়ে কালান্তক কালাহারি মরু। নীল সমুদ্রের অসীমতায় বাঁকা অর্ধচন্দ্রাকার রেখায় শায়িত, ট্রিনিডাড হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার মাথা ছুঁইছুঁই ভার্জিন আইল্যান্ড য়ানি কুমারী দ্বীপাবলি—ওরই মধ্যে জোড়া দ্বীপকণিকা, উত্তর বিষুব সমুদ্রস্রোতে ভাসমান, কমা-ড্যাশ। প্রশান্ত মহাসাগর ঘোল-মওয়া সমাধায় অস্ট্রেলিয়ার উদীচী প্রান্তে ডারউইন পোর্ট থেকে

বিশ মাইল পার ধু-ধু তেপান্তর। টেনজিং নোরকে-র হিমালয়-প্রতিম সফলতার ঢের-ঢের-ঢের আগে, তুহিন-মানব ইয়েতি বাদে শুনশান, পুমোরি-লোলা-লিঙট্রেন-নুপৎসে-লোৎসেত ইত্যাদি অদ্রি-পারিষদে পরিবৃত যে তুঙ্গশেখর সেই মাউন্ট এভারেস্ট-এর শৃঙ্গ...

ম্যাপে-ম্যাপে ম্যাপাকার, আর পারি নে আমি। লেকিন কামুকাকা? ওঁকে দমায় কে?

—জানলি বেণু, যেখানেই যান, ঘোষদা কোথাও কখনও আলাপচারিতায় তিলেক হোঁচট খাননি। কিঁউ? আরবি বল্, ফার্সি বল্, জাপানি, ফরাসি, ইস্পাহানি, ম্যারিকান ইংলিশ, রুশ, ম্যালে, হিব্রু, চিনে, ওলন্দাজি, আদি-ওলন্দাজি আন্দাজি আফ্রিকানস্, গ্রিক, আমহারিক, মলয়লম, সমস্কৃত, সোয়াহিলি, তিব্বতি, জর্মন, পেরুর ইংকাদের কেচুয়া, কলমে কলম জুড়ে রোপা এসপেরান্তো, হাউসা, ওড়িয়া, বেঙ্গলি, কাঁড়ি-কাঁড়ি ল্যাঙ্গোয়েজ ছিল ওঁর ডালভাত, নিতান্ত তুশ্চু। এবাদে, সাংঘাতিক টনটনে ছিল ঘোষদার হরফ-পহচান। মিশরের আদ্যিকেলে লিপি, ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, প্রাচীন সিন্দজিরলি, ইথিওপিয়, সেবিয়ান, ফিনিশীয়, টেমা, সিরিলিক, মায় মহেঞ্জোদারো-র ইকড়িমিকড়ি, এক পলকের একটু দেখাতেই তড়বড়িয়ে পড়ে যেতেন। বেণু! ইদিক-উদিক তাকাচ্ছিস যে বড়...

তাকাব না? উদ্দাম ঝাঁকুনিতে সোডার বোতল যেমন হয় তেমনি আমার দশা। এই বুঝি ছিপির গোলা উড়িয়ে, নাড়িভুঁড়ি উলটিয়ে, ঠাপঠাপিয়ে ওথলায় কৌতুক-দমক। অভব্য সে গমকটি চাপা দিতে প্রাণপণ চেষ্টায় প্রস্ফুট-প্রায় হাস্যকে পালটাই

কাশির গিটকিরিতে। আমার ও অমানুষিক সংবরণ-প্রশমন পুরো বেকার। কামুকাকার চোয়াল কঠিন, দিঠি কঠোর—চোখ তো চোখ নয়, নরখাদক শার্দূলের জ্বলন্ত ভাঁটা। চেয়ার ঠেলে, গলা খাঁকারি ঝেড়ে, মিছরি-মিহি নরম-ঠান্ডা স্বরে ব'ললেন কাকা:

—কফ-কাশির প্রকোপে কাশির প্রাপ্তি পুণ্যের নয় বাবা। এক্কাজ কর্ বেণু। রোজ ঘড়ি ধরে চব্বিশবার তিন চামচ বাসক-সিরাপে ধুয়ে-মেজে সাফাই করে লে কণ্ঠনালি। খবদ্দার! নলিতে যেন রাজ-তাজভোগের রস-রসালি নয়, সেরেফ বাসক-বাটা তরল টুপটুপিয়ে ঝরে। কটু-কটু, অম্লকটু। শিয়রে সংক্রান্তির বেলায় নাহয় বেণু, দেইখ্যা যাইব কিত্না আরাম হৈল তোঁহার টুঁটির পচ...

কামুকাকা প্রস্থান-প্রস্তুত। শুধু চরণদা কেন, মা ইস্তক হাঁই-হাঁই হিৎকার জোড়ে। একযাত্রায় পৃথক ফল শোভন নয়, গুপ্ত প্রেসের পাঁজি তা-ই লেখে। আমিও সুতরাং আপদ-বিদায় না রুখে, তোষামুদে আপত্তিতে সঙ্গ জোগাই। আমারও স্বার্থ আছে: ভাষাশাস্ত্রে অলৌকিক তাঁর ব্যুৎপত্তি, শ্যাম ঘোষকে কোন্-কোন্ কল্প-আঘাটায় টেনে নিয়ে গেস্ল, সে-বিষয়ে আমার অনুসন্ধিৎসা প্রবল এখন। যাক্, বাঁচোয়া! সেয়ানা চরণদা ইতোমধ্যে এদ্দিন অবিদিত তার আলিবাবার ভাঁড়ার থেকে ভুঁইকুমড়ো-শালগামে গামাকার, সবজি, চালকুমড়োর বড়ি, মেটেচড়চ্চড়ি সহ থোক-থোক চৌকোণা লাচ্ছা পরোটা, অচ্ছা-সে বিতরণে নেগেছে কাকার থালে। সেই, বেদখল আমার কুর্সি। শ্রদ্ধাস্পদ কামুখুড়ো, মৌরসিপাট্টা তাঁর কেদারায় পুনরায় অবিচল।

—সংশয়ের বাতিক বেজায় পাজি বাতিক। খুঁতখুঁতানির বাই খুঁড়ে-ফেঁড়ে দফা সারে মনিষ্যির মনঃভূমির। তোর ক্ষেত্রে বেণু সমস্যা আরও ব্যাপক। এতই অমানুষ, তিলমাত্তর কেঁচোপ্রতিভা নাই—অন্তর-জমিন তোলপাড় ক'রে সার ফলাবি, জো নাহি তার। তবে হ্যাঁ, শ্যামরায় ঘোষের ছিল বিরল ও ক্ষমতা। এমন উর্বর ছিল দাদার মস্তিষ্ক, সুতো-হেন তুচ্ছ সূত্রও এড়াত না ওঁর। খোঁড়াখুঁড়ির গোয়েন্দাগিরি বাবদ তিল থেকে তাল গড়তে অদ্বিতীয় ছিলেন শ্যামাদা। সাধে, যতই পাল্লাভারি হোক শয়তান, দাদার সঙ্গে পাল্লায় এঁটে পারত না! ঘুচিলেই তাদের জারিজুরি, খুলিলেই বাটপাড়গুলির মুখোশ, বিশেষ, ধলাকান্তিদের ফরসা নাভিমূল হইতে উদ্‌গত কালাদের লইয়া কামান-গরম তোপাবলি...

কাঁচা কটা কুৎসিতে ইঙ্গিতের জন্য উৎকর্ণ আমি। কিন্তু, বাগড়া দেওয়ার মামলায় অপরাজেয় কাকা। আমার গ্রীবার উদগ্রীব ভঙ্গি লক্ষত, শ্যামপালা থামিয়ে খেঁচান কামু-গায়েন:

—ওই সকল খেউড়ের মর্ম তুই কী বুঝবি, বেণু? বেঙ্গলিতে গোল্লা, তায় পোক্তপাকা নোস্ ইংলিশে। তস্কর-লস্করদের গায়ে-গতরে গোদা, দস্যুদলের তাবড়-তাবড় পান্ডারা তো কেবল ম্যারিকা-রাশিয়া-ইন্ডিয়ার বাসিন্দা লয়। পোষা গুণ্ডাদের মদতে দুনিয়া-জোড়া ফেরেববাজির জাল পাতে যারা, বাস তাদের দেশে-অদেশে। অতএব, ভাঁওতা-ভোগার সদ্দাররা মুখখারাপও করে ব্রহ্মাণ্ডের হরেক জবানে। ফরাসি, ইস্পাহানি, গ্রিক, আমহারিক, আফ্রিকানস্, গুনে তল পাবি নে বেণু। গালের জলসায় ধলাদের অনুষ্ঠানও কি কম বিচিত্রা? অঢেল শুনেছেন বঙ্গের শ্যামরায়, 'কালা' ধ্বনির সাহেবি ভাষা-আড়ংয়ে ধাক্কা-লাগা প্রতিধ্বনি।

মহাযন্তন্না! তোরে এখন পড়াই কোন্‌রূপে গুচ্ছের বিদিগিচ্ছিরি মস্করা...

চরণদা ও মায়ের ওপর চোখ বুলিয়ে আমা-পানে হানেন কাকা ক্ষমাসুন্দর কটাক্ষ:

—বেশ! সাদা চামের গব্বে, ধরাকে সরা-জ্ঞান ধলাদের শ্যামদার পানে তাগ্-করা নিন্দেমন্দি নেটিপেটি বেঙ্গলিতেই ট্রান্সলেট ক'রে দিচ্ছি; পরে নাহয় রি-ট্রান্সলেটে সেরে নিস। বৌঠান! চোখ বেঁধে কলুর ঘানিতে রাত্তিদুকুর অংগ্রেজির খিদমদ খেটেও কিস্‌সু অগ্রগতি হল না বেণুর। উলটে, শুকিয়ে ঘুঁটে হয়ে গেল যেটুকু যা ঘিলু ছিল খুলির ঘটে। নতুবা, অতটুক্ কেন ওর অভিনিবেশের আয়ু, ক্ষণে-অক্ষণে উসখুসোয়, চায় কেন ও এধার-ওধার?

রাগে গসগসালেও গা, খুড়োর বাক্‌বন্যায় মেলে না প্রতিবাদ দায়েরের অবসর।

—পরের রক্তচোষা সাহেববংশের কুলাঙ্গার, ইবলিশের পয়দাগুলিন, নিজ-নিজ বুলির ঝুলিতে জমা 'কালা' অভিভাষণ খেলিয়ে-বেঁকিয়ে শ্যামাদার দিকে ছুড়ত ঝাঁক-ঝাঁক গালিগোলা। তর্জমায় যথা: 'ইউ ব্ল্যাক নেটিভ'; 'জানোয়ার ভূত'; 'শুঁটকো মর্কট'; 'এয়! ডার্টি নিগার'; 'আবে, নোংরা উকুন'; 'ওরে, শুঁটকি খয়েরি বাঁদর'; 'ইক! ছারপোকা নচ্ছার'; 'তবে রে, চিমড়ে চিমসে চামচিকে'; 'চুহা, ব্ল্যাকি মেঠো'; 'চোপ! কেলে ছুঁচো'; 'ম্যা, ম্যা, ঘুটঘুট্টে গুবরে, ঘেন্নার কেন্নো কোথাকার'; 'আ-হা-হা, দড়ি-পাকানো কালটু বেগার আমার'; 'পুঁচকে ফড়িং'; 'উচ্চিংড়ে না তেলপোকা'; 'কয়লা মিশমিশে'; 'কালিন্দর কুটকুটে'; 'মরি,

মরি, মানিক হবে কালো, মসি, ইন্ডিয়ান ইঙ্ক!'। দাদার কুচকুচে বরণ, খোঁড়াটে চরণ, প্যাঁকাটে গড়ন লইয়া ঝুড়ি-ঝুড়ি খিস্তিকচাল, দুর্জনদের আপন-আপন ভাষার বিবিধ রতন, বাছাই সব দুর্বচন...

ঠোঁটে টিমটিমে হাসি; শুধোন আমায় কাকা:

—তারপর কী হইত কও দিকি?

মনে-মনে বলি, 'মাথা আর মুন্ডু'।

—বোমকে মুড়ো ঘুরে যেত বদখদ গণ্ডারদের। শুনত যখন কোনো তেঁয়েটে বন্দুকবাজ, ওর টোটার খোঁটায় টাল না খেয়ে ব'লছে কালা নেংটি, 'আপনার প্রীতি-অভিবাদনে সাতিশয় তুষ্ট হইলেম। মহানুভব আপনি, এবার, চটজলদি মিটিয়ে দ্যান নফরের বকশিশ—'। ক্যায়া বাত! ভানুমতীর খেল মাফিক। হোক-না বজ্জাত, ঘাড়েগর্দানে পাঁচমণি লাশ কিংবা কুস্তির রদ্দা-রদ্দায় ঘাড়-বসা জালা কিংবা কিং কং কোন্-ছার মাংসের পাহাড়, ঘোষদার প্যাঁচে প্যাঁচেক্কার, বিলকুল ল্যাজেগোবরে। কিচ্ছুটি ঠাহর পাওয়ার আগে, শ্যামাদার মাখন-মোলায়েম ঘ্যাচাংয়ে ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে-ছত্রিশ, চুড়মুড়িয়ে বাংলাক্ষর 'দ'—মহাপ্রাণী খইসে আসে দুরাত্মার। সমাপ্ত মর্দানির মস্তানি; ট্যাঁ-ফুঁ নাই, দাঁত কড়মড়ানির জায়গায় দাঁতে-দাঁত, ছিবড়ে একদা-জাঁদরেল পালোয়ান। ভাবলেও রোমাঞ্চ হয়। ধস্তাধস্তিতে রুচি ছিল না শ্যামরায় ঘোষের। উগ্র কুশ্রীপনার প্রয়োজনই বা কী যখন পাজির পা-ঝাড়া বুজরুকদের চিৎপটাং করার কেতা-আদবে পয়লা নম্বর উনি। ধোবি-পাট-এ রামপটকান; হাফ নেলসন; জুডো; কুংফু; নিপ্পনি সুমো; জুজুৎসু; দুপায়ের দু-টিবিয়ায় জুৎসই ঠোক্কর; হাসি-আওয়াজি হাড়, ফানি বোন-এ নির্ভুল দু-ঘা; কানের লতি-পিছে

মোক্ষম টিপুনি; কণ্ঠার ডেলায় ওস্তাদি টোকা; তন্ত্রমতে মূলাধার, সোলার প্লেক্সাসে, কুল্যে আলতো তিন কিল; হাতের পাঁচ, বাংলা কাঁচি—এমৎ দেদার নান্দনিক প্যাঁচ। শিষ্ট-সভ্য কায়দায় শত্রু-পরাস্তের শিল্পে পয়গম্বর ছিলেন আমাদের শ্যামাদা। জানিস বেণু, ধলা ত্যাঁদড়া কেউ যেই মাটিতে লুটপুটোত, অনিবার্যত গুনগুনোতেন শ্যামরায় ঘোষ, দু-কলি তারাশঙ্করি প্রবাদ:

কালো যদি মন্দ তবে,
কেশ পাকিলে কান্দ কেনে?

ওঃ! অমনটি আর হবে না রে...

অকস্মাৎ বিষাদের ছায়া ঘনায় কামুকাকার আস্যপ্রদেশে। না খিটমিটিয়ে, ভিজে-ভিজে স্বরে বিড়বিড়োন:

—মনীষী মানুষ শ্যামরায় ঘোষ। কত সইবেন তিনি নির্মম এ দুনিয়ার লাট্টু-ঘূর্ণন? রুখবেন কতবার আর কলজে-বটুয়ার পালটাপালটি? লেত্তির ল্যাসো ছেড়ে সবামাল ক্রোক ক'রবেন খুচখাচ চুরির ব্যারামি খুচরোখোর ক্লেপ্টো গাঁটকাটা অর্বুদপতিদের বটুয়া?

অর্বুদ, বুদ্বুদ, কী সমস্ত হাবিজাবি!

—হাবিজাবি? ওরে বেণু, ২০১৭-র লোকগণনায়, পৃথিবীর Homo Sapiens, তোদের ভাষায় মনিষ্যি, সংখ্যা তার, ৭৫৩.০৪ কোটি। এবার, এর থেকে বিয়োগ কর ২৬৫, মাত্তর আড়াইশোধিক Sapiens। কী হবে তাতে? ওরে বেণু, কলকাত্তায় ভেরেন্ডা ভেজে-ভেজে এট্টুকুও কানে গেল না তোর, ৭৫৩.০৪ কোটি মাইনাস ২৬৫ লোকপোকের যত্ত-যা টাকাকড়ি, তা ওই ২৬৫ চালিয়াত চন্দরের কেপমারি সম্পদের সমান-

সমান, আঁকে-ট্যাঁকে একাক্কার! বিত্তের এ বেসামাল বিতরণে, হাতগুনতি কটা অর্বুদপতির হরি-হরি হর-হর শোষণে, রেগে কাঁই, গসগসাবেন না শ্যামাদা? তুই ম্যাদামারা নাহয় তোর জং-ধরা হৃদয়কে শান দিয়ে পোর পাঁজরার পুরোনো খাপে, থাক মুখ গুঁজে বালুকাবেলায় উটপাখি য্যায়সা, কিন্তু, উনি কেন—বাপস্! খালি সিগ্রেট ফুঁকে-ফুঁকে প্ল্যানেটের জলবায়ু বেহাল ক'রে দিলি বেণু; চড়চড়িয়ে যা বাড়ালি মাতৃধরিত্রীর শোকতাপ, সুমেরুও গুবলেট এখন। যে-হারে গলছে তুষার হোথায়, হায়, খোদ শ্যামাদার পক্ষেও আর্কটিকে বিচরণ অসাধ্য আজ...

বিষণ্ণতায় প্রলীন, নীরব কামুকাকা। ওদিকে, জ্বলছি আমি রাগের ব্যথায়। একে মায়ের সামনে আমার ধোঁয়াচর্চা সাতকাহন, তায় বকবকানির জোয়ারে, আমার অতলান্ত সন্দেহ, ভুলেই গেছেন চাচামশায়, আরাধ্য তাঁর দেব্‌তা, শ্যামরায় ঘোষ, মেসের একানে চিলেকোঠায় বচ্ছর-কা-বচ্ছর তাম্রকূট সেবনে-সেবনেই বহাতেন ৩৬৫/৬৬ দিন। তবু, আটকায় কে কাকার স্বপ্নদোষী কল্লোছ্বাস? পুরন্ত সবাক উনি:

—পরিণাম? আর্কটিকের ধ্বংস-আসন্নতায় বিরক্ত, ওই তল্লাট থেকেই, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের বৎসর পঞ্চাশ আগে, বিবাগি হন শ্যামাদা। মেরু-প্রবাহ-ঘেঁষা, অতলান্তিক মহাসাগরের তটবর্তী, ক্যানাডার উত্তরতম অঞ্চল, ল্যাব্রাডর। অধিকাংশই তার পাহাড়ি উপত্যকা। রইলেও ভূর্জ, দেবদারু, লতাগুল্ম, শীত সেখানে বারোমাসই হাড়-কাঁপানে। ল্যাব্রাডরের ডাইক হ্রদে পৌঁছে, দেখেন শ্যামাদা: ভাসছে দিঘিতে, প্রকারে চাকতি লাট্টু, আকারে বিশাল জাহাজ, তাজ্জবকর পদার্থ। দর্শনমাত্রেই উপলব্ধি

হয় দাদার, জিনিসটি আর-কিছু-নয়, ওঁরই মেধা-সমান, অন্য-কোনো নীহারিকার আজব জীবের বানানো আকাশযান। চালকের গাফিলতিতে পথভ্রষ্ট হয়ে গাবদে পড়েছে ল্যাব্রাডরে। হটজলদি ডাইভ দেন দাদা ডাইক ঝিলে; ডুবসাঁতারে উড়ন খটোলার ধারে পৌঁছে সরসরিয়ে চড়েন তাহে। নিঃসন্দেহ, দাদার কীর্তি: ওঁর মেরামতির কারসাজিতেই জ্যান্ত ফের যন্ত্র-বাহন, পাখা মেলে উড়ন্ত ঊর্ধ্বনভে...

গাঁজাখুরির কি ইয়ত্তা নাই?

পাশ ফিরে দেখি, বিস্ময়ে শিবনেত্র মা, চরণদা ফুল্ল-প্রসন্ন। বিরাম না ব্যারামপুরের খোট্টাটাকে একচড়ে যদি না...

কাকা আবার সোচ্চার:

—নিজেই বল্ বেণু, যাঁর শ্লোগান ছিল, 'আমার দেশের নাম মানুষের দুনিয়া', সেই মহান মানব, কোন্ দুঃখে তোদের এই দুখী লোকদের ভাতে মারার, অচ্ছেদ্দায় পিষে মারার অমঙ্গলের গ্রহে মরতে যাবেন? শ্যামাদা তাই পৃথিবীর জল-টল-এর মায়া ত্যজি, উড়ুক্কু লাট্টু চেপে, নিখোঁজ। ৪৯ পবন ওস্তাগর লেনের মেসবাসা টঙে চিরস্থায়ী, বিনিমাগনার ভাড়াটে, শ্যামরায় ঘোষজা-র গ্রহান্তরী চরম উধাও। ফলম্ ফলৌ ফলাঃ, ঊনপঞ্চাশ বায়ুর সে মেসভবন, টোটাল ম্যাসাকার, খেজুরে সুবাসে শুন্যি, মৃত ওয়েসিস...

দুর্বাসা-মার্কা দগ্ধকর দৃষ্টি ঝেঁপে প্রায় তেড়ে আসেন আমার দিকে কামুকাকা।

—ওঃ! স্রেফ তোদের ঢিলেমি-ঢ্যাঁটামিতে হেজে-মজে সাফ আজ কলকাতার যতেক রাগরূপময় ভাষা-সরাই। সব ভোঁ-

ভাঁ। রসিকেরা যে মুক্তারামে হাত-পা ছড়াবেন কোথাও, তেমন জমায়েতখানাই নেই আর। এ্যয়সা কুঁড়ে তুই বেণু, বাড়ি থেকে পালিয়ে দিগ্‌ভ্রান্ত পয্‌যন্ত হলিনে। সে গলদেই জুটল না তোর কপালে ইহলোকে আস্থার আধার, অপার্থিব কোনো বৈঠকে প্রবেশপত্তর। টেরও পেলিনে, খ্যাপামির যাতনাও কত-না মধুগন্ধ-ভরা...

চরণদার অলীক ভাণ্ডার অব্দি নিঃশেষ। খানাপিনা খতম, প্রতি কটা খুরি-বাটি চেটেপুটে খালি, পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে, তাও, জিহ্বা সহকারে দক্ষিণ হস্তের দলাইমলাইয়ে কামাই নেই কামুকাকার। দৃশ্য বটে অনুপম! পেটপূরণের স্বস্তিতেই বোধহয়, তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে, অনুকম্পায়ী বেদনে বলেন কাকা:

—অনুধাবন না-ই হোক, পরমপুরুষদের জীবনী শ্রবণে লাভ বই ক্ষতি নাই। য়াদ্ আছে বেণু, আমার চাচাকাহিনী— বিরামপুরে, তোর বাচ্ছাতিথিতে, অহরহ পাখি পড়াতেম তোকে, গ্রেট ম্যানদিগের বায়োগ্রাফি হরদম সিকেয় ঝুলিয়ে দোলাবি। শোন্ তবে, জনৈক সন্তের দুঃসহ ক্লেশের গপ্‌পো...

সকড়ি বাসনকোসন সরিয়ে, কাকার করায়াত্ত মেজ 'পর এক পেয়ালা দার্জিলিং টি এই রাখলে চরণদা। মা পূর্ববৎ: পাষাণ-নিশ্চল। ধূমায়িত পিরিচের কানায় ফুঁ ঝেড়ে, সোহাগে চুমুক মারেন কামুকাকা, হিমালয়ী চা-পাতার ক্বাথে।

—মণিলাল মল্লিক। শ্যামরায়দা যেমন তেমনি উনিও নর্থ ক্যালকাটায়, নড়বড়ে কড়ি, আধঝুলো বরগা, পড়োপড়ো মেসবাসায়, অনড় বটবৃক্ষ-ন্যায় থিতু। শ্যামাদা তবু এই লঙ্কা তো হোই বসনিয়ায় লাফঝাঁপ মেরে সাতকাণ্ড রামায়ণকেও

হার মানাতেন, কায়ান্তরে সাত ভুবনের পারে ভিনগ্রহে উড়ুক্কু হন, মণিলাল কিন্তু বরাব্বর কলকাতার মাটি কামড়ে। বড়সড় দক্ষিণার লোভাত্তে নেমন্তন্ন বই পারতপক্ষে মহানগরীর সীমানা পেরোতেন না। শ্রীমন্ত মণিলাল ছিলেন বাকতাপস। জ্যায়সা ফ্যাসাদে শ্যামাদার বাংলা কাঁচি, ত্যায়সা ফ্যাচাঙে মণিদার বাংলা প্যাচাল—কর্ণপাত হইলেই কুপোকাত। উফ! সে যা জট-জটে কুটিল কারবার! যৎকিঞ্চিৎ তোর ভাষাজ্ঞানে বেণু, থইকূল পাবি নে মণি-মুনির সদুক্তির। তবু ধর্...

সিধে আমার চোখে চোখ কামুকাকার।

—বদখেয়াল চাপল তোর, অক্ষরে-অক্ষরে অনুকরণ ক'রবি তুই ঋষিবাক্যি। লেগে পড়লি মল্লিকদার মতন মলিয়ে-মিলিয়ে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে ল্যাজায় মুড়ো মুড়োয় ল্যাজা জুড়ে কথা কওয়ার সাধ্যিসাধনায়। টেক্কার পর টেক্কা মেরে অন্যদের বেটক্কর করার প্রাণান্ত প্রয়াসে একাদিক্রমে আউড়ে গেলি: 'ভাল্লাগে না খটখটে খিটিরমিটির, ভ্যাজভ্যাজে ভ্যাজরভ্যাজর। ভালোই অবগত আপনি, ভারি আমার নিরাসক্তি, বিগত বহুকাল নীরে আসক্তি। নিজে চা খান না খান, আমাকে তো চাখান'...

বাবু যেন আজ্ঞাবহ জিন। 'চাখান' শব্দখান কানে গেছে কী, কাকার পান-সেবার ওয়াস্তে, এবার বোধহয় জল-সব্জে চিনে চায়, আরেক প্রস্থ বৈকালিক ল'য়ে উপস্থিত চরণদা।

—নেশার রসেবশে মণিলাল মহাশয়ের প্রতিরূপে কুরুবক-ল্যায় বকবকম ক'রেই চললি: 'সামার ভেকেশনে সেবার, সোলে শান দিতে গেসলেম আসানসোলে, মেজমামার আলয়; নিরাপদে নিরালায় তাঁর বাগানের আম-জাম পদে-পদে বাগাবার

নিরভিসন্ধিতে। বর-পর নির্বিশেষ, সকলের হিত-কামী মামির সহিত নিভৃত সন্ধি বরাবর কায়েমি আমার। আশা ছিল, আঁশ-ছাড়ানো শাঁশের পাই-পাই যত-চাই কামাই সত্ত্বেও, শাঁশালো মামির হাতযশ-গুণে ছোঁবে না আমায় আমাশা। প্যাংলা হ্যাংলা মাম্‌তুতো ভাইবোনগুলো মারছে উঁকিঝুঁকি, মারুক; মামির মন্ত্রণায় গটগটিয়ে ঢুকি সকল আমন্ত্রণার কেন্দ্রস্থল, রসনায় রসবাসের রাজধানী, রন্ধনকক্ষে। ইচ্ছে ছিল, ভুঁয়েতে পাতি আপনারে, ভাসাই ভুঁড়ি নোয়াপাতি; কিন্তু, বদান্যতায় আটখান, মামিমা এগিয়ে দ্যান বাঁকাচোরা কাষ্ঠাসন। কদাকার সে আসনের স্পর্শাদর এড়াতে, তার ঘর্ষণ-জোরে জেরবার হওয়ার ফ্যাঁকড়া কাটাতে, করজোড়ে বলি মধ্যমা মাতুলাকে, "পিঁড়ি-বিড়ি দিয়ে ব্রীড়িত করেন ক্যান মামিমা? এ পিঁড়ি তো পিঁড়ি নয়, যন্ত্রণার যন্ত্র—প্রীণন-এর পীড়ন বিশেষ"। ভাগ্‌নার চরকি-ভাষে ভড়কি খেয়ে মামিমা এক্কেবারে চক্‌রিবর্তিনী—শিল-পাটায় বাটা-টাটার নাম নেই, কিমায় কিমাকার করা নেই, ধপ ক'রে দুটো চপ থালে ফেলে দ্যান উনি। সারি, রাঁধুনির খুরে-খুরে দণ্ডবৎ। অতেক খার সত্ত্বেও, ঢিল নেই আমার বাকের কুরে-কুরে এগোনোর। কই, বঙ্কিম সুরে, "কিম্, এ কিম্ ঢপের চপ, মামি? হই না তালেবর ভাগ্নে আপনার, তালেগোলে এঁচোড়েপাকা—তাব্বলে, এঁচোড়ে কিমায় না ছেঁচড়ে, গড়বড়ে এই প্রতিদান তাহারে? মামি! এ চপের চাপ-ব্যাঘাত সওয়ার চেয়ে গণ্ডদেশে চপেটাঘাত দণ্ড বওয়া ঢের সহজ। নাহয়, সোনামুখেই গ্রহণ কত্তেম অবাক জলপান-ন্যায় আপনার সে অবদান"'।

‘এমনিতে মেজমাতুলানি টট্টরানির রানি। সব্বদা কানায়-কানায় ভরতি ওঁর কথার গাগরি। কেবল বকে-বকেই পরের কানের তাগড়া-সে-তাগড়া পোকা বের করায় জোড়া-রহিত। সেই বক্তিরানি আমার আনুপ্রাসিক প্রাসাঘাতে ভেসে আকুল। ননদপুতের কথাসরিৎসাগরে নিঃসীমে ডোবার আগে, শেষের কুটো ধরার মতো নিঃশব্দে পাকড়ান আঁশবটি—এই বুঝি পেড়ে ফেলেন মাতুলি আমায়! পালাই বাবা! খোদায় মালুম, ফালা-ফালা হলে, পাই কী না পাই, দর্জি-মাস্টার, লাশ-রিফুগর, বাবা মুস্তাফার তালাশ’।

অনুপ্রাসের বাঁশে-বাঁশে, মাথা ভোঁ-ভোঁ, কান শোঁ-শোঁ, শুঁয়োপোকার ফোঁসফোঁস, বাদুড়ের চ্যাঁও-ম্যাঁও নামে-ওঠে ওঠে-নামে শিরের দাঁড়ায়। কামুকাকা বর্ণীত আস্ত ন্যালাখ্যাপার যাবতীয় লক্ষণ সুপ্রকট এখন আমা-মধ্যে। চরণদার রকমসকমও সুবিধের না। সম্মুখে মূর্তিমান মন্বন্তর—কাকার চাহনিতে স্পষ্ট, এত গেলার পরেও তাঁর পেটে জ্বলছে ৭৬ না ৪৩ আকালের ক্ষুধা-দাবানল, অথচ আর এক দানা চালও নেই রসুইকারের ঐন্দ্রজালিক লঙ্গরখানায়; অনুশোচনার দগ্ধানিতে উদভ্রান্ত চরণদা। সুলুক খুঁজছি ব্যাধি-প্রতিকারের, ওরই ভেতর কাকার ফ্যাঁচ ক’রে বিশ্রী হাসি:

—কেমন! মিটল তো মণিলাল মল্লিককে অনুসরণের বদেচ্ছা! তসিলে ফুটো পয়সাটুকু নেই, পুরা আনাড়ি তুই, তবু কি-না লাগলি ধ্বনির জোড়-তোড়ে ভালোমানুষেদের শব্দ-জব্দ করার তোড়জোড়ে। আখেরে বেণু হল কী? কী আবার, তোদের ধস্ত-নষ্ট সেই চাটুজ্জে-রোয়াকের আচায্যি, রাখহরি মুখাজ্জির

কষ্টকল্প নিরুক্তি অনুসারে, পুঁদিচ্চেরি ইয়ানি ডেন্‌জারাস ইয়ানি বিপজ্জনক এক ব্যাপার। অনেকটা যেন মরমী মামির মরিয়া আঁশবটি, বুমেরাং হল সোলে শান দিয়ে-দিয়ে আসানসোলে গড়াপেটা তোর যত-যা অনর্থ। সে-থাপ্পড় ব্লটিং পেপার-সম শুষে নিলে যাচ্ছেতাই তোর ভাষাচার। তাপ্পর, ঘায়েল তুই, বদন ফ্যাকাসে, হাতে পেনসিল, ঘোষাতে শুরু ক'রলি নামতা, 'সাত দুগুণে চোদ্দর নামে চার'...

ব'লেই ফ্যাক-ফ্যাক হাস্য কামুকাকার। আর পারি নে বাপু বাচ্ছা-ভোলানে ছিষ্টিছাড়া আবোলতাবোল সইতে।

—এ আবোল সে তাবোল নয় বেণু। বিপদ-যাচাই নেই; আগ্রহের আতিশয্যে আগ্রহণ—গেলি তুই বোল-মুকুলের মহীরুহ মণিলাল মল্লিকের নকলে বোল ফোটাতে। হলি বেহদ্দ বেকুব। সে বেকুবপনার দরুন তোর মগজ গেল বিগড়ে। অনিবার্যত অতএব, ভাষা-সাহিত্য ছেড়ে বাছতে হল তোকে অঙ্ক-সাহিত্য...

তাৎপর্য? একধারে, ঝাড়বাছাইয়ের স্বাধীনতা; অন্যধারে, অবধারিতের অধীনতা। এ-দুই গায়ে-গা হয় কখনও?

—বুঝলি বেণু, মণিদার অভিধান, কালীসিঙ্গির মহাভারতের চাইতেও পেল্লায়। পাগলামির উৎপত্তি, নিরাময় অসাধ্যে কেবল এসপার-ওসপার, বাঁধ অভাবে অনবরত খাত-বদল—এবম্বিধ কত-যে চমকপ্রদ প্রসঙ্গ খচিত তায়, সীমাসংখ্যা নাই তার। ওতেই পাবি তুই তোর দুয়ের দাগের উন্মাদ-সত্তার পরিচয়...

মানে? দাগে-দাগে দাগী আসামি আমি? মণিলাল-মতে রকমে-রকমে ছিটিয়াল, বহুরূপী? দিওয়ানাগিরিতেও অচঞ্চল

নই; নই, একবগ্‌গা নড়েভোলা? চটেমটে লাল, প্রতিবাদের প্রত্যাশায় চাই চরণদা, মায়ের দিকে। পোড়া কপাল আমার, ওদের যে বিন্দুমাত্র হেলদোল, কারবিকার নেই। পারিবারিক উদাসীনতাই যে মানুষকে ঘর-বাহিরে করে, প্রমাণ তার জাজ্জ্বল্যমান...

—জোড়কলমে তোড়ায় শব্দ গাঁথার অধ্যবসায় তোর ফেল-বিফল গেল; মল্লিক-ঘরানায় গলা সেধে পেলি শুধু লাথ-লাঞ্ছনা। আড়বুঝোদের হেলা-অবমানে বদ্ধমূল হল তোর ধারণা: ভাগ্যের চক্রে, নিয়তির ফেরে, সুস্থ নেই ইদানীংকার জনগণ; মন-খারাপ আবালবৃদ্ধবনিতার; দুনিয়া-সুদ্ধ সক্কলের গ্রে ম্যাটার কেবলই ধূসর, আরও-আরও ধূসর; এবং, ভাষার ভিতরকার গলদই সে বিপত্তির কারণমূল। আঁখ হতে খসতেই ঠুলি, কোমর বেঁধে নিজেই নামলি তুই ভাষা-সংকারে। যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক সুবিচারে ক'রলি স্থির, যেহেতু অঙ্কের নির্দেশে ভুলভালের স্থান নেই, বাক্যের বিভিন্ন পদ, বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, ইত্যাদিকে বাঁধা যাক অঙ্কের নিয়মে। 'ফিগারস্ ডু নট লাই', ইংলিশ বয়েত করি শিরোধার্য, সংখ্যাসমূহের সত্যবাদিতায় সুনিশ্চিত, ভাষার ভাসা-ভাসা ভাব ঘোচাতে গড়লি ভাব-বিনিময়ের নতুন তরিকা। মরণপণ হল তোর: চুলোয় যাক ধ্বনন-রণন, ঝোঁকের ঝাঁকুনি, ঝংকারের ঝুটা ঝঞ্ঝাট, এরপর থেকে আলাপ-প্রলাপ চালাব বিশুদ্ধ আঙ্কিক নিরিখে—zero to hundred, শূন্য হইতে একশত। তাই-না বেণু?

টেনেটুনে ক্লাশ টেন সমাপনে, জ্যামিতিক রাইডার, বীজগাণিতিক সমীকরণের রাহুপাশ মুক্ত আমি। তবু, বোধ হল, মল্লিকাভিধানে উৎকীর্ণ সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রস্তাবটি মন্দ নয়।

—ভেবেচিন্তে উপনীত হলি সিদ্ধান্তে: (১) দেহের, মনের, বিদ্যার, বুদ্ধির, রূপের, গুণের, তেজের, সবকিছুরই সম্পূর্ণতাজ্ঞাপক নাম্বার ১০০; (২) ওরই অনুপাতে অবস্থাভেদের তারতম্য নির্ণেয়।

উদ্ভাবিত তোর নব্য-ব্যাকরণের মৌলিক দুই সূত্রের কার্যকারিতা হাতে-পেনসিলে পরীক্ষার উচাটনে, ৯৯ দশমিক ৯৯ রেকারিং বেগে ছুটলি বাসার বার। দেখলি, বয়স্ক লোচনমোহন সরকার ওঁর গৃহদ্বারপ্রান্তে, শীতের ভোরে, আলোয়ানে গা মুড়ে, খেড়ো দাঁতনে মাজন-কম্মে নিযুক্ত। এর আগে যতবার শুধিয়েছিস ওঁকে, 'ভালো তো মেসোমশায়?', পেয়েছিস, 'এই একরকম' কিংবা 'চমৎকার'-এর মতন হেঁয়ালিভর খেয়ালি জবাব। অমনতরো হিজিবিজি হিজ্ বিজে আর রুচি নেই তোর। মহাল্লোসে তাই নিজেই শুনিয়ে দিলি লোচন সরকারকে তাঁর স্বাস্থ্য বিষয়ক বিজ্ঞানসম্মত ভাষ্য: 'মেসোমশায়, তরশু তো আপনার পেটের অসুখ ১০ দাঁড়িয়েছিল; পরশু যখন দাঁতের কনকনানি ৮৮, পোয়েটিক ৪, লাগালেন আপনি ডাক্তারখানা পানে ৯৭ মাত্রা দৌড়; দন্তবিশারদ, নিশ্চয় হাতুড়ে ৭২-এ, পটাং-পটাং করে যেই আপনার উমরে ৬৫ আক্কেলদাঁত ২ উৎপাটন কল্লেন, আপনি ৯৯ টরেটম; গোটা ০-এ যাচ্ছেন-যাচ্ছেন, গুরুর ৮০-র-বাদে সামলে উঠলেন ০.৭-এ; সেই থেকে কাল অব্দি ১-টু দুর্বল; আজ অবিশ্যি বাত-জর্জরে পালং-মরমরানি ৬৯ সত্ত্বেও ৫৬-য় আপনি; নইলে কি, আক্কেলে ০.৫ ফোকলা হয়েও, দাঁত-ক্ষতের যত্নসাধনে সাড়ে ৭৪ তৎপর হন?' টের পেলি এরপর আড়ে ৩ দৃকপাতে, মোহিত-লোচন লোচনমোহন ১০০-য় ১০০

গরুগম্ভীর। মামলা ৯-৬-এ গড়াবার আগে সটকে পড়লি তুই যহাঁ-তহাঁ ৫২-৫৩ তেজে। গাণিতিক নির্ণয়ের ন্যায্যতায় নিশ্চিন্ত, এ-গলি সে-গলি হয়ে পৌঁছলি তোদের ওই ১-ফালি মেন রোডে। মোলাকাত হল তথায়, লোচন সরকারের স্কুল-পালানে, আগল-আলগা কুপৌত্র, ১৩-তেই ৩ তেরং ৩৯ ওরাং ওটাং, কার্বাইডে-পাকানো কদলী, রাজীবচন্দরের সঙ্গে। শ্রীমান তখন ঊর্ধ্ববাহু, গোলোকধাম লক্ষ্যে ধ্যানস্থ—৬৭ ছুটন্ত, ৯৮ রঙ্গে হল্‌দে-সবুজ ঘুড়ি ওড়াতে শশব্যস্ত। চকিতে, ঘর্মক, মানে, সোয়েটারে বক্ষ-ঢাকা রাজীবের স্থূলাংশটি পিছু হটে—৬৭+৯৮=১৬৫-কে ২-দিয়ে ভাগ=৮২.৫ ক্ষিপ্রতায় ওর লাটাই তোর চশমার ১ মানে ৫০% পাল্লা খসিয়ে দেয়। ক্ষমাপ্রার্থনায় ০ দশমিক ০, তোর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপেও ০ দশমিক ০, খ্যাঁচায় সে, 'কানা নাকি মশাই?' তুই কেন বরদাস্ত করবি ১৩ না ৩৯ নাবালকের বাঁদরামি—খ্যাঁক ক'রে ৭৬ কোপে খেঁকালি তুই, 'তুমি ৮৭.৭ ন্যাদোস'। ভাবান্তরেও ০ দশমিক ০ ব্যাটা। উলটে, উড্ডীন ঘুড়িতে চোখ রেখেই ছুড়লে চোখা মন্তব্য, 'কালা-খোঁড়াগুলো মরতে কেন-যে চরতে বেরোয় রাস্তায়!' ৯৪ নম্বরি এই ঠেসে রাগের পারা তোর ৭৬ থেকে চড়চড়িয়ে ৮৯। তড়বড়িয়ে ৯৭.৩ চাপে, যায়-যায় ০-এ, গোল্লায় উদ্ধত ছোঁড়ার ডানকান মুলে তড়পালি তুই, 'এমনিতেই ছিলেম ৪২.৮ চক্ষুষ্মান; তোমার কনুই-কোঁতকার পাল্লায় চশমার ৫০ পাল্লা খুইয়ে বর্তমানে আমার নজরজোর, ১০০ মাইনাস ৬৯.১=৩০.৯; বিপুল এ ক্ষতির খেসারত যদি-না উসুল করি গড়ে ১২ মাস ৫৭.৭ ভুগন্ত তোমার ঠাকুর্দার ঠেঁয়ে'। ভুঁইয়ে গিরেছে লাটাই; ০-এ উবে ঘুড়ি—৯৩ আশ্চর্যে ফুকরোয়

৯৫ মর্মাহত উঠতি-কিশোর, 'য়্যাঁ! কী-সব আবড়োতাবড়ো বকছেন?'। ৯৮ রোষে তুই, ছোকরার ৭৭ ফুলো গাল ২-এ ঠাস-ঠাস ৪ চড় কষিয়ে চেঁচালি, 'তুমি তার কী বুঝবে হে—পাঁঠা ৭ + গাধা ৫ = গোবরগণেশ ১-খান! রোসো, পড়াচ্ছি তোমায় পাঠ—'। রাস্কেলটা কিন্তু কম মুঁহফোড় নয়। ভয়ডরে বড়জোর ২.২, তেড়ে এলে নালায়েক তোদ্দিকে, 'আর আপনি ৫০৫ উজবুক'। ৫০৫ রাশিটির রামধাক্কায় ১০০ অগ্নিশর্মা, রাজীবের ১ নয় ২ কর্ণই সাড়ে ৩৬ ভাজায় ভাজাকার ক'রতে উসুসখুসুস তোর ৫+৫=১০ আঙুল। ৯৩ তিড়িং মেরে দাগলি নিদারুণ তোপ, স্বর তোর গনগনে সপ্তমে, 'ব'ললেই হল ৫০৫? শতকরা ১০০ ওরিজিনাল আমার সাংখ্যদর্শন; পেটেন্ট-করা নবীন সে শাস্ত্রে 100-ই ফুলমার্কস্; উচ্চতম ওই শিখর উপর আছে শুধু zero-র ফক্কা। আর তুমি রাজীব, এত আস্পদ্দা তোমার, বহরে-ওসরে তা ৫০৫-ই হবে, এলে তুমি আমার অঙ্করাজি গুলিয়ে গোবলাটেতে? তা-ও যদি না জানতেম, রোগী-ভোগী কোন্ সরকারের গোধন তুমি। ভালো চাও তো পাঁজরার ২ ধার বেড়ে ২ কান ধরে মুরগি হয়ে বসো'...

শুনতে ব্যগ্র, মৎ-প্রচলিত রাশিবিজ্ঞান অনুযায়ী কোন্ সংখ্যায় অবশেষে অধঃপতিত হলেন ব্যাদড়া রাজীবচন্দ্র সরকার, পড়ল বাগড়া। এই এক কাকার স্বভাবদোষ: প্রতিবেদনের তুঙ্গমুহূর্তে ঠিক ঠুকবেন অন্তত ৬১ বিরক্তির বিরতি-গঞ্জনা। এ-দফায় হাড়জ্বালানে ওঁর নিস্পন্দতার কালিক পরিসর, ঘড়ির টিকটিকে ৩ সেকেন্ডের হলেও, আমার ক্যালকুলাসে ৭১ সেকেন্ড ছোঁয়-ছোঁয়।

—চরণা! বল্ দিকি তোর দাদাবাবুর খিটকেলে আঁক-বাতিক ভাগ্য, ইয়ে, ভাগফলে কী দাঁড়ালে?

চরণদাকে অ্যাডিশন-ডিভিশন নিয়ে অডিশন? আহা, রোজই বাজার-ফেরত মস্তকটি ওর নিদেন ৮৩ কাঁঠাল-ভাঙা হয়। হিসেব মেলাতে দৈনিক ৮৭ হিমসিম মা, রেগে ৮৯ কাঁই—শোনায় ওকে যা-নয়-তাই; আর চরণদা, বিরামপুরের সেই আজিজের দেখাদেখিই হবে, ৯৪ ভ্যাল্ভ্যালাস্, ৫৭ কাঁদো-কাঁদো।

—অধম রাজীবের চূড়ান্ত উত্তম-মধ্যম সাধনে প্রবৃত্ত হলি, অমনি বেণু, বাচাল বালকের সে কী চিল-প্রণাদ, ডেসিবেলের মাত্রায়, নির্ধারিত তোর উচ্চসীমা ১০০-ই ডিঙিয়ে যায় বুঝি। আত্মারাম খাঁচাছাড়া সে প্রণবে, ওঙ্কার-হুংকারে, ওর বেতো ঠাকুর্দা, দাঁতন-ফাঁতন ফেলে, লাঠি ঠকঠকিয়ে, ৭৫ তড়িৎগতিতে দুঃসংবাদে টেলিগ্রামের মতো অকুস্থলে হাজির। তোদের শহরে বেণু, আর যা-ই অ-মিল, মেলাই আছে বেকার হাফ-বেকার—সুতরাং, ঝট করে জট পাকাতে ০ দেরি হয় না নিষ্কম্মাদের। ওদিকে, ২৬ নাকিকান্নায়, ৬৩ অস্পষ্টতায়, তারসানাই বাজাচ্ছে রাজীব, 'আমি ঘুড়ি ওড়াচ্ছি, কোথাও কিচ্ছু নেই, এই লোকটা হঠাৎ খেপে, পেটে-পিঠে পিটছে কেবল আমায়, শক্ত-শক্ত অঙ্কে দিচ্ছে যাচ্ছেতাই গালাগাল—'। নাতির সানাইয়ে সোজা ৯৯-এ পোঁ ধরেন লোচনমোহন সরকার, 'হায়! হায়! অন্ধের যষ্টি নাতি আমার। সেই নড়িকেই কি-না পিটিয়ে তক্তা করা—'। জনতার রসিকপ্রবর কেউ ৬৭ মজাড়ুতে লোচনমোহনের বাক্যপথে চালান করেন চ্যালাকাঠ, 'মানে, লড়কার লড়কাকে লকড়ি জ্ঞানে দুরমুশ!'। ৯৪ ঝটিতে ফের শুরুয়াত রাজীবের ঠাকুর্দার পোঁ-

ফুঁ, 'তাই, তাই মশায়। আমাকে পথে বসানোই আসল মতলব হারামজাদার। সক্কাল হতে-না-হতে নামতা পেড়ে-পেড়ে আমার বাসভবনের সমুখে অবিশ্রাম ঘুর-ঘুর, তাপ্পর, এ বুড়োকে তেমন বাগাতে না পেরে, লোকমুখে শুনলুম, সবেধন নাতিকে তার ৩ তেরং ১৩, ৪ চোদ্দোং ১৪ গোছের অং-বং সমস্কিত এরিথমেটিকে কুচোকাটা করতে নেগেছে শালা—'। ভিড়ের ভিতর থেকে ০.৩ নিস্পৃহ অবজ্ঞায় পরামর্শ প্রদান জনৈক, 'যেতে দিন্, যেতে দিন্, হেডআপিসের কলকব্জা আলগা যুবকের—'। কথাটা কানে গেছে কী, তর্জনী ১০০ উঁচিয়ে ৯৯ লম্ফ-তর্জন জোড়েন লোচনমোহন সরকার, 'কলকব্জা? পেতেছি ফাঁদের কল, কব্জা হল ব'লে ঘুরঘুরে ঘুঘু; তৈরি হও বেণু বাবাজীবন; ঘোচাচ্ছি তোমার আঁকপাতের কেরদানি, বাচ্ছাকাচ্ছাদের অঙ্কের জুজু দেখানি'।

লোকপোকের ৭৩ আহাম্মুকিতে ৯২ স্তম্ভিত তুই। অকাজের রাজাবাদশাদের সমাবেশে, সম্ভাব্যতায় ১০০, ২-টো ৩-টে কুবদ্যি কোয়াক মজুত থাকে। ওদেরই ১ বাৎলায় নিদান, 'হিস্টিরিয়া! ভদ্রলোক হিস্টিরিয়া-গ্রস্ত'। 'হিস্টিরিয়া' অনুষঙ্গে 'ইউরেকা'র গন্ধ—তৎক্ষণাৎ আন্দোলিত জনসমুদ্র, 'ঠিক! ঠিক! চোখ লাল, ঝাঁকড়া চুল, গাত্র কম্পমান। এ সবই হিস্টেরিয়ার কেতাবি লক্ষণ বটেক'। উক্ত চিকিৎসকই হবেন, রাষ্ট্র কল্লেন রায়, 'এ রোগের ঔষধ ১-টিই—আমজনতার পানিপাঁড়ে, কর্পোরেশনের পূতসলিল'। তোর হাতের কাছের পড়শিগণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে ৯২, দুদ্দাড়িয়ে ৯৩ বেগে নিজ-নিজ সদন থেকে নীল-গোলাপি-বেগ্নি বালতি এনে, রাস্তাকোণে অবস্থিত সর্বসাধারণের স্বার্থসাধক নলকূপের লৌহহাতল তোলন-নামনে লাগেন ১০০

প্রফুল্লতায়। অমন খাঁটি খাটাখাটনি কখনও অকৃতী হয়? হোক-না পৌষের ৯৫ শীত, উঠুক-না ৭৭ শীতল সাঁইসাঁই উত্তুরে হাওয়া, ওঁরা দমবেন কেন? মহানন্দে তোর শিরে বালতি-বালতি ৫২ কনকনে ঠাণ্ডা জল ঢেলেই চলেন নিঃস্বার্থ হিতাকাঙ্ক্ষীদিগ। কহাঁতক সইবি তুই মঙ্গল-বিধায়ক জনগণের অযাচিত বারিবর্ষণ? কাপড়-জামা ভিজে একশী, মানে, ১০০, নীরে-নীরে প্রায় নিরাকার তখন তুই—১ ঝটকায় ১০-ম দশার আয়োজন ভেস্তে, ১ দৌড়ে ৬৫ পগারপার হওয়ার তাল কষছিস, পরোপকারী সেবাদল তোকে ৭৯ ক্ষিপ্ততায় জাপটে ধল্লে। রদ্দায় তোর ৮০ সিক্কার ঘা মেরে তড়পান সেবাদলপ্রধান লোচনমোহন সরকার, 'এ্যাঁ, এত নাকানিচোবানি, তাও সারে না মাথার গর্মি! জল-ফলে কাম হবে না, গোবেড়ান মারই টেঁয়েটে ব্যাটার ব্যামোর উচিত দাওয়াই—'। চিকিচ্ছের প্রেসক্রিপসান পালটাতেই বেণু, তোকে তোরই গরমচাদর দিয়ে ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে লেপটে ফেলে ব্রতচারীরা। ক্রমশ অহিংস থেকে সহিংস হচ্ছে সেবাদল, ওরই মধ্যে রাস্তায় চলমান ১ ভিস্তিওয়ালার হাত থেকে তার হোসপাইপের পিচকিরিটি ছিনিয়ে নেয় লোচনদাদুর নয়ন-মণি রাজীবচন্দর। থোড়াই কেয়ার বিচ্ছুর, তোর ৮৮ কষ্টের—প্রোদিত তোর কর্ণমোদন-বেদনার সাধু প্রতিরোধে, অকথ্য পীড়নের চাক্ষুষ প্রতিকারে, সাদা পানিতেই চুটিয়ে চালায় ৬০-এর বাছা টইটম্বুরে হোলির পরব। শিশু ভোলানাথ যেই জলাঞ্জলি দেয় তার ক্রোধ, ৯৪ উদ্যোগে ঝাঁপায় তোর ওপর উন্মত্ত প্রাপ্তবয়স্কেরা। চাউর হয় চতুর্দিকে, বারোয়ারি রেওয়াজ মেনে, চাঁদা তুলে সমবেত চাঁটিপ্রহারে ১ পাগলাকে ১০০ কাবার করাই সুস্থমস্তিষ্ক

জনসঙ্ঘের ১ মাত্র উদ্দেশ্য, 'চল্ মাথামারা, দিয়ে আসি তোরে যমের দুয়ারে'। বাতিদীপের বাঁধন খুলে, ৯৮.৮ মরো-মরো তোকে চ্যাংদোলা ক'রে, বোধহয় তোকে সদর মার্গ থেকে সুদূর মর্গে নিয়ে যাচ্ছেন সমাজ-স্বস্তয়নের পুরোহিতবাহিনী, তুই ১.২ কঁকিয়ে কাতরালি, 'আমি যে এখনও ৫-এ ৫ পঞ্চত্ব পাইনি গো'। বধস্থলের বিপরীত, চোরাভাঙা ১ নিকেতের আড্ডা-রকে উবু হয়ে তোর দলাইমলাই ১০০ মাল্টিপ্লায়েড বাই ৫.৭ ইকুয়াল টু ৫০৭ উপভোগ ক'রছিলেন থুরথুরে প্রাজ্ঞ ১ বৃদ্ধ। রাশি-রাশি সংখ্যায় গজগজে ব্রহ্মতালুর গণধোলাইয়ে, চিকিৎসা-সঙ্কটে সঙ্গিন, তোর ওই ১.২ ক্ষীণ প্রতিবাদী আর্তনাদে মুখ ভেটকিয়ে কন উনি, 'আরে মোলো, ভালো কল্লে মন্দ হয়। পষ্ট দেখ্লুম, ফরসা বাবু, তা-ও বলে ফৌত হইনি!' তা যা হৌক, ফিরলে চৈতন্যি, আবিষ্কার কল্লি বেণু, দয়ালু সজ্জনেরা তোকে মশানে-শ্মশানে না থুয়ে ফেলে গেছেন তোরই মকানের দোরগোড়ায়। ওঁদেরই অনাবিল সহায়তায় অপসৃত তোর আঁক-ঝোঁক, গণিত-বদ্ধ কল্পনার হিস্টেরিয়া...

আঙ্কিক গৎ-এ সামাজিক সম্বন্ধ-স্থাপন নিয়ে আমার গবেষণার হৃদয়বিদারক পরিসমাপ্তিতে, শুধু ক্ষুণ্ণ কেন, ক্ষুব্ধ আমি। যথেষ্ট শিক্ষা হল—এ গবেটের দেশে আর না। সৎ সমঝদারের আবাস কম আছে ব্রহ্মাণ্ডে? নেই, চেল্যুস্কিন অন্তরীপ, রাক্ষসতাল, টাকলাকোট, সিংগালান টান্ডিকাট, মাউন্ট এভারেস্ট; নেই, কামাস্কাটকা, ম্যাডাগাস্কার, হনুলুলু; নেই, খুন-পেয়াসা পিরহানা মাছের আড্ডাতট, ব্রেজিলের মাত্তো গ্রস্সো মহারণ্য; নেই, ল্যাব্রাডরের ডাইক, পুকুরের নির্জন সৈকতে

অপেক্ষমাণ উড়ন খটোলা, ভিনগ্রহের লাট্টু? কিন্তু, ঘেন্নাবিরাগে যে পরপারে উত্তীর্ণ হব, তার উপায় আছে? একপ্রান্তে, নীরবে হাউ-হাউ রোদন-রত মা-জননী, অন্যপ্রান্তে, দরজা আবজে দণ্ডায়মান, আতঙ্কে শুষ্কং কাষ্ঠং চরণদা। দুটিতে মিলে যে-ভাবে বন্দি করে রেখেছে আমাকে সংসার-গোয়ালে, তার তুলনায় পাড়া-বেপাড়ার তুতো-অতুতো আত্মীয়কুল সম্পাদিত আমার ল্যাম্পপোস্ট-বন্ধনও তুচ্ছ।

বিষাদবারিধিতে হাবুডুবু আমি, সান্ত্বনা জোগান কামুকাকা:

—তবে, ভাবনা নেই বেণু। মণিলাল মল্লিকের 'মেটেরিয়া মেডিকা'য় রোগমুক্তির মারফত নবতর মুক্তিকামী রোগে সংক্রমিত হওয়ার অজস্র ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর মারফতি প্রণালী এ-রূপ: ধর্, তোর যেমন হামেশা হতো ব্যারামপুরে, পেড়ে ফেললে কাউকে আমাশা; বালাইটি ঝাড়তে পুঁতে দে কলেরার বীজ; ব্যস! কেল্লা ফতে; নিবে গেল আমাশার হুতাশন, প্রজ্জ্বলিত, ওলাওঠার দাবানল। কিংবা ধর্, লোচনমোহন সরকার হেন কুঁদুলে কারও বাত সারাতে চাস তুই—করণীয় কী? শুইয়ে দে ত্যাঁদড়াকে পক্ষাঘাতে; প্যারালিসিসের জড়তা কাটাতে চাস তো ঘিরে দে শয্যাসীনকে কিল্‌বিলে এনোফিলিস্ মশায়—অবশ্যম্ভাবী ম্যালেরিয়া, আর সে জ্বরে যা কাঁপুনি, বাপ্‌স্, একদণ্ডেই লাফাতে বাধ্য রোগী, এবং যাঁহাতক লাফানো, তাঁহাতক পক্ষাঘাত বিদায়। এমন আঁটো ব্যাধির শৃঙ্খলা, চেন রিয়াকশেনের অমোঘতা, ম্যালেরিয়া থেকে কালাজ্বর-যক্ষ্মা-গোদ-বসন্ত-গলগণ্ড-সর্দিগর্মি ইত্যাদি স্টেশানে থেমে-থেমে নিউমোনিয়ার লিলুয়া পেরিয়ে হার্টফেলের জংশন হাওড়ায়

আনীত হবিই তুই। তা, এই একই পদ্ধতি মোতাবেক, মল্লিক মহাশয়ের পরিচিন্তিত বায়ুদশার পরম্পরায়, শব্দজোড়-উত্তর অঙ্কজোড়-উত্তর থার্ড স্টপ, মানে, তোর তিনের উন্মাদ-সত্তার স্বরূপ হল গিয়ে...

এবার আর চুপচাপ নয়, ক্রন্দনে ভেউভেউ উচ্চকিত মাতৃদেবী। চরণদার শুকনো কাষ্ঠবৎ দু-পায়ের হাঁটুদ্বয় বাজাচ্ছে উভচোটের ঠোকাঠুকি। কামুকাকা দয়ার অবতার:

—তবে থাক্। আজ নাহয় এই পর্য্যন্ত ...

ভারি ঘরের পরিবেশ—স্থগিত প্রকাশ-বেদনায়, অচরি-তার্থতার দমিত উত্তেজনায়, ভারি। তারই খেই কামুকাকার শ্লেষ্মামাখো খেদে:

—দেশের-দশের মানসিক মানাঙ্ক বড্ড নিচু এদানি। সারা দুনিয়াতেই তাই। নতুবা, উদামাদা কেউ ওয়াশিংটনের শ্বেতপ্রাসাদে অথবা মস্কৌর দরবার দুর্গপুরে অথবা দিল্লির তক্তে যতই তিড়িংবিড়িং প্রলয়নাচন নাচুক, বোকাটে ডেঁপোমি, খেলো কপটতায় তছনছ করুক জগৎ-রঙ্গমঞ্চ, দাঁত কেলিয়ে ক্ল্যাপ দেয় শয়ে-শয়ে লোকে! এ্যয়সা হকিকত যে ত্রাতাপুরুষ শ্যামরায় ঘোষও হাল ছেড়ে চির-সায়োনারা। কোন্ লোকান্তরে তিনি আজ...

জমে নৈঃশব্দ্যের গুমোট। নাক ঝেড়ে, পরান-আইঢাই সে গুমোট ভেঙে, পুনঃ আরম্ভ কাকার খেদোক্তি:

—ওঃ! জীবন-সায়াহ্নে বাকসিদ্ধ মণিলাল মল্লিকের সে কী ভোগান্তি...

নতুন কেচ্ছার গন্ধে গোটা ঘরটাই যেন হুমড়ে আছড়ায় কামুকাকার ঘাড়ে।

—নর্থ ক্যালকাট্টাই দুধেল রাবড়ি, সে তো বটেই—তৎসহকারে বাদাম, কিসমিস, আখরোট, আঙুর, শসা, কলা, সরের নাড়ু, চন্দ্রপুলি, তিলকোটা চিড়েমুড়ির মোয়া আদি উপাদেয় আহারের সাত্ত্বিক আবাহন বাদে মোটে ঠাঁইনাড়া হতেন না মল্লিকদা। অহোরাত্র সেঁটে থাকতেন ঝুরঝুরে তাঁর মেসবাসার ঝরঝরে তক্তাপোশে। ছারপোকার সেনা-ছাউনি ওই চারপাইতেই আরাম-সে উপুড় হয়ে এন্ট্রি পর এন্ট্রি গেঁথে ফাঁপিয়ে তুলতেন অসলি চন্দ্রাহতদের ব্যবহার্য, বিখ্যাত তাঁর, 'বঙ্গীয় অনর্থ-কোষ'। একবার হল কী—'উঠল বাই কটক যাই' গোছের বেখাপ্পা বায়ুচক্রের খপ্পরে, অকস্মাৎ, বদ্ধবায়ুতে দমসম নাতি-প্রশস্ত তাঁর কামরা ছেড়ে উদ্‌যোগী হন দাদা, খোলা-হাওয়া বিহারে। নিঘ্‌ঘাত, গন্তব্যের নাম-গন্ধেই, ট্রেন ধরে একা-একাই পৌঁছে যান মণি মল্লিক, জষ্ঠি মাসের চড়চড়ে বিকেলে, মধুপুরে। দিন দেড়েকেই তিতিবিরক্ত, চড়ে দাদার মেজাজ। মধুপুরের গড় উচ্চতা মাত্তর ৭৪৮ ফুট; ক্ষুদ্র শহরটিকে পাথ্‌রো ও জয়ন্তী, দুই নদী ঘিরে রইলেও, দুটিই তিথিডোরে বাঁধা, বর্ষার কৃপানির্ভর। ক্যালেন্ডারে মাস-ক্ষণ না দেখার, ঋতুর সন্দেশ না নেওয়ার বেভুলে পেলেন মল্লিকদা, ফেনহিল্লোল কলকল্লোলের বদলে বালুময় নির্জীব শুকনো দু-খাল। বেমরশুমি ভ্রমণ-ভ্রমে, বেফায়দার পরিক্রমণে ক্রুদ্ধ, নিজের মনেই গর্জান জন্মসন্ন্যাসী, 'দূর! দূর! নামবড়াই শুধু, মধুর বস্তুটিই বেপাত্তা মধুর পুরে'। মধুপুর-বিদ্বিষ্ট, তাও, স্থানটির নামডাকে এতই বিভোল মল্লিকদা যে, স্টেশানে ফিরতি-টিকিট কিনতে গিয়ে মধুপুরেরই টিকিট চেয়ে বসেন। কাউন্টারে অধিষ্ঠিত কেরানিবাবুটি আবার বেরসিক

সম্প্রদায়ের—পাগলাদের ছাগলামি আদপে সয় না ওঁর। মল্লিকদার প্রার্থনার প্রতিক্রিয়ায় তিরকুটে কাটা-কাটা ভঙ্গিতে বলেন ভদ্রলোক, 'মধুপুর বাদে, নিখিল-চরাচরের আর-সকল স্টেশান-অভিমুখী যাত্রার বন্দোবস্ত আছে মধুপুরে'। প্রত্যাঘাতে কিয়ৎ কাহিল মণিদা, বেজার বদনে হাওড়া উদ্দেশে চাপেন ট্রেনে। তৎপর, কলকাতায় ফিরে, পেয়ারের তাঁর মেসঘরে ঢুকেই, মস্ত-ম্যাসিভ হার্ট-এ্যাটাক...

আঁৎকে উঠি। সে কী, স্বকৃত বায়ুগত আয়ুর্বেদ নিজেই ভুলে গেসলেন মণি ধন্বন্তরী? নিউমোনিয়ার লিলুয়ায় পৌঁছবার আগে সর্দিগর্মি-র ছোটো গেজের লাইন পাকড়ালে অন্তত সাময়িকভাবে এড়ানো যায় হার্টফেলের হাওড়া, এই যাঁর ফর্মুলা, তিনি কেন সময়মতো, পারম্পর্য মেনে, চটজলদি পালটে নিলেন না চলতি তাঁর বাইদোষ, অন্যতর আবেশে?

—এক্কেবারে হতভম্ব। এতই যে, আয়াসের আশ্রম তাঁর চৌকি পানে বিরহ-লাঘব মস্তি-আসন্ন নজরপাত করবার অবসরও পান না মণিলাল মল্লিক। গণ্ডগোলটা কিসের বল্ তো বেণু?

আমি কোত্থেকে জানব কিথ্ থেকে কোন্ গোল বাধায় হদ্দ উদ্‌ভ্রান্তিকে?

—কামরার দখ্‌নে দেয়ালটি ছিল দাদার স্লেট...

আমার স্লেটপাথরে হাতেখড়িও হয়নি, আর, মল্লিকমশায় বুড়ো বয়সেও?

—পরিচিত কিংবা অপরিচিত, মৃত কিংবা অ-মৃত ব্যক্তির, চোরচোট্টাই প্রকাশক কিংবা তদবধি অপ্রকাশিত তাঁর বইয়ের

বিক্রেতাদের নামঠিকানা, টেলিফোন নং, আবক্ষ প্রতিকৃতি, প্রভৃতি খুঁটিনাটি খুদে-খুদে আখরে-আঁচড়ে টুকে রাখতেন মণিদা উক্ত প্রাকারে। এছাড়া, নড়লেই মাথার পোকা, রগুড়ে কোনো পান্, রসিলা কোনো ধ্বনি-অনুপ্রাস এলেই মনে, সেটিও খচিত হতো ও দেয়ালগাত্রে। অবশ্যি, পাছে তাঁর প্রতিকূল লেখকদের মধ্যে ধড়িবাজ কেউ স্বীয় বুদ্ধিতে উদ্ভূত তাঁর নন্‌সেন্স হড়প-পূর্বক বিনা শ্রমে নাম কিনে ফেলে কলেজ স্ট্রিটে, অতি-সাবধানী, চির-সন্দিগ্ধ মল্লিকদা দাগতেন চুটকিচূর্ণ সাংকেতিক লিপিতে—মহেঞ্জোদারোর হিজিবিজির চেয়েও ঘোরালো, বোধ-অগম্য অক্ষরবৃত্তে। প্রশ্ন এখন, কোন্ শকে যেটুকু যা বাহ্যজ্ঞান ছিল তাঁর তাও লুপ্ত হল মধুপুর-ফেরৎ মণিলাল মল্লিকের, কেন ঘুরে-ঘুরে কেবলই চেঁচিয়ে গেলেন তিনি, 'কে? কে? কে মুছলে আমার স্লেট? কোন্ শয়তানে?'। ব্যাপার কিসুই নয়, দাদার অবর্তমানে, পুরানো ভাড়াটিয়াকে চমকে চিত্তির করার সাধুসংকল্পে ঘর চুনকাম করিয়েছিলেন বাড়িওয়ালা। কিন্তু, ফল হল উলটো—ফরসা ধবধবে, স্মারক-লোপাট দেয়াল হেরে, বেহোঁশ দাদা। সাড় ফিরতেই টানা ৫০ বছর যে মেস ছিল তাঁর পীঠস্থান, সেই আবাসটিকে ১ বস্ত্রে ১০০-রও বেশি দ্রুতবেগে পরিত্যাগ। এরপরের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত। তিনি আদৌ আছেন কি-না, থাকলেও, তাঁর কারুখোদাইয়ে নিষ্কলুষ, পাপের সে গেহ হতে ২০৭ না ৩০৫ আলোকবর্ষ দূর, তা ১ খোদায় মালুম। এও সম্ভব, ভালোবাসার বাসা-নিষ্ক্রান্ত, বৈরাগী দাদাকে অনারোগ্য এমন মোচড় দিলে ঈশ্বর-পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে নৈরাশা, যে, প্রায়োপবেশনে নিজ নাম-শিরে নিজেই দেগে

গেলেন উনি অর্ধচন্দ্রের স্বর্গীয় সংকেত। অথবা, কাটোয়ায় অজয় নদে মেশে যে পাথ্‌রো আর জয়ন্তী, সে ২ নদীর মন্‌শুনে, তাদের কোনো ১-টিতে মরণঝাঁপে উজিয়ে গেলেন অকূলে। যাই হোক ওঁর শক্‌-পরবর্তী ইহলৌকিক ইতিকথা, মণিলাল মল্লিকের আক্কেলগুড়ুমকর অভিধানটি কিন্তু সম্পূর্ণ হল না। কীটেরা যদি অখাদ্য বিবেচনায় পাণ্ডুলিপির পাতারাজির সস্নেহ ভরণ-পোষণও করে, ১-জনও নেই মর্তধামে যে ওই শব্দকল্পদ্রুমে আর ১-খান ফুল ফোটায়...

বানভাসি বর্ষার পূর্বাভাসে থমথমে কামরার আবহ।

—নাঃ! আজিকালি, না ভবনে, না ভুবনে, প্রকৃতিতে প্রামাণিক অপ্রকৃতিস্থদের এক ডলার বা রুবল কেন, এক রুপয়া কদর নেই। বিশেষ, পোড়া বাংলায়। প্রতিভাবান যে তার স্লেট-স্লেট ধুয়ে-মুছে সাফসুতরো না করা অব্দি সোয়াস্তি নেই বঙ্গালির। মাথা-খাটিয়েদের চেপে-দেবে উন্মাদি করাটাই একম্‌ ধান্দা বোকার চন্দরদের। নচেৎ, আমি যে আমি স্বপ্নজল্পের অবধূত, আমাকে কেন কুলোর বাতাসে-বাতাসে তাড়িয়ে মারে অকালবুড়োর দলে? তোর মতো অভূতপূর্ব ভূতগুলান যাতে স্মৃতিতে ঝাঁঝরা, দৃষ্টিতে ঝাপসা, বুদ্ধিভারে হালকা হতে পারে, সে-প্রয়োজনেই তো ও আয়োজন। বেণু! যদি বাঁচতে চাস, কৈশোরসাধক হ—কানে ভরে নে সরল গাছের কিশলয়-ছোঁয়া শোঁ শোঁ আওয়াজ, হুতোমপ্যাঁচার ঘ্যাসঘ্যাসানি, কুকুপাখির কুহু, শুঁয়োপোকার ফোঁসফোঁসানি...

ঝিম ধরে আসছিল, হঠাৎ, কপাল চাপড়ে ফুকরোন কামুকাকা:

—আই দ্যাখো! বেণু, তোর দুয়ার হতে যে কুলোর হাওয়া-ঝাপড়ে হাওয়া হব তাতেও গেরো। আমার পকেটে শুধু ৫০০ টঙ্কার, সবে মুদ্রালোপে মোদিত-মুদ্রিত, কড়কড়ে নয়া ১-খান নোট—তাদ্দিয়ে কি আমা ন্যায় হাড়হাবাতের খুচরো দরকার মেটে; কোন্ খুদে দোকানি জোগায় ও চোটার ভাঙানি? বৌঠান! আছে না-কি আপনার সিন্দুকে ছোটোমোটো কাগজ?

মাকে কিছুই ব'লতে হয় না। একছুট্টে চরণদা, লুকোনো নিজের লক্ষ্মীর ঝাঁপি থেকেই হবে, রাষ্ট্রীক-অধ্যাদেশে কই-জীবন্ত ৫-টি ১০০ টাকার নোট এনে, সবিনয়ে নিবেদন করে অনাহূত অতিথির বাড়ন্ত করতলে। দক্ষিণা পকেটস্থ করতঃ, কারও পানে না চেয়ে, যাত্রা-থিয়েটারের সাঁট মাফেক, ঝমঝমিয়ে নিষ্ক্রমণ কামুকাকার। আমরা তখনও তটস্থ। স্বল্প পরেই, গলির প্রান্ত হতে ভেসে আসে প্রচণ্ড শৈব-হুংকার, 'ব্রাম, ব্রাম, শিব্রাম'!

কড়কড়কড়াৎ—ভীষণ নাদে ধড়ফড়িয়ে বসি বিছানায়। সাদাসিধে বজ্রপতন নয়, একেবারে মেঘ-বিস্ফোট! অকাতরে ঝরছে বৃষ্টি, শাঁই-শাঁই হাওয়ায় দড়াম-দড়াম পিটছে জানলার টাটি। চিল্লাচ্ছে মা, 'চরণ! চরণ! ছাত থেকে শিগ্‌গির কাচা কাপড়জামাগুলো নিচে নামা; কালবোশেখিতে উড়ে না যায় সব—'। চরণদাও হুড়মুড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরমুখী। ধারাপাতের যা বিক্রম, বিষ্টির ছাঁটে মেঝে তো বটেই আমার বিছানাও ভিজে-ভিজে। তাও, সপসপানি উপেক্ষা ক'রে, নির্নিমেষে চেয়ে থাকি বাইরে—পুঞ্জমেঘে ঘন-ঘন বাজছে ডম্বরু, রয়ে-রয়ে বিদ্যুৎরেখা চিরে

দিচ্ছে কালো আকাশের বুক, অনন্তর বাড়ছে ঝড়ের তাণ্ডব; এল কি তবে প্রলয়ের আহ্বান?

হঠাৎ শুনি, ব'লছে চরণদা, 'এঃ! সমস্তর যে থইথই গো, জলে-জলে মাটি'। কেমন যেন নিস্পৃহ ভাব চরণদার। প্রিয় তার দাদাবাবুকে প্রপাতাঘাত থেকে বাঁচাতে জানলাটা পর্যন্ত না ভেজিয়ে কক্ষত্যাগ, প্রৌঢ় অভিভাবকের।

কে কামুকাকা? ময়লা-পুরু বোতাম-ঢসা মেটে-রঙা কোট, দাবাপাতের কালো-সাদা চৌখুপিতে কলকা-করা নকশাদার ঢোলা পাতলুন পরা সার্কাসের সং, বাঘ-সিংহির দোহার, খেলুড়ে জোকারবৎ লোক? সে কি আমারই নিদ্রাঘোরে লব্ধ কোনো প্রত্যাদেশের প্রতিরূপ? আমারই স্মরণ-অবচেতন হতে উদ্‌গত?

পেলাম উপহার, ছেলেবেলায় পড়া, আধ-পড়া, আমার চেনা, আধ-চেনা, কিন্তু ভাষা-অবশে বহুকাল বিস্মৃত, নানা গল্পের মস্তাজ। কেবলই মনে হচ্ছে এখন, আমার সর্বাঙ্গ জড়িয়ে আছে, কামুকাকার দান, তাপ্পিমারা দরবেশি আলখাল্লা।
আচ্ছা, এই কি নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ?

কৃতজ্ঞতা—

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর: শ্রীগর্ভ প্রেমেন্দ্র মিত্র ওরফে ঘনাদা, শ্রীবৎস নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে টেনিদা, শ্রীশ্রী শিবরাম চক্রবর্তী ওরফে যা-নয়-তাই

নিত্যপূজ্যা: শ্রীময়ী লীলা মজুমদার, শ্রীমত্যা আশাপূর্ণা দেবী

অনিকেত মিত্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

১

অনিকেত মিত্র গত হন বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে, ১৯৯৫ সনে। বাংলা মতে তাঁর প্রয়াণ-তারিখ, ১১ শ্রাবণ ১৪০২। '০২-এর শাওন একাদশের দিবসটি সকাল থেকেই ছিল হাওয়া-ব্যাকুল। ঘুম-গভীরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বৃষ্টি ঝরঝরে সে রজনীতে আচমকাই চলে যান অনিকেত। পঞ্চাশ ছুঁতে বাকি তাঁর তখন মাত্র তিন দিন। পাশেই ছিলেন স্ত্রী মণিমালা। রাত চারটে নাগাদ একবার উঠেওছিলেন তিনি। জলের ছাঁট, ভেজা বাতাস, এ

আসবাব সে ফার্নিচারে তরল ধ্বনিপাতের উৎপাত—ঘুম জড়ান চোখে খোলা দুটো জানলা তড়িঘড়ি আটকে বিছানায় ফিরে এসেছিলেন মণিমালা। স্বস্থানে ফের শয্যা নেওয়ার আগে স্বামীর দিকে একঝলক তাকিয়েওছিলেন। তেইশ বছর ধরে যাঁর ঘর করছেন, সেই স্বামী সম্পর্কে তেইশ বছরেরই পুরোনো তাঁর যে রেওয়াজি গজগজ, 'ভেসে যাক সব, হুঁশ হবে না তবু', সস্নেহে সে নালিশটি ও রাতেও আউড়েছিলেন কিনা, পরে ঠিক মনে ক'রতে না পারলেও, অনিকেতের মৃত্যুক্ষণ যে রাত চারটেরেই আশপাশে, ডাক্তারি এ অনুমানে খুব অবাক হয়েছিলেন মণিমালা।

দিনের প্রথম চা-টা নিজের হাতে বানানো অনিকেতের অনেক দিনের অভ্যেস। চা-কাপ হাতে বউকে ডেকে তোলাও। মণিমালাও তাই, অনেককাল হল, গেলেও ঘুচে নিদ্রার আবেশ, মটকা মেরে থাকতে অভ্যস্ত। রোজকার মতো, শ্রাবণ ১২, ১৪০২-তেও ছিলেন প্রতীক্ষাতুর: কোন্ দূর থেকে আসবে ভেসে খবরকাগজের পাতা ওলটানোর খসখসানি, একজোড়া কার্পেট-চটির এ-ঘর সে-ঘর ঘোরাফেরার নরম আওয়াজপত্তর, পেয়ালা-রেকাবে মেলামেলির টুং-টাং, আর তারপর—ওই 'তারপর'টিকে ঘিরেই ছিল অনিকেতের কেরামতি। কোনো-কোনো ঊষাক্ষণে নিশ্চুপতার জটে-জটে পেঁচিয়ে তোলা বাঁক পেরিয়ে প্রার্থিত 'তারপর'-এ পৌঁছতে এত দেরি ক'রতেন অনিকেত, যে, ভয় হতো মণিমালার, পায়ের নিচ থেকে সরে যাবে ব'লে চুপিচুপি মতলব আঁটছে পৃথিবী। মণিমালার কেমন-কেমন সে আতঙ্ক ১১

শ্রাবণ ১৪০২ অব্দি স্বল্পায়ু ছিল। কিন্তু সেদিন! অনুপল মেশে অনুপলে, পল-পল বাড়ে অত্বরতা—মণিমালার পাঁজরতলে লুকোনো থমথমে শূন্যতা, অনর্গল সআওয়াজ হয়। একসময় উৎকণ্ঠার টান আর সইতে না পেরে পাশ ফেরেন মণিমালা। ফিরেই মর্মান্তিক চমকান: অনিকেত যে তখনও খাটই ছাড়েননি!

২

অনিকেতের স্মরণসভায় আত্মীয়-ভিড় নিতান্ত পাৎলা হয়েছিল।

মণিমালার জমানা-প্রাচীন বিধবা, বর্ষিয়সী মেজকাকি, শানানো বাকের ঈশ্বরী - অন্নে-অন্নে পৃথক হলেও শাখায়-শাখায় বিস্তীর্ণ পরিবারের শিরোমণি - স্বজনমহলের আন্তরিক ক্ষোভটি বুঝিয়ে ছেড়েছিলেন সদ্য পতিহারা সতীকে:

—না শান্তি, না স্বস্তয়ন, না কর্ম। মন্তর না, ক্ষৌর না, অশৌচ না। সুদ্ধু ফালতো লেকচারি। এ কোন্ ধারার শাদ্দর বাপু-

মেজকাকি ভুলেও ভুল বকেন না; অন্যদিকে আবার... না-নিস্তার ফাঁপরে, কাকির সামনে তাৎক্ষণিক নিঃস্বর কান্নায় নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন মণিমালা।

পরে, খানিক সামলে, তাঁর একুশ বছরের একমাত্র সন্তান বিল্টুকে ব'লেছিলেন আড়ালে:

—মাথা কামাতে মুন্ড হেঁট না হোক তোর। না হোক দানসাগর। না-ই থাক নাপিত-পুরুত। ঘাটের কাজটা তো নমোনমো হতে পারে। চুপিসুপি, ভোরের বেলা-

বিল্টু নতুন যুবক। ইকনমিকস্-এর ছাত্র। বাড়িতে মুখই খোলে না। মায়ের আলতো আর্ত অনুরোধে ঝাঁকড়া-চুলো

তরুণের এক ঝটকায় মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় যে কোন্ সংকেত, তার ভালো ঠাহর পাননি মণিমালা।

তবে, দেখা গিয়েছিল, নির্ধারিত ঘাটপর্বে, গঙ্গাতীরে, বাবুঘাটে, হাজির আছে বিল্টু। আছেন মণিমালার বাপের বাড়ির অনেকে, আছেন এমনকী, জনসমাজে বোস-সাহেব পরিচয়ে সুবিদিত, মণিমালার রাশভারি বড় ননদাই।

কেওড়াতলায় যখন, বিদ্যুৎচুল্লির নিচে-পেছনে, নরবসার গন্ধ-মাখা ধোঁয়া-ছাই ভরা হাওয়া-বন্ধ আগুনে খাঁচায়, অনিকেতের অগ্নিসহ চক্রনাভিটি নিতে যাচ্ছে বিল্টু, ঠিক তখনই হাতের তেলোয় মালসা, আলোল-চুলো চাঁড়ালের দাবি আর দর কষাকষিতে প্রস্তরবৎ হয়ে গিয়েছিল সে। দুনিয়াদারি জিনিসটিকে চিতাগ্নিসম জাজ্জ্বল্য ক'রতেই যেন বিল্টুর নাকের সামনে বুড়ো আঙুল নাচিয়ে ছুবলেছিল কপিশবরণ যুবা:

—বাপ টেঁসে গেল আর দু-হাজার ট্যাঁকা ছাড়তে দিক্কত তোমার-

পাশে বড়পিসে না থাকলে, পিতার স্বর্গলাভে পুত্রের ধনলাভ বিষয়ে উগ্রচণ্ডালী স্পষ্টোচ্চারে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওখানেই হয়তো ভস্ম যেত বেচারা। যাঁর সংসারাভিজ্ঞতার ওজরে মরণচুল্লির ধার থেকে ফিরে এসেছিল বিল্টু, যাঁর রামধমকে দুর্বিনীত চাঁড়াল সামান্য পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে ছেলের হাতে বাপের নাভি তুলে দিয়েছিল, সেই বড় ননদাইও অত ভোরে গঙ্গাপাড়ে পৌঁছে গেছেন জেনে ভারি সুখী হয়েছিলেন মণিমালা।

কারও মৃত্যু উপলক্ষে লোকাচারসম্মত যে আত্মীয়-সম্মেলন, তা অনিকেতের বেলায়, অনিকেতের ঘাটের দিন, হুগলি নদীপাড়েই ঘটেছিল।

সূর্য তখনও পুরো ওঠেনি। তেড়ে নেমেছে বৃষ্টি। ডাইনে-বাঁয়ে উথালিপাথালি হাওয়া। বাতাসি দাপটে কলকাতার কল্যাণী, শান্ত কল্লোলিনীও, কেমন যেন জলচপল। বাসি মালায় মালায় মালাকার ঘোলাটে ঢেউয়ের চোটে একটু বেশি দ্রুতই ওঠা-নামা ক'রছে নিত্য সূর্যপ্রণামীরা। বাবুঘাটে জমায়েত বিল্টুর পিসে, মাসতুতো দাদাদিদি, মামাদের ধুতি-শাড়ির যা বেসামাল দশা, তাতে মনে হচ্ছিল, সবাই বোধহয় উড়ে-ভেসে যাবে। যেন সব বেলুন বা আকাশপ্রদীপ—ছিল অনিকেতের বিদায়-অপেক্ষায়, এই বেরোবে নিরুদ্দেশের যাত্রায়।

ক্ষৌরক্রিয়াদি টপকে, ব্রাহ্মণ-দক্ষিণা মিটিয়ে, ঘাটকাজ চুকলে, বিল্টুর বড় মেসোর মেয়ে শ্রীলা, বিল্টুকে জড়িয়ে হাউমাউ কাঁদতে-কাঁদতে ব'লেছিল:

—মানুষ নয় রে, সেজমেসো দেব্‌শিশু ছিলেন-

৩

শ্রীলা-টিলা ভাইবোন, মামা-কাকি স্থানীয়েরা না এলেও, অনিকেতের স্মৃতিবাসরে উপস্থিত ছিলেন তাঁর শুভ-অনুধ্যায়ী বহু পরিজন। জীবনের শেষ বছর পনেরো যেখানে কাটিয়েছিলেন তিনি, সেই 'গীতবিতান' আবাসনের এজমালি জমিতে বাঁধা হয়েছিল ম্যারাপ। সভা-প্রাঙ্গণে ঢুকতেই অনিকেতের ছবি:

চন্দনের ফোঁটায়, শ্বেতশুভ্র পুষ্পমাল্যে ঝকঝক করছিল ফটোগ্রাফ। রীথ, রজনীগন্ধা স্টিক, ধূপ, মাইক—বন্দোবস্তে কোনো খুঁত রাখেননি মণিমালা। সবেধন সন্তানের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, আবাসনের স্বনিযুক্ত গার্জেন দেবেশ মুখুজ্জে ওরফে দেবুবাবুর উপদেশ নিয়ে, সমস্ত আয়োজন প্রায় একাই সামলেছিলেন। কাগজে ছোট্টো বিজ্ঞাপন, ডাকে চিঠি, ফোনে ডাক—নেমন্তন্নের সব কটি পদ্ধতিই প্রয়োগ ক'রেছিলেন। ফলকথা, জমায়েতের ঘনতায় দুশ্চিন্তাই হয়েছিল মণিমালার, চা-চানাচুর, সন্দেশ-নিমকিতে কমতি না পড়ে আবার! ভাগ্যি, কালিঘাট-নিকটস্থ চেতলার শ্মশানে যেমন, যেমন গঙ্গাতটে, সেদিনও ছিলেন বিল্টুর বড় পিসেমশাই। অভ্যাগতের হুড়ে নির্ভরতায় যোগ্য, ভারভার্তিক নন্দাইয়ের অপ্রত্যাশার হাজিরিতে সবিশেষ প্রীত হয়েছিলেন মণিমালা।

স্মরণবাসরে সভাপতির চেয়ারে ছিলেন অনিকেতের বান্ধব, সহাধ্যায়ী বিশ্বদেব দত্ত। অধ্যাপক মানুষ বিশ্বদেব। বহু সাব-কমিটির ধৈর্যশীল সদস্য, বহু আলোচনাচক্রের মানিত চক্রী, বহু লিটল ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠপোষক, বিবৃতি দানপ্রচারে অপরাঙ্মুখ, পিটিশানে সহিদানে অকুণ্ঠ, দত্তবাবুর চাইতে দক্ষ-অভিজ্ঞ সভা-সঞ্চালক 'গীতবিতান'-এ দুটি নেই। তালিমে-তালিম পালিশ তাঁর বৈঠকী সমারম্ভ-ধরন। বিশ্বনাথের ধ্রুপদী 'তোম্ তায় নোম্' সাঙ্গ হতেই শুরু অন্যদের ফিক্‌রবন্দী কালোয়াতি।

জম্‌জমাও সে জলসায় কে যে কোন্ বক্তব্য রেখেছিলেন—'গীতবিতান'-এর উপদেষ্টা, সদা-পরোপকারী দেবুবাবু?

অনিকেতের আপিস-সঙ্গিনী, সহকর্মী-বিয়োগে মুহ্যমান মধ্যবয়স্কা সুলেখা রায়? পাড়ার 'নেতাজী স্পোর্টিং ক্লাব'-এর বর্মণদা? লোকাল কাউন্সিলার, ৩৩নং পল্লীর সমাজে বটকৃষ্ণ-সমান শ্রী প্রণয় নাথ? না-কি, আর কেউ - তা এখন গুলিয়ে-মিলিয়ে ঝাপসাটে মণিমালার কাছে। তবে, হলেও এতোলবেতোল, এর ঘাড়ে তা চড়লেও, বক্তাজনের এলোমেলো কটি বাক্য, আজও ফিরে-ফিরে গুঞ্জরে ওঁর মনে:

—অমন সদালাপী সজ্জন

—সত্তায় প্রতিবাদী অথচ স্পৃহায় অপ্রতিশোধী

—অমন অমায়িক

—নায়কপ্রেমিক, কিন্তু ধীরোদাত্ত

—অপূরণীয় ক্ষতি

—লাইনে বা বেলাইনে, ছিলেন তিনি পার্টিরই পথিক

—নন্দনে, অভিনন্দনে সংগ্রামী

—মানুষ ওঁকেই চাইত; বিশেষ, আমাদের মতো মানুষ

—নিকষ ছিল ওঁর সেক্যুলারিজম্; চাননি, তাঁর দেহরক্ষার পর নড়ুক ধর্মের কল

—অথচ প্রচারবিমুখ

—ঠিক সে কারণে তাঁর মরণ-উদ্‌যাপন আমাদের কর্তব্য; এবং তাই এ সুগম্ভীর সাংস্কৃতিক আসর

—মিত্রমশায় ছিলেন বিশ্বায়নের অপদুনিয়ায় বিরল ব্যতিক্রম; প্রতিযোগিতার ঘোড়দৌড়ে, অকাতরে বাড়িয়ে গেছেন তিনি নিষ্ফলের দল

—অনুযোগহীন ক্যাডার যেন, তৃণাদপি সুনীচেন

—রবি-কবির যে ক্ষমাসুন্দর দৃক, সে দৃষ্টিতেই বীভৎসার প্রতিমূর্তি, দোহন-গুন্ডা তোলাবাজদের তৃণসম দহন ক'রতেন অনিকেত

—নীরব কবি ছিলেন মিত্তিরদা

—যতেক কবির তরে অমর দৃষ্টান্ত এক

—যেমন my dear তেমনি মিষ্টিমুখ

—ভদ্দরলোকের একশেষ ছিলেন মিস্টার মিটার

ইত্যাদি প্রভৃতি।

তবে এত বক্তব্য রাখারাখির মধ্যে সত্যিকারের অবিস্মরণীয় ছিল সনৎবাবুর স্মৃতিমন্থন। কে যে ওই বুলন্দদারির ওস্তাদকে পাটাতনে আমন্ত্রণ করে তা ঠিক ধরা যায়নি। বিশ্বদেব দত্ত নন। কারণ, সনৎবাবুকে ডায়াসে হেরে অবাকই হয়েছিলেন প্রোসেডিংস্-নিয়ন্ত্রক। সভাধ্যক্ষের ভাবে ছিল ইঙ্গিত, আগন্তুকের মঞ্চারোহণে বেখেয়াল হয়েছে অধিবেশনের এজেন্ডা। শোকে পাথর সুলেখা রায়ই কি তবে তালু-ভেজা কাঁপা-কাঁপা স্বরে ফুকরে উঠেছিলেন সনৎবাবুর নাম? না-কি, প্রস্তাবটা ছিল মণিমালার ননদাই বোস-সাহেবের? প্রণয় নাথও হতে পারেন—তিনি যে লোকাল কমিটির তামাম সমিতি-উপসমিতির বাঁধা আহ্বায়ক।

হঠাৎই গোঁ গোঁ গুর গুর ক'রতে থাকে মাইক। যান্ত্রিক সে বেয়াদপিতে, যেমন হয়, গোড়ায় বিরক্তই হয়েছিলেন অতিথিরা। বিব্রত দেবুবাবু—পরহিতায় নিবেদিত, পরসুখায় বিগলিত, 'গীতবিতান'-এর বাগান-কেয়ারি দেবুবাবু—একছুটে ধেয়ে যান

বেচাল যন্ত্রের দিকে। 'নেতাজী স্পোর্টিং ক্লাব'-এর বর্মণদা হুংকার ছাড়েন, "মাইক! মাইক!!" মাইক-বরকন্দাজের শত চেষ্টাতেও কিন্তু কিছুতেই বাগে আসে না বেয়াড়া কল। এর ওপর মাইকের গোঙানিও ক্রমশ অদ্ভুত হতে থাকে। পালটায় তার আওয়াজের রং, গম্ভীর হতে গম্ভীরতর, নাদ। যে নিটোল নিঃস্তব্ধতায়, ঠাসা সভাকক্ষেও পিন্ ফোটার সূক্ষ্ম ধ্বনি কানে বাজে, মিহিন সে নৈঃশব্দ্যই নামে মণ্ডপে। আর তারপরই মাইক থেকে বেরোয় কল্—যেন বহু যুগের ওপার হতে ভেসে আসা অতল জলের আহ্বান— "সনৎবাবু! সনৎবাবু!"।

বছর পঞ্চান্নর ছ-ফুট সুঠাম নির্মেদদেহী সনৎবাবুর বাগ্মিতায় দস্তুরমতো স্নায়ু-অবশ হয়ে পড়েছিলেন মণিমালা। এক-একটা বাক্য কানে প্রবেশের সঙ্গে-সঙ্গে গেঁথে গিয়েছিল মাথায়। বিল্টুরও তা-ই। অবিশ্বাস্য কাণ্ডই একরকম। নইলে যে বিল্টু ইকনমিক্স্-এর স্টুডেন্ট, যে ছেলে সেকেলে কেন, একেলে বাংলা বই-টই টাচ্টুকু করে না, তারও মস্তিষ্ককোষে কীভাবে সটান ঢুকে গেল সনৎবাবুর শব্দাবলি? স্বতঃস্ফূর্ত অপূর্ব সে ভাষণ যে প্রদত্ত হয়েছিল সংস্কৃত-ঘেঁষা সাধু ভাষায়! অ-চলিত তার হরেক ক্রিয়া-সর্বনাম; বিশেষ্য-বিশেষণও মান্ধাতার আমল উনিশ শতকের গ্রন্থমান্য সরকারি গদ্য মোতাবেক। বিল্টুর সাথে পরে আলোচনা ক'রে দেখেছিলেন মণিমালা, তাঁর এবং তাঁর পুত্রের, সনৎবাবুর প্রায় সমস্ত উক্তি মুখস্থ রইলেও, অনবদ্য সে বচনসম্ভার খানিক এধার-ওধার, হাড্ডুলবাড্ডুলও হয়েছে—বাক্যক্রম বেগোছ, শব্দ স্খলিত, যতিপাত পরিবর্তিত, ইত্যাদি দুর্দৈব। অনেক

শলা-সওয়াল পেরিয়ে, সনৎবাবুর লেকচার ঝেড়েবেছে বাক-কোলাজের যে বয়ানখানি খাড়া করে মায়ে-পোয়ে, সেটি এই:

বয়সে অনিকেত আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, কিন্তু চরিত্রগুণে, পিতৃস্থানীয়।...

#

মিত্র মহাশয় তাঁহার স্বভাবসুলভ উদারতা ও অমায়িকতার আতিশয্যে কাহাকেও 'না' বলিতে পারিতেন না। লোকের নির্যাতনে অস্থির হইয়া উঠিলেও অহরহঃ স্বকর্তব্য সাধনে মনোযোগী থাকিতেন। তাঁহার বাসা নিরাশ্রয় ও আশ্রয়প্রার্থী ব্যক্তিগণের সঙ্গমস্থল ছিল। সকলেই তাঁহার প্রিয়পাত্র; তিনিও সবার, বিশেষ তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্মচারীদের। অনিকেতের প্রকৃতি যে নারীসুলভ কোমল ছিল, তাঁর স্ব-ভাবে ছিল পেলব ছাঁদ, সে-খোঁজ, আর কেউ না হৌক, নিদেনপক্ষে আমি বিলক্ষণ রাখিতাম।...

#

অনিকেতের অন্তরের কথাটা ছিল এই, জগতের সহিত ব্যবহারে খাঁটি থাকিতে হইবে, রাখা ঢাকা আবার কি। সেই জন্যই, চিত্তদেশের নিগূঢ়তম ভাব গোপনে অপারগ, মন্দ লোকেরও ভালটাই দেখিতেন অনিকেত। অবিশ্বাস্য তবু বিশ্বাস্য, মিত্তির-ভায়া তুল্য পয়োমুখম ব্যক্তি আমা-হেন সাত্ত্বিক ইস্তক খুব কমজনার নেত্রগোচর হইয়াছে। 'যে খেলে, সে কাণাকড়ি লইয়াই খেলে'—অতি-পরিচিত এ নিরুক্তিও যে প্রকারে উল্লেখ করিতেন তিনি, যে, তৎদ্বারা মোঘশাবিলীন অথবা আশাহীনের মনেও উৎসাহের সঞ্চার হইত।...

#

আমাদের ভিতর যখনই রিপুদমন ও চরিত্রশোধন সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা চলিত, আমি বলিতাম, হালকা লোকদিগকে, বিশেষতঃ নেতৃগোছ হালকা মনুষ্যদের, মেয়েদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষিতে দেওয়া পারতপক্ষে উচিত নয়। উত্তরে, আমার বয়ঃকনিষ্ঠ তা-ও পিতৃস্থানীয় অনিকেত, ক্ষীণজীবী তবু

ক্ষণজন্মা পুরুষ, তাঁহার আদর্শ সাধুতায় ধারণ করিতেন মৌনমুখর উচ্চাঙ্গ ভাব। পরিতাপের ব্যাপার, বঙ্গের আপ-নিযুক্ত মোড়লগুচ্ছ, গদিয়ান মাতব্বরেরা, এদানিও জীবিত। আপত্তিকর সে কারণেই জনাকীর্ণ এ অধিবেশনে উক্ত মঙ্গলকর্ত্তাসমূহের প্রামাণিক জীবনচরিত ব্যক্ত করা গেল না।...

#

অনিকেত মিত্র যাহাই করিতেন তাহাই তাঁহাকে শোভা পাইত। সেহেতু যেখানেই গিয়াছেন তিনি, সেইখানেই আপনার স্মৃতি রাখিয়া আসিয়াছেন।...

#

সচরাচর লোকে নিজের প্রতি অপর লোকের ব্যবহারে কি ত্রুটি হইল তাহাই দেখে। ঐ অমুক আমার সাহায্য করিল না, অমুক আমার খবর লইল না, অমুক তাহার তমুক প্রবন্ধে পাদটীকায় আমার নাম না ছাপিয়া আমায় চাপিয়া গেল, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু, অনিকেত মিত্র? ছিদ্রান্বেষীদের ঘোঁট-জোটে একঘরে, তাঁহার দৃষ্টি ছিল শুধু নিজ ত্রুটি 'পর। সতত অনুতপ্ত হৃদয়, পরের কাছে মুখ দেখাইব কি করিয়া, সতত এই ভাব। অন্তঃশীল লাঞ্ছনার সীমাঅবধি ছিল না তাঁহার। অষ্টপ্রহর খেদ অনিকেতের, অজ্ঞাত সে কোন্ বিকর্ম, যাদ্দায়ে বিজন এ ভুঁইয়ে হইল অবতরণ। তাই, কলিকাতা যে কলিকাতা, নিখিলবাংলার মাত্র এক মহানগর কলিকাতা, মন্দ নিন্দায় জলজলাট, কুৎসো-কেচ্ছায় হাওয়া-গরম কলিকাতা, হুজ্জতে বনধ্, হুজুকে পথাবরোধ, উটকো উৎসব, গজব-এ-গুজব প্রভৃতি হয়রানির রাজধানী, পরস্পর বিরোধিতার সদর মোকাম সেই কলিকাতাতে ডেরা বাঁধিয়াও, দলাদলির বাহিরে থাকিয়া, বিবাদ বিসম্বাদের অতীত হইয়া, হিমেল স্তব্ধতায়, নিঃসাড়ে, কাল যাপন করিয়া গিয়াছেন তিনি। এবং সেহেতুই, যে অধ্যবসায়ে, যে দৃঢ়তায়, যে সহিষ্ণুতায়, যত্নশীল যে যে আত্মপীড়নে, অনিকেত তাঁহার নিগূঢ় নিকৃষ্ট মনোবৃত্তিগুলিকে শাসন-প্রশমন করিয়া কর্ত্তব্যের পথে সর্ব্বদা প্রণত রাখিতেন, সেসব অন্যের অনুভবগোচরটুকু হইত না। যে নিশীথে তাঁহার প্রাণবায়ু তাঁর ক্ষীণ দেহযষ্টি ছাড়িয়া যায়, কালান্তক সে কালবেলাতেও কেউ কিছু টের পাইয়াছিল?...

#

উচ্চ পদ ও তদ্অনুসারী ভারি বেতন সত্ত্বেও টানাটানি ছিল অনিকেতের আমরণ সাথী। আপতদৃষ্টিতে বোধ হইত, তাঁহার জীবন বুঝি, মৃদুমন্দ গমনে সাগরগর্ভে প্রবাহিত তরঙ্গশূন্য স্রোতস্বতী; পরন্তু, উহার অভ্যন্তরে কি-না ছিল—বাস্তবিক, মিত্র মহাশয় ঘরে বাহিরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বাস করিতেন।...

#

প্রত্যুত, শ্রমের অন্ন সুখেই আহার করিতেন অনিকেত। শেষ বয়স পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়রাজি সবল ছিল তাঁহার। অন্তিম দিবসেও দূরদর্শী; একটি বই পড়ে নাই দাঁত; মৃত্যুর পূর্বাহ্নেও শ্রবণশক্তি এমন সুশিক্ষিত যে, কোন শব্দের উচ্চারণে সামান্য ব্যতিক্রম হইলে বোধ হইত, কর্ণকুহরে বুঝি লাগিল আঘাত। খাদ্যসামগ্রীর দোষ গুণ বিবেচনায় বড় বিচক্ষণ ছিলেন মিত্র মহোদয়। স্থিরমত ছিল তাঁহার, আহারের পর মানসিক চিন্তা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। তন্নিবন্ধন, বৃদ্ধ বয়সেও বালকের ন্যায় নিদ্রা যাইতেন অনিকেত। যে পরিবারে এরূপ পিতার স্মৃতি থাকে সে পরিবার ধন্য।...

#

অনিকেত মিত্রের জীবনের কঙ্গালময় কাঠামখানা ত এই গেল। কিন্তু তিনি কি মানুষ ছিলেন তাহা সংক্ষেপে বলিবার নহে।...

#

তবু কিছু কহি।...

#

অনিকেতবাবু কোন প্রাগ্রসর দল কিংবা প্রচলিত কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠী ভুক্ত ছিলেন না।...

#

যুবক বয়স্যদিগের মধ্যে দেশীয় রীতিবিরুদ্ধ আচরণের কম সাক্ষী ছিলেন তিনি? মুক্তির দশক সাতের দশকে তো যে যত অসমসাহসিকতা দেখাইত তাহার তত বাহাদুরি হইত, সেই তত বিপ্লবী বলিয়া পরিগণিত হইত।...

#

যদিচ, অনুত্তর যে মাহেন্দ্রক্ষণে '৭৭-উত্তর বঙ্গসমাজ অনুপ্রবিষ্ট, তাহার সমুদয় গোলমালের ভিতর প্রবেশ করিতেন না অনিকেত, তথাপি, পথেঘাটে যে বচসা-কোঁদল, যে গাল-কচাল, যে আলোড়ন চলিত, কিয়ৎ পরিমাণে সে-সকলের অংশী না হইয়া থাকিতেও পারিতেন না। যথা: স্বীয় স্বীয় অপত্যকে ইংরাজী শিখাইবার কি ব্যগ্রতা এখন ভদ্দরসমাজে। দলে দলে বালক, 'me poor boy, have pity on me, me take in your school' বলিয়া ইংরাজী স্কুল-বাসের পিছু পিছু রোদন-পূর্বক ছুটিছে; এমন কার্বাইডে পাকানো পমকিন অর্থাৎ লাউকুমড়ো হইতেছে অকালকুষ্মাণ্ডগণ, যে প্লৌম্যান, অর্থাৎ যে কিনা চাষা, সে-ও উহাদের রকমসকমে না হাসিয়া বাঁচে না; গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ বর্ত্তমান সময়ে যাহা দাঁড়াইতেছে তাহা স্মরণ করিলেও শয্যাকন্টকী হয়—এ-সকল গতিপ্রগতি সম্পূর্ণত অবগত হইয়াও, অনিকেত, ফিলজফার বা বিজ্ঞলোক অনিকেত, বঙ্গদেশের নবযুগের সূচনালগ্নে, ১৯৬৭ সনে, আন্দোলনের রঙ্গভূমি কলিকাতাতে আসিয়াই উচ্চবিদ্যারম্ভ করেন; এবং, যথাবিধি, শুভারম্ভ করেন সে যজ্ঞ, মুক্তকচ্ছে যুক্তকরে। উক্ত দ্বিচারিতার তত্ত্ব এই যে, আমাদের সামাজিক বিবর্তনের গতিটা সোজা নয়, বাঁকা। সে বাঁকাও একটু অদ্ভুত রকমের। আরও রহস্য: স্বকীয় আমাদের বঙ্কিমিভাবের নিমিত্ত যথার্থ কোনো শব্দ আমাদের মায়ের ভাষাভাঁড়ারে নাই; অপিচ, ইংরাজরা উহাকেই কহে, 'স্পাইরাল'। অনস্বীকার্য, শাসিতের চিৎ-ঘাত অবধারণে নির্ভুল সত্যানন্দময় দিগ্বিজয়ী ইংরাজ। সে কারণগুণেই, শীতকালের সূর্য্যের মত অদ্যাপি অস্ত যায় নাই ব্রিটিশ আমল।...

#

সত্য বটে, চিরটাকাল ছাত্রই ছিলেন মিত্রজা। প্রাচীন বিদ্যার বিলোপাশঙ্কা হেতু একপ্রকারের ধর্ম্মানুরাগ সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিত তাঁহার হৃৎমন্দিরে। ফলতঃ, নিরীহতাতে মেষশাবক, বিনয়ে শিশু ও সততায় ইস্পাতবৎ, meek as a lamb, humble as a baby, true as steel অনিকেত, স্বাভাবিকী ও বলবতী আস্তিক্যবুদ্ধির শোচনীয় অনটন সত্ত্বেও, কেবল

নির্জনে বসিয়া প্রাচ্য ভূমণ্ডলের সেক্রেড বুকস্ পাঠ-প্রার্থনাদিতে সঞ্চিত পাপের ক্ষয়ে নিবিষ্ট রহিতেন। মধ্যেমাঝে শুধু চণ্ডী-বৎ পবিত্র শাস্ত্রপুস্তক পড়িতে পড়িতে অকস্মাৎ ভাবাবেশে আসন ত্যাগ করিয়া বর্ণিত ঘটনার সনিষ্ঠ অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইতেন। অনিকেতের স্বভাবগত তন্ময়তার আরেক নজির, আশ্চর্য্য তাঁহার মাতৃভক্তি। জননীর পদদ্বয় তাম্রকুণ্ডে স্থাপনপূর্বক পূজা করিতেন তিনি! বঙ্গমাতার অকৃতি অধম সন্তানেরা, মাদৃশ পামরেরা, কি অনুধাবন করিবে উহার মর্ম। এত উচল ভূমিতে আরূঢ় ছিল মিত্রজার মনন, যে আমরা কেবল, বেদের ফিরিঙ্গি কবিয়াল যিনি, অর্ধশত খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত 'দ্য সেক্রেড বুকস্ অফ দ্য ইস্ট'-এর সম্পাদক যিনি, সেই প্রাতঃস্মরণীয় শ্রুতিধর, রাইট অনারেবল্ প্রফেসার মোক্ষমূলরের পুষ্পিতাং বাচং দোহারাইয়া বলিতে পারি, 'while cultivating his little garden he was found lost in devotion at the sight of a full-blown rose', 'ক্ষুদ্র তাঁহার কুঞ্জটিকে যখন তিনি সারবান করিয়া তুলিতেছিলেন, তখন আবিষ্কৃত হইল, পূর্ণ-প্রস্ফুটিত এক গোলাপের শোভা নিরখি গদগদ ভক্তিতে বেবাক আত্মহারা তিনি'।...

#

ইহা একপ্রকারের প্রহসন: তীর্থস্থানের সন্নিকটেই সামাজিক নীতির প্রকৃতি সাতিশয় জঘন্য। উক্ত প্রহসনের বর্ণাঢ্য মহান দৃষ্টান্তস্থল, কালিঘাট-ভূষিতা কলিকাতা। সেথায়, সদরে-অন্দরে অলিতে-গলিতে, উন্মুক্ত গগনতলের ফুটপাতে, লোকে মিথ্যা কহে ও প্রবঞ্চনা করিতে লজ্জা পায় না—সর্বথা এক কুপ্রথা। কালিঘাট নিকটবর্তী চেতলার উদাহরণই লউন—চেতলার দাসদাসীগণকে এখনও যেরূপ বিকৃত দেখা যায়, না জানি, যখন পূর্ব্ববঙ্গ নিবাসী চাউলের গোলাদার, আড়তদার ও বাঙ্গাল মাঝি প্রভৃতিতে ভরভরন্ত ছিল চেতলা, তখন বসন-ব্যাসনে, চলন-বলনে কত না বাহারে ছিল নিম্নশ্রেণীর সেবকবৃন্দ।...

#

এতদ্ভিন্ন, গোদের উপর ফোঁড়া, দেশীয় ধনিগণ, তোষামোদজীবিতা, শঠতা, ভ্রষ্টতা, পরবঞ্চনাপরতায় পরস্পরীণ উন্নয়নশীল, আত্মগুহতায় আরও

আরও তালেবর হইতেছেন। প্রচ্ছন্নতা যত, তত আবার দেখনাইপনা আঢ্যবর্গের। মোসাহেবদিগের হাসির গর্‌রায় দিশেহারা, জো-সাহেবগণের বুলির ফর্‌রায় হুঁশহারা, সুবিধাবাদী জয়কেতুদের সাধুবাদে পাগলপারা, শহরের সর্দার মুর্খেরা নিজেরাই নিজেদের পরাইতেছে মাল্যচন্দন! এবং, বিস্ময় এই যে, পারিতোষিকবিধায় পুরষ্কারপ্রদানের অদৃষ্টচর সে লীলা অবলোকনে গণজনও ডগমগ! বেড়ে এমন সিজিলমিছিল, তালে তাল, ক্ল্যাপও পড়ে বিস্তর।...

#

নির্বিবাদ, কলিকাতায় আজও দুর্গাপূজা পরবের টেক্কা। বচ্ছরকার শারদীয় মচ্ছবে শহরে আগের মতোই জনতা ও ধুমধামাকা হয় এবং চোরেরা পূর্ববৎ আণ্ডীল হয়। তত্রাচ, যেমন বারোইয়ারি ইতরতা ত্যাগ করিয়া সৌজন্যে সর্বজনীন হইয়াছে কলকেতার মহাপার্বণ, তেমনি বাঙালি সম্ভ্রান্তদের মধ্যে অনেকে পূর্বের তুলনায় অনেক সভ্য হইয়াছেন। কিন্তু, পালার ও বদল সত্ত্বেও, বনেদি বড় মানুষ কবলাতে বাঙালি সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক, তাদের জোগানে কি ভাঁটা পড়েচে? লক্ষ্মীর বরযাত্র, পাজীর টেক্কা, বজ্জাতের বাদশাদের - I speak of all - বাড়বাড়ন্তে ধরেছে ক্ষয়? না। বরঞ্চ, মনস্বিতা, তেজস্বিতা প্রভৃতি সদ্বৃত্তির সহিত যোগ নাই, উহাদের অসৎক্রিয়াসাহস দিন দিন বাড়িছে বই কমিতেছে না। দুষ্প্রবৃত্তির দাসেদের অবলম্বন যে কেবল ছল ও ছুতা।...

#

কৌলিন্য বা বংশমর্য্যাদার প্রতি সমাজের দৃষ্টিই নাই আর, নাই এমনকি 'বামুন শূদ্র তফাৎ'।...

ক্রমবর্ধমান জঘন্যতার আরেক দৃষ্টান্ত: সাম্প্রতিক কালমধ্যে বঙ্গদেশে অভ্যুদিত অধিকাংশ পত্রপত্রিকা ইন্দ্রিয়াসক্তির পূতিগন্ধে আপ্লুত। লিখিত পত্রগুলিতে এমন সকল ব্রীড়াজনক বিষয় বাহির হয় যাহা ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে ভদ্রলোকেরও শরমভরম হয়।...

#

বাকবহুলতার আবশ্যকতা নাই - সার্থকতাই বা কি অতিরঞ্জন-হেতু প্রবন্ধ-কল্পনায় অতিরিক্ত পত্র-যোজনার - পরিষ্কার প্রতীয়মান হইতেছে, সাধু অনিকেত ন্যায় দর্শনক্ষমতাধর প্রাচীন সদাচরিগণ, স্বীয় গৃহে ও পরিবারে যে যে সদ্গুণ দেখিতে চাহিতেন, ইদানীংকার সমাজ-মনে সে-সবের অসদ্ভাব সাংঘাতিক প্রকট। আজ শুধুই পঙ্ক, নাই সে পঙ্কজ। অতএব, পুনঃ উদিত হয় হৃকোণে, জনৈক বিস্মৃতপ্রায় স্বদেশী তাপস সম্বন্ধে ভিনদেশী ঋষি-বিদ্বান মোক্ষমূলরের আন্তরিক সে পর্যবেক্ষণ, "one morning early he rushed into his [friend's] room and dragged him out of bed, saying that when the whole nature was ablaze with the light and fire of God's glory, it was a shame to lie in bed", 'নবীন এক প্রভাতে তাঁহার এক বন্ধুর শয়নগৃহে উদোম উদ্দামবেগে ঢুকিয়া, শয্যা হইতে টানিয়া তাহাকে, বলিয়াছিলেন (অনিকেত), বিশ্বপ্রভৃতি যখন ঐশ্বরিক বিভূতির অনুগ্রহে আলো-আগুনে উজ্বলন্ত, তখন তন্দ্রাঘেরে কালক্ষেপ অতি লজ্জাস্কর'। সংবেদী এ উক্তির মাধুর্য কি, বর্তমানের উদ্ভ্রান্তিতে, আদৌ উপলব্ধ হইবে বঙ্গবাসীর? হইবে কোন্ উপায়ে? আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনা ও আমাদিগের সনাতন ধর্ম্মের মূল, অবশ্যজ্ঞাতব্য দু-বিষয়েই যে উহাদের জ্ঞান নিষ্ফল। নাই যেথা পরতন্ত্রপ্রিয়তা, কিসের স্বতন্ত্রতা, কিসের স্বরাজ সেথা!...

#

দেশে সাধারণনীতির নিদারুণ দুর্গতি না হইলে, যক্ষ্মা মণ্ডকপ্লুতিতে না গড়াইলে কি, বাংলার মরা গাঙে ইংরাজী শিক্ষার ভগীরথ টি. বি. মেকলে, এককালে বাঙালিজাতির উপর অকথ্য যেরূপ কটুকাটব্য বর্ষাইয়াছিলেন, তাহা বর্ষাইবার সুযোগ পাইতেন: একদা বাঙালি ঘড়ির পিছনে দৌড়ইত না, বরং, ঘড়িই তাহার পিছনে দৌড়ইত; একদা অগ্রে যা ভাবিত বেঙ্গলি, পশ্চাতে অবিকল তা-ই ভাবিত ভারতবর্ষীয় নন্-বেঙ্গলি, 'what Bengal thinks today, the rest of India will think tomorrow'। আর আজ? অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা খোয়াইয়া

উৎসন্নের অবতলে বাঙালি, বিবেকবুদ্ধির নিঃস্বতায় নিরন্নে বঙ্গের লক্ষ্মী।...

#

বঙ্গদেশের রিফরমেসন-অধ্যায়ে, কুসংস্কার-ভঞ্জনের উপায়স্বরূপ ছিল, ভদ্দরজনের ঘরে-ঘরে সুরাপান আবশ্যিক করা। ভাবিয়া দেখেন তো জন্মভূমির হিতচিকীর্ষুরা, কারণবারিতে আচমনের সে ঢেউ, উৎশৃঙ্খলতার সে উতোল বেগ কি অদ্যাপি উদ্বেল নয়? আজও কি, সরকারি সতর্কফলক উপেক্ষাকরতঃ, মদ্যপ অবস্থায়, বারফট্কা বেপরোয়ায়, রাস্তা পারাপারে ব্যাপৃত নন লায়েক বেঙ্গলিগণ? আবগারির আইন-মতে মদের দোকানের সদর দরজা রুদ্ধ পাইয়া, খালি হাতে ফিচ্চে খদ্দের? স্বদেশী-কারখানায়-প্রস্তুত-বিলাইতি-মদিরা, অর্থাৎ India-Made-Foreign-Liquor, সাঁটে, IMFL, 'পর উচ্চহারে বিক্রয়শুল্ক লাগু করিয়া লাভ? বারদিগর, ক্রেডিট কী ও বলবত্তার: তাহাতে কি রাজকোষে ঈষৎ লোকসানও পঁহুছিবে; কমিবে, যাঁহাদের আবির্ভাবে বঙ্গভূমির দুরবস্থা উপশমের প্রত্যাশা ছিল, ঠিক সেই ভাল ভাল লোকের মদ্যোমোদিতার নিবন্ধন সকাল-সকাল তিরোভাব...

#

বঙ্গদেশেও একসময় ভদ্রসন্তানেরা দূষিতচরিত্র নারীদের সহিত খোলামেলা বিহার করিতে লজ্জা পাইতেন না। এখনও কি পাইতেছেন? এখনও কি পরদারতন্ত্রে বেপর্দা নন উঁহারা: এখনও কি প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে স্বৈরিণী সহকারে বেদম নাচিতেছেন না কলিকাতা সহরের ভদ্র পরিবারের যুবকবৃন্দ? তদ্ব্যতিরিক্ত, বঙ্গের মহিলা সম্প্রদায় কি এখনও তেমন ভদ্র? স্ত্রীশিক্ষার প্রসার-বিস্ফার, অন্তঃপুরিকাদের বৃহৎ এক অংশের সদরথানে সংস্থাপনা, আপিসে-আপিসে পরপুরুষ সনে ফাইলের জোয়াল বওয়া, নানান পণ্য-বিপণিতে নিয়মিত গতায়াত দরুন ব্যয়ভূষণে স্ত্রীজাতির উত্তরোত্তর প্রগতি ও তদ্অনুসারী গৃহশ্রী-গত গৃহিণীপণা, ইত্যাদি বিবিধ কাম্য তামাশা ঢের ঘটিলেও, ভাষার শিল্পায়নে মহিলারা কি আজও তেমন আগুয়ান?...

#

অপরঞ্চ, তরলমতি বালকদিগও এখন এমন সকল বিষয়ে জানে যাহা তাহাদিগের জানা উচিত নহে। অদ্যকার কিশলয়ের রুচি, আলাপ, আমোদ, প্রমোদ, সমুদয় কলুষিত। হইবে না কচির পাল অকালপক্ক, ফুটিবে না সবুজ পত্রে জীর্ণতার রং-প্রলেপ—পরান্নভোগী নিষ্কম্মাদের রাজপুর, মধ্যমেধাবী নোংরামির আখড়া মেসবাসাই যে বাঙালি পুরুষসমাজের সাড়ে চুয়াত্তরে মডেল; বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদিগের অসঙ্কুচিত মস্করা-ইয়ারকির আবর্ত্ত-কুটিলে, উছল আবিলে, কুঁচোদের শ্বাস-বাস-রাজ! সুকুমারচিত্ত নিষ্পাপ বালকদের কপালেই যখন ঘোর এ দুর্যোগ, তখন না জানি, গ্যাঁজলার গ্যাঞ্জামে অর্ধস্ফুট কামিনীবালার দঙ্গল আরও কত বিকশিত, আরও কত বিকচ—হায়। এটীও আজিকার সাধারণ ঘরকান্নার কথা, today's Household Words!...

#

সত্য বলিতে কি, এবম্বিধ কদর্য বিবরণ উদ্ধৃত করিতেও সংকোচ হয়।...

#

কিন্তু, সংকোচবশত প্রকৃত অবস্থার প্রতি চক্ষু মুদিয়া থাকিলে কি হইবে? সংকট আজি অতি ঘনীভূত। কত অতল যে আমাদের অধঃপাত, তা আর কহতব্য না। মুশকিল কেবল, আত্মঘাতী জাতির স্বভাবসংগত বিস্মৃতিপরায়ণতার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষ করা দুরূহ। প্রকৃত প্রস্তাবে, যে নব্যের শুধু স্মৃতির দুই চারিটি ব্যবস্থা ও ন্যায়ের দুই চারিটি ফাঁকি লইয়া কারবার, লালবাতি-জ্বালানো সে দেউলে সম্পর্কে ন্যায়সম্মত প্রকৃত বিদ্যার আহরণ প্রভূত শ্রমসাপেক্ষ, অসম্ভবই একপ্রকার। সুতরাং, নব্য-আধুনিকদের ভুলো প্রকৃতিতে নিহিত কোন্ সংকেত, রিরংসা-ব্যথিত তাহাদের অবচেতনে গোপ্য কোন্ ঐতিহ্যপ্রাচীন পল্লিসামাজিক হিংস্র অবদমন, তাহার উদ্ধারোপায় বর্তমানেও অজ্ঞাত। আসল মতলব তার দ্বৈপায়ন হ্রদে ডোবান রয়েচে—সময়ে আমলে আস্‌বে।...

#

মোদ্দা ব্যাপার, কবে দেশ হইতে পুরাতন কুপ্রথাসকল তিরোহিত হয়, কবে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিসকল ঘোর মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হয়, তাহার ঠিক নাই। কাজে কাজেই, বন্ধুবৎসল প্রকাণ্ড-হৃদয় অনিকেত মিত্র যে বৃদ্ধ বয়সেও বালকের ন্যায় নিদ্রা যাইতেন তাহাতে আর বিচিত্র কি। তিনি কি আর সামান্য মানুষ ছিলেন? তিনি দেবতা!...

৪

স্মরণীয় সে অনুষ্ঠান দশ বছর অতিক্রান্ত। কিন্তু আজও, এই ২০০৫-এও, অনাহূত সনৎবাবুটি যে কে, মণিমালা আঁচ ক'রে উঠতে পারেননি। দোহারা গড়ন, টিকোলো নাক, মাইক-ফিটিং গলা, ভ্রূকুঞ্চিত প্রশস্ত ললাট, অবহ বেদনায় বুক-ফাটা ক্রোধ—অনিকেতের সঙ্গে বা অন্য কোথাও ভদ্রলোককে কখনও দেখেছেন ব'লে তো মনে পড়ে না মণিমালার। তবে, যতই রহস্যে লীন, অজ্ঞেয় হোন সনৎবাবু, সনৎবাবুর উত্তেজক অভিভাষণ, চিরগচ্ছিত মণিমালা ও বিল্টুর চিৎকোঠায়।

কবে আবার অনিকেতের 'বাসা নিরাশ্রয় ও আশ্রয়প্রার্থী ব্যক্তিগণের সঙ্গমস্থল ছিল', সে-সম্বন্ধে সুনিশ্চিত নন মণিমালা; 'বাস্তবিক, মিত্র মহাশয় ঘরে বাহিরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বাস করিতেন' বাক্যটি অষ্টপ্রহর তুসের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলে বিধবার অন্তরকোণে; 'এখনও কি প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে স্বৈরিণী সহকারে বেদম নাচিতেছে না কলিকাতা শহরের ভদ্র পরিবারের যুবকবৃন্দ?', বিশেষ এ কটাক্ষে অকারণেই কর্ণলতি লাল হয়

বিল্টুর—এ ধরনের ছোটোখাটো খটকা-বিপত্তি সত্ত্বেও, মাতা-পুত্র দুজনের কাছেই সনৎবাবুর বক্তৃতা অনিকেতের ওয়ারিসাত সমান, সংক্রমিত তাদের ধমনীতে।

মা-ছাঁর কথোপকথনে তাই, গত দশ বছর ধ'রে, মাঝেসাঝেই, জান্তে বা অজান্তে, সনৎবাবুর সংবদনের ভাঙাচোরা টুকরা ঢুকে-ঢুকে পড়ে। রাগে যেমন তেমনি অনুরাগেও, অনায়াসে চড়ে দুজনের ভাষার পর্দা, চলিত থেকে অবলীলায় সরে আসে তারা সাধু লজ্জে।

কখনও মার্কেট-ফেরৎ মেজাজ-রাঙা বিল্টু, সবজির থলিটা প্যাসেজ-সচলে দুম ক'রে নামিয়ে ফেটে পড়ে:

—সেই এক কুপ্রথা। হাটেবাজারে কেবলই মিথ্যা, কেবলই প্রবঞ্চনা—

বিল্টুর অভিযোগে একশো শতাংশ সায় সত্ত্বেও, রগচটা পুত্রের কোপদমন নিমিত্ত, বদ্ধ রান্নাঘর হতেই প্রবোধ পাঠান মণিমালা:

—প্রত্যুত, শ্রমের অন্ন সুখেই আহার ক'রো বাপু। শেষ বয়স পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়রাজি সবল থাক। একটি বই না পড়ুক দাঁত।

কখনও-বা রীতা নাম্নী জনৈক সহপাঠিনী সহিত বিল্টুর দৈনিক সমভিব্যাহারে, কলেজাধিক মাখামাখিতে, দন্তে দন্ত, গজরান মণিমালা:

—রিপুদমন নাই, চরিত্রশোধন নাই, শুধুই ঘুরঘুর। নারীটির লগে খোলামেলা বিহারে শরমভরম হয় না তোর?

ভাবান্তর নেই বিল্টুর। উলটে, তার প্রবৃত্তির ভিতরকার সত্যটি অকপটে জানিয়ে দেয় মাতৃদেবীকে:

—আমার অন্তরের কথাটা মা এই, জগৎ সহিত ব্যবহারে খাঁটি থাকিতে হইবে, রাখা ঢাকা আবার কি!

মা-ছেলের মধ্যে দরকারি যত বাদ - কখনও প্রতি-বাদী, কখনও অনু-বাদী -সনৎবাবুর মারফতি সন্দর্ভ অনুসারে চলতে-চলতে একদিন, যথানিয়মে শুভলগ্নে বিল্টুর ঘরণী হয়ে আসে রীতা। রাজজোটক বিয়েই একধারার: অর্থনীতিতে এম. এ. পাশ ছেলের সংসারে এল বাংলায় এম. এ. পাশ মেয়ে।

প্রেমপর্বে—দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র-ঝিলের ঝোপেঝাড়ে, ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি-মর্মরিত সৌধের উদ্যানে, একাডেমির সংস্কৃতি-মার্জিত চত্বরে অথবা উঠতি মল-সুপারমলের ঠেকনা-সামনে যাপিত ডেট-মিলনের স্বল্পস্থায়ী নিমেষগুলিতে - যত-না বিল্টুর শারীর-কাঠাম তার চেয়েও বিল্টুর বাক-আচার বেশি আকর্ষক ঠেকত রীতার। এমনিতে প্রেমালাপে অনুদাত্ত বিল্টু। তবু, মাঝেমধ্যে স্বরচাপা প্রেমিকধীরের বাচন যে চারপাশের ইতর কলকাকলি ছাপিয়ে যেত, লাগত তাতে বিগতের বিধুর আভাস, এতে গরিমাই হতো রীতার। ইকনমিকস্-এর পড়ুয়া, তা-ও, সনৎবাদী পর্যবেক্ষণের ক্ষুরস্য ধারে, বিল্টুর সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টি ক্রমশই শানাচ্ছে তখন। ফলত, ধর্মতলা, ঢাকুরিয়া, শোভাবাগান, বেলঘরিয়া কিংবা লবনহ্রদ বরাবর হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎই চিড়বিড়িয়ে উঠত সে। দোকানের হোর্ডিং, দেয়ালে উৎকলিত

রাজনৈতিক শ্লোগান বা যৌবনপণে চেতিয়ান হাসি-হাসি কোনো পণ্য-বিজ্ঞাপন দর্শিয়ে রীতাকে বলত বিল্টু:

—বানান ভুলের রাজ্যে বাস আমাদের। 'প্রবীণ', 'প্রমাণ', 'প্রাণ' তো বটেই, 'প্রণাম'-ও মূর্ধন্য-কাটা। বহুমূত্র শহরের পাঁচিল গাত্রে-গাত্রে খচিত বারণবাণী, 'এখানে প্রস্বাব করিবেন না'। 'প্রস্বাব', 'প্রস্রাব' নয়—র-ফলা খসাইয়া ব-ফলা যোগ! অধিক কী, দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গার নামশব্দে তো যত্রতত্র দীর্ঘ 'উ'-র খড়্গাপাত! ওই হেরো রীতা বার্তা শারদীয়: 'আমরা সবাই' ক্লাবের যুবকুল পালিবে এ বৎসর 'দুর্গোৎসব' নয়, 'দূর্গোউৎসব'! সন্ধি নাই যাহাদের বাগ্‌দেবী সহিত, কী করা উচিত তাহাদের রীতা, মহাষ্টমীর সন্ধিবলির খড়্গ-ঝলস শুভ-পলে? 'আমরা সবাই'! গর্ভস্রাব কতকগুলিন। এতেই কি অত্যাচারের অবধি? বাঙালী ভাষা যেন বেওয়ারিস, ইস্কুলবয় অব্দি যা মনে যায় কচ্চে তাতে। বাঙালী শব্দগুলিন যেন শ্রবণসুভগ ধ্বনি, ঝুমঝুমি কেবলি। নচেৎ, ফার্নিচারের দোকানের নাম 'আসবাব' হয়, হোটেলের 'রন্ধন', গেস্টহাউসের 'অতিথি', জাঙিয়ার 'আপনজন', শৌচাগারের 'সুলভ', বারের 'বনিতা', বাসাবাড়ির 'অভিসার'? নীড়েই নষ্টামি নচ্ছারদের। কত আর দিব ক্রমবর্ধমান জঘন্যতার নিদর্শন: দর্শনক্ষমতায় মাদৃশ সুশিক্ষিত যে, উলঙ্গ এ নির্যাতনে-নির্যাতনে অস্থির হইয়া স্বকর্ত্তব্য সাধনে তেমন মনোযোগী হইবে না, ইহা আর বিচিত্র কী।

বিল্টুর ওজনদার পদসমূহ অনুদিন শুনতে-শুনতে সহসা একদিন একটু জাস্তিই উদ্দীপিত হয় রীতা। বিল্টুর কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে:

—জানো, আমাদের সিলেবাসে একটা বই আছে—পড়া হয় নাই এখনও, যা গাদা বই। তা, সেদিন হয়েছে কী, নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরির ক্লাশে ওথেকে রিডিং পড়ছিলেন প্রফেসার দাশগুপ্ত—বাবাঃ। যা তেজালো গলা স্যারের, বৃষোচিত একেবারে। স্বদেশীযুগ, ১৯০৪-এ, গ্রন্থের উদ্‌ঘাটন। শীর্ষনাম: *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*। প্রণেতা: শ্রীশ্রী শিবনাথ শাস্ত্রী। ঠিক বুঝলেম না, এর সঙ্গে কেন, হুড়ুম ক'রে বাংলার মাঝ ঊনবিংশতি শতাব্দীর ফাজিলতম রচনা, *হুতোম প্যাঁচার নকশা* জোতার প্যাঁচ কষলেন স্যার। তা যাক। কথায়-কথায় বললেন দাশুগুপ্ত স্যার, স্যার রোপার লেথব্রিজ নাম্না খেতাবি কোন্ সাহেব, শাস্ত্রী মশায়ের সমাজআলেখ্যটি ইংরাজীতে এডিট-কনডেন্স্ করেন। সংহত সে অনুবাদের টাইটেল: *রামতনু লাহিড়ী, ব্রাহ্মণ অ্যান্ড রিফর্মার*। তৎসহিত, উপশিরোনামের লেজুড়: *এ হিস্ট্রি অফ দ্য রেনেসাঁস ইন বেঙ্গল*। প্রকাশ, ১৯০৭-এ। তা হল কী, ডক্টর গুপ্তের আবৃত্তি শুনতে-শুনতে বইটার কিছু-কিছু লাইন আমার চেনা-চেনা লাগলে; মনে হল, সে-সমস্ত যেন তোমার মুখ থেকে হরবখতই কানে গেছে আমার, বড় বেদনার মতো বেজেছে মরমে—

রীতার অধ্যয়ন-রোমন্থনের সময় রীতার প্রতি বড়ই অমনোযোগী ছিল বিল্টু। সে তখন রাস্তা-রাস্তায় টাঙানো বাঙ্গলা বিজ্ঞাপনের ঢাউস-ঢাউস বিলবোর্ডে খেলো রদ্দি পদ্যের সমীক্ষায় নিরত; থেকে-থেকেই খিঁচছিল:

—ইংরাজী স্কুল-বাসের পিছু-পিছু রোদন-পূর্বক না ছুটিলে এমন কার্বাইডে পাকানো পমকিন অর্থাৎ

লাউকুমড়ো হইত কি বঙ্গজ যত কপি-রাইটার? ভাষা-কথায় শব্দযোজনার এমন কৌশল নূতন মুন্সিদের, এমন এলেম তাহাদের নকলের মুসাবিদায়, যে বাংলার প্লৌম্যান, অর্থাৎ যে কিনা চাষা, সে-ও, হইলে সাক্ষর, না হাসিয়া বাঁচিত না—

রীতা ওদিকে ভেতরে-ভেতরে কঠিন এক প্রতিজ্ঞাই ক'রে ফেলেছিল:

—শুনিলাম তো। বলিলেন, ডাক্তার দাশগুপ্ত, মোক্ষমূলর না কে, রামতনু লাহিড়ীর উপর দু-ছত্র লেখার ছলে, ফুটনোটে ফুট কেটেছিল, 'রামতনু' শব্দের অর্থ বোধহয় 'রামের কায়', "Ramtonoo is probably meant for body of Rama", তবে, লোকপরিচিত বঙ্গীয় শব্দসমূহকে উহাদের ধ্রুপদী সংস্কৃত কলেবরে ফিরাইয়া দেখার বাতিকে তেমন সায় নাই তাঁহার, "when a name has once become familiar in the modern Bengali form, I do not always like to put it back into its classical Sanskrit form"। থাক্ মাথায় পণ্ডিতি খেয়াল-বাই, যাইবই আমি 'ব্যাক টু রুটস্', ছুটিব মূলের পশ্চাৎধাবনে। হই উত্তর-স্নাতক, আদ্যোপান্ত ঘসিয়া-মাজিয়া লইব রামের তনু, পরিশিষ্ট সমেত মলাট-টু-মলাট কণ্ঠস্থ করিব ওই কিতাব। এ্যাঁ! স্পর্ধা কী রাঙামুখো গরুখেকো সাহেবের, হাত বুলায় ব্রাহ্মণের শিরে। শাস্ত্রীজীর 'তৎকাল'-কে নবজাগরণী 'রেনেসাঁস'-এ তর্জমা-এব্রিজ করে কোথাকার কে লেথব্রিজ! রিসার্চপূর্বক ফাঁসাইবই আমি, ফাঁসাবই, সাম্রাজ্যবাদী রি-ফর্মের চক্রান্ত।

আসনাই-অবসরে শিষ্টভাষে অনর্গল তালিম মেলায়, বিয়ের পর কোনোই অসুবিধে হয় না রীতার। জোরাজুরির বদচাপে নয়, বরং স্ব-ইচ্ছাতেই শ্বশুরালয়ের বাকসংস্কার অনুবর্তিনী হয় সে। সনৎবাদী যে বাগ্‌মালিকা মিত্রভবনের বাসিন্দাদের কাছে ইজ্জৎ বজায়ের বর্মকবচ, তাদের ও বাহিরজগতের ভিতর ব্যবধান রচনার হাতিয়ার, অশালীন পরিপাশ থেকে রক্ষা পেতে মাদুলি-প্রতিম প্রতিষেধক, সে মালিকা কণ্ঠে ধারণ করার সরকারি অধিকারী হ'লে নিজেকে আর নিরাশ্রয় ঠেকে না রীতার। আজ তার চক্ষে, অগ্নির সাক্ষ্যে বউমানুষকে আব্রুর যে প্রতিশ্রুতি দেয় বর, স্ত্রীর প্রকাশ্য নাচ রদ করার যে অঙ্গীকার নেয় সুভদ্র স্বামী, এয়োতির নৃত্যগীত ঢাকে সংসারযাত্রার আবডালে, সেই অঙ্গীকারের প্রতীক, কৃত্রিমতায় পরিশুদ্ধ সনৎবাদ।

এরপর, বাড়ির চতুর্থ নম্বর সদস্য বিল্টু-রীতার পুত্র চেতক আবির্ভূত হলে, নবজাতকের কল্যাণে আরও সম্প্রসারিত হয় মিত্রকুটিরের শিল্পিত ভাষ।

চিজ্‌ বটে চেতক—মেধায়-মাথায় সেকেণ্ড টু নন; মনোযোগী, শ্রুতিধর। পিতা-মাতা ও পিতামহীর সৎসঙ্গে, তিন বছরের চেতকের কথায়-বার্তায় অনিকেত-স্মারক-ভাষণে সনৎ-উচ্চারিত বজ্রগর্ভ জবানের ছিন্ন-ছিন্ন অংশ সহজেই সেঁধিয়ে-সেঁধিয়ে যায়। দানা বাঁধে সনৎ-প্রচারিত সামাজিক প্রবন্ধের বালভাষ্য। পাওনাটা যেন উপরি: পুত্রের বদৌলতে, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে বাড়ে পিতৃজীবনবেদ মাধ্যমে পাওয়া বিল্টুর শব্দ-আমানত।

চেতকের দস্যিপনায় উত্যক্ত রীতা, ছেলেকে এক চড় কষিয়ে ঝাঁঝিয়ে ওঠে যদি,

—এ কি তোমার আন্দোলনের রঙ্গভূমি? এত অসম-সাহসিকতা আসে কোত্থেকে তোমার?

অমনি, ঠোঁট ফুলিয়ে আধো-আধো ভাষে মায়ের গালে ঠোনা মেরে বলে চেতক,

—Me poor boy, have pity on me।

পৌত্রের উপস্থিতবুদ্ধি, সুশিক্ষিত শ্রবণশক্তি তথা ইংরাজি বুলিতে অনাবিল স্বাচ্ছন্দ্য, চমৎকৃত করে মণিমালাকে। প্রায়ই তাই বিল্টুর সঙ্গে মিলে এ ধরতাইখান আওড়ান মণিমালা:

মণিমালা। দেখ্, চেতক আমাদের নিরীহতাতে মেষশাবক-
বিল্টু। humble as a baby-
মণিমালা। তরলমতি বালক, তা-ও, এখনই এমন সকল
বিষয় জানে যাহা উহার নাচুনে মা অবধি জানে না।

একে তো নাতিকে আদরের ভণিতায় পুত্রবধুকে খোঁটা দেওয়ার দেশজ সনাতন কুপ্রথায় সিদ্ধ মণিমালা; এতদ্ভিন্ন, পাছে লোকে বেশি বাহাদুর বা বিপ্লবী বলে কুৎসা রটায়, সে-ভয়ে মায়ের তোষামোদজীবিতায় এক নম্বরের ওস্তাদ বিল্টু; শ্বশুরবাড়িতে হেনস্তা, বাপের বাড়িতে শুধু আহা-বাছার মায়া-স্তোক—রীতার মনে হয় তার না-অবলোকিত শ্বশুরমশায়ের মতো সে-ও ঘরে-বাইরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যেই অহরহ কাটাচ্ছে তার যৌবনজীবন। কোনো-কোনো নিশিতে, চেতক তার প্রিয়াস্য প্রিয়া ঠাম্মার কোলে আশ্রয়প্রার্থী হলে, নিরিবিলি শয়নমন্দিরে

স্বমূর্তি ধারণ করে রীতা। খর তার জিহ্বার সদ্ব্যবহার করতঃ বিল্টুকে কষায় জ্ঞানদা:

—সততায় ইস্পাতবৎ, true as steel আমি। বলি তো হরদম ওঁকে, শ্বশ্রূমাতাকে, 'যান মা, কেবল নির্জনে বসিয়া সেক্রেড বুকস্ পাঠ-প্রার্থনাদিতে সময় যাপন করুন গে'। কিন্তু হলে হবে কী। একে কলিযুগ তায় কলিকাতা। তীর্থস্থানের সন্নিকটেই তো সামাজিক নীতির প্রকৃতি সাতিশয় জঘন্য। রিপুশোধনের চরিত্রদমনের শিক্ষাই নাই। লজ্জাও নাই বঙ্গদেশের নবীনকুলের। প্লৌম্যান যত ফলায় লাউকুমড়া। স্রেফ প্রকৃত অবস্থার প্রতি চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকা, স্রেফ—

রীতার জ্বালাময়ী ভাষণ ঘুম-পাড়ানিয়া বড়ির কাজ দেয়—দেয়ালে মুখ ফিরিয়ে ভোঁস-ভোঁস নাক ডাকায় বিল্টু। সনৎবাবুর ধ্বনিমোহিনী বক্তৃতার আচ্ছন্নতা স্বল্প কাটতেই আবিষ্কার করে বিল্টুর ধর্মপত্নী, পতিদেব তাকে স্পষ্ট অবহেলা করতঃ, মাপে খাটো আদরের তার পাশবালিশটি উরুদ্বয়-মাঝারে বদ্ধ করতঃ, অবোধ বালক ন্যায় ঘুমিয়ে কাদা। ক্রোধে উন্মাদিনী, মাঝারি এক কোম্পানির মাঝারি সেল্স্ একসিকিউটিভ, একত্রিশ বৎসর বয়সী যুবক বিল্টুর চওড়া পিঠে, হুঁশ-জাগানিয়া গুম্-গুম্ ঘুঁসি মারতে-মারতে চেঁচায় রীতা:

—কবে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিসকল ঘোর মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইবে, কবে, কবে-

৫ক

সহসা একদিন খেয়াল হয় মণিমালার, দূরদর্শী অনিকেতের প্লাস-পাওয়ারি চশমার খাপটা খুঁজে পাচ্ছেন না। অনিকেতের

পড়ার টেবিলে নেই, অনিকেতের শৌখিন ফুল-কাটা মখমলি টি-কোজির ভেতর নেই, পাঞ্জাবিহীন আলনায় পাঞ্জাবির পকেট ভারি করে তো নেই-ই। দেরাজের ডালা টেনে নামান মণিমালা: সেখানেও নেই। আলমারি খুলে শাড়ি-কাপড়ের খাঁজে-ভাঁজে আঁতিপাতি আঙুল চালান—মেঝেতে জড়ো হয়, ছড়িয়ে যায় রঙ-বেরঙি পরিচ্ছদ। না নেই, কোথাও নেই। কিংকর্তব্যবিহ্বলতায় আনচান, মণিমালা ছুটে যান রান্নাঘরে।

দ্রুত এগিয়ে আসছে বিল্টুর বেবদলি আপিস-টাইম। রীতার তখনও ফ্যান গালা বাকি। ন্যায্য কারণেই স্বাভাবিকের চেয়ে উগ্র রীতার মেজাজ। আর, হালফিল তো রোষের পারা চড়লেই, তাড়ার চাপে ক্লিষ্ট হলেই, আপন মনে ভারি বাংলায় চুলবুলোয় রীতা। রসুইশালায় ঢুকলে পর মণিমালা শুনতে পান, উদ্বেগে কণ্টকিত পুত্রবধু তাঁর, রোজকার মতোই শুদ্ধ সাধু ক্রিয়াপদে-পদে বলকাচ্ছে প্রবল:

—বাটী হইতে নির্গত হইবেন নাথ। ভাবনা কী। কোটরে প্রস্তুত বাঁদি, খাটিয়া মরুক পরের বিটি। সদাচারিণী পরিবার যে আবার উদারতা ও অমায়িকতা বশে 'না' বলিতে জানে না। তাহাকে আর তোষামোদ কেন: খুলিয়া প্রাণ করো প্রবঞ্চনা। একটা সিনেমা না, থিয়েটার না, বললাম সেদিন, যাইব ছোড়দির বাড়ি, বাবুর সে কী তম্বি। হইবে না তম্বি—অবলম্বন যে কেবল ছল ও ছুতা। তেমনি হইয়াছে চেতক ছোঁড়া—য্যায়সা সিপাহি ত্যায়সা ঘোড়া। দেখিতে মিটিমিটে meek lambটি, লেকিন-

বউয়ের বকার তোড়ে সড়সড়ায় মণিমালার জিব। তবে কিনা শিয়রে সংক্রান্তি তাঁর; নেই প্রগলভা বধূমাতার প্রলাপের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ফুরসত। রীতাকে থামিয়েই তাই জিজ্ঞেস করেন মণিমালা:

—বাবার খাপটা দেখেছ বউমা?

এ-যাবৎ শাশুড়ির বহু বাঁকা প্রশ্নেরই অনতিবিলম্বে সাপটা জবাব জুগিয়েছে রীতা। কিন্তু এতে একেবারেই ঠেকে যায় সে:

—বাবার খাপ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিল্টুর বাবার চশমার খাপ। খুঁজে পাচ্ছি না-

—তার আমি কী জানি-

—তুমি মা জানো না, এমন কিছু আছে সংসারে?

—ও, বউ জ্ঞানী হইলে আপনার বুঝি খুব অসুবিধা? সেকাল আর নাই মা, ইহা একাল। ঘরের বউবেটিগণের চক্ষু মুদিয়া থাকার পালা খতম। বদলের পালা আজিকালি-

—তাই তো শুধোচ্ছিলুম, এত চোখ-কান খোলা তোমার, তুমি নিশ্চি জানবে, কোথায় গেল জিনিসটা। চেতকই হয়তো, আহা, খেলতে নিয়েছে ঠাকুরদার চশমার খাপ-

—চেতক মা, আপনার নয়, আমার পুত্র। এ মহানগরে লোকে, পথে-গৃহে, হাটে-অন্দরে চব্বিশ ঘন্টা মিথ্যা কহে, কিন্তু আমার চেতক! কোনো শব্দের উচ্চারণে সামান্য ব্যতিক্রম হইলে তাহার কর্ণকুহরে আঘাত লাগে। বাবার জিনিস যে সরায় না, সে কি-না ঠাকুরদার মাল হাতাইয়াছে—ঠাম্মার এ কাটব্যে humble শিশুর কোমল অন্তঃকরণে কতখানি ব্যাঘাত ঘটিবে, তা কি ভাবিয়াছেন মা?

আক্রোশের নিষ্ফলতায়, ক্রোধে-ঘেন্নায়, রান্নাঘরই ত্যাগ করেন মণিমালা। অপমানের জ্বলুনিতে তাঁর সমস্ত রাগটা পড়ে বিল্টুর ওপর। বেরোতে-বেরোতে সন্তানের আরামকক্ষ তাক করে ছোড়েন সুতীক্ষ্ণ প্রস্থান-পদ:

—মিনমিনে মেনিমুখো ছেলে আমার প্রেমে পড়লেন তো পড়লেন বাংলায় এম. এ. কন্যার সঙ্গে। কেন, পোড়া হিন্দুদের কালেজে কি ভিন্ন সাবজেক্ট ছিল না? ছিল না ইংরাজি: আসিত মেমপানা সাহেব—সহর্ষে বরিয়া নিতাম বরণীয়াকে। পরন্তু, আইল কে: না, ধিঙ্গি পণ্ডিতা। অহোরাত্র গৃহতীর্থে আলোড়ন, গাল-কচাল, বচসা-কোঁদল—পাশের ডিগ্রি নিয়ে শাশুড়ির গঞ্জনায় তীব্র যাতনায় কাতরায় পুত্রবধূ। চোখের জল চাপতে-চাপতে খুন্তি-কড়াইয়ের বাজনা-আবহে তার প্রিয়তম গৎটি ধরে রীতা:

—বাংলায় স্নাতোকোত্তর আমি। এম. এ.-র ষষ্ঠ পত্র, দুর্বোধ নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি। লভিয়াছিলাম তাহে ষাটাধিক নম্বর। কত শখ ছিল, প্রফেসার দাশগুপ্তের প্রশ্রয়ে, স্নেহ তত্ত্ব-অবধানে তাঁর, Young Bengal Movement লইয়া দিঘল একখানি গবেষণাপত্র রচিব। হইব ডক্টর। লক্ষণ গণি-গণি লইব যাচিয়া, শতাব্দীর ব্যবধানে Bengali young-দের movement-এ উনিশ-বিশ কী ফারাক ঘটিল। কিসুই হল না। কেবল ঠেলো হেঁসেল, সামলাও কাচ্চা, পোঁ ধরো বরের। সমুদয় গোলমাল—সকলি গরল ভেল।

৫খ

আজ চশমার খাপ তো কাল মহিশুরি চন্দন কাঠের বোতাম, তার পরদিনই হয়তো সোনার নিবের সেফার্স কলম—প্রত্যহ

এটা-সেটা, অনিকেতের কোনো-না-কোনো জিনিস গাব হচ্ছে। ক্রমশই নিরাপত্তাহীনতার অদ্ভুত এক আতঙ্ক পেয়ে ধরছে মণিমালাকে। বিল্টুকে বারংবার চেতিয়েও সুরাহা হচ্ছে না। স্পষ্ট টের পান মণিমালা, ছেলে এবার দলবদল ক'রছে, পালটাচ্ছে জার্সি। বিদুষী বউয়ের মাজানো সুভাষিতের অবিরল খোঁটা-যন্ত্রণায় কানভারি নাহলে, নিজ জননীর পর মুখচোপা করে বিল্টু:

—তোমার বক্তব্য কী মা? ও তো বলে, বাড়িতে ঝি বলতে রয়েছে শুধু ও। তোমার কি কাজের লোকের ওপর সন্দেহ? না-কি মেষের শাবক চেতকের ওপর? না-কি—বক্তব্য কী তোমার!! স্বকর্ত্তব্য সাধনে মনোযোগী, বিনয়ী যে মেষ, নির্য্যাতনে নির্য্যাতনে স্ববাসাতেই নিরাশ্রয়, সে ব্যাটাই চোর? Have pity Mother! ছি ছি মা! পুরস্ত্রীর বিবরণ উদ্ধৃত করিতেও সংকোচ হয়, কিন্তু মা, তুমিই যে আত্মগোপনে গোপনে প্রবঞ্চনাপর। হা হতোস্মি! যে মাতার পদদ্বয় তাম্রকুণ্ডে স্থাপনপূর্ব্বক পূজা করিতাম আমি, সেই গর্ভধারিণীই-

বিল্টুর ঘর থেকে দু-কান চেপে দৌড়ে বেরিয়ে আসেন মণিমালা। দরজায় খিল এঁটে আশ্রয় নেন ঠাকুরতলার নির্জনে। ওদিকে এতক্ষণ নিশ্চুপ রীতা ধরেছে গুর্বীর উচল ভঙ্গি; দিচ্ছে তার পালঙ্কশায়ী স্বামীর কানে মন্ত্র:

—যথেষ্ট হইয়াছে। চেতককে আর ঠাম্মার কাছে ছাড়া নয়। অবশেষে হয়তো দূষিতচরিত্র নারীর কুসংসর্গে সদালাপী lamb আমার হইয়া গেল steel-গোঁয়ার, যে তাম্রকুণ্ডে রক্ষিত তার মায়ের পদদ্বয়, বেচিয়া দিল পবিত্র সে ঘটি! আমার মত

শোনো তো, বিকারে-বিকারে বিকল যা শ্বশ্রূমাতার মস্তিষ্ক, সত্বর পাঠাও তাঁকে মানসিক কোনো সংশোধন-আগারে, নতুবা বৃদ্ধাশ্রমে। তথাগত তোমার জননীর বানপ্রস্থের বৈকাল-

৫গ

নেহাত নাচার। যেন শরণার্থী উদ্বাস্তু রমণী ঢুঁড়ছে ক্যাম্প, সেই ভাবে, আপন্ন মণিমালা একদিন আত্মীয়বর্গের মান্য প্রণম্য দুই বুজুর্গের বাড়ি উপনীত হন। সকালে যান পিতৃবংশের মুখপাত্রী, বহুকাল স্বামীহারা, মেজকাকির আবাসে।

কী চকচকে, কী সদানন্দ সে গেহ—তাকালেও ভিতর-মহলে মণিমালার অনুভূত হয় নেত্রসুখ, কপোলকোল বেয়ে টপটপিয়ে ঝরে অশ্রু। পতির বলে নির্বল মেজকাকি। তা-ও, বাধ্য ছেলে-বউ, অনুগত কিঙ্কর-কিঙ্করী ও নিরাভিমানী উমেদার পরিবৃত খুড়ি, কেমন গুছিয়ে পরিপাটি আনন্দময়ীর থাকে। বাড়ির খাস-দরবারে, খুড়ির শোবার ঘরে, ম্লানানন ভাসবুঝি ঢুকতেই ঝিকিয়ে ওঠেন কাকি:

—ডুমুরের ফুলটি হয়েছিস একেবারে। ছেলের দেড়টা প্রমোশনেই এই, না জানি- খুড়িমার প্রজ্ঞায় মুগ্ধ, বাধ্য হন মণিমালা লম্বাশ্বাস ফেলতে। বিপদগ্রস্তের এক ঝলক দর্শনেই তার দুর্দশা বর্ণনার পক্ষে লাগসইতম উপমাটি বাছতে পারে যে, সে কি একপ্রকার বেদিনী জাতীয় গুণিনই নয়? প্রহেলিকার সমাধান কি বাতলে দেবে না সে? অধোবদনে বলেন মণিমালা:

—ডুমুরের ফুলও যে ভালো ছিল গো। দেখতেম নাহয় খবরেসবরে। সামান্য ব্যতিক্রম হইলেও জীবনের কঙ্কালময় কাঠামখানা তো রহিত-

ভাসুরঝির ফিসফিসে প্রতিক্রিয়া কানেই যায়নি কাকির। ততক্ষণে, ডুমুর-মার্কা সাংকিতকতা, উপমা-টুপমার বাজে খোল ফেলে, পরের আঁতে সরাসরি হানা দিতে অগ্রসর তিনি:

—আমরা তো ভেবেই মরি, ওই তো কঙ্কালসার চেহারা মেয়ের, দুপ করে মিলিয়েই

গেল নাকি আমাদের মণির মালা?

ডুকরে ওঠেন মণিমালা:

—তাই গো তাই, মিলিয়ে যাচ্ছে, উবে যাচ্ছে সব! যে পরিবারে ওঁর মতো ক্ষীণজীবী

তবু ক্ষণজন্মা পিতার স্মৃতি রয়, স্রেফ সে পরিবারই ধন্য। অথচ! কী গতি হবে আমাদের কাকি?

মণিমালার আরো ঘনিষ্ট হয়ে ভাসুরঝির প্রায় কর্ণঝিল্লিতে ঠোঁট ঠেকিয়ে সোৎসাহে ওসকান কাকি:

—বিল্টু বুঝি গোল্লায় গেছে? ফস্টির নস্টিতে বয়ে-বয়ে পথে বসেছে? খুব-সে টানছে দারু-টারু, নেশায় ভোঁ হয়ে ভারি রং দেখাচ্চে; না? পুলিশের ভয়ে রাস্তাটাস্তা না পেরিয়ে টাল খেয়ে গড়াচ্ছে ফুটপাতে। আহা রে। মাথার ওপর না-ই থাক বাপ, বউ তো ছিল, অমন সোনার পিতিমা-

রীতা-প্রসঙ্গের অচানক উত্থাপনে খানিক সংবিত ফেরে দাপুটে কাকির বাক্যি-ঝালে দমিত মণিমালার:

—কী বলব কাকি, ও যে কী মেয়েছেলে, তাহা সংক্ষেপে বলিবার নহে। তবু কিছু কহি। অমন দূরদর্শী শ্বশুর তোর, আর তুই কিনা ঘন্টা চব্বিশ কেবল না কেবেল টিভির চ্যানেলে-চ্যানেলে করিস বিহার! সাম্প্রতিক কালমধ্যে বঙ্গদেশে অভ্যুদিত অধিকাংশ টিভি-ধারাবাহিক ইন্দ্রিয়াসক্তির পূতিগন্ধে আপ্লুত। ব্রীড়ার জনক সেই দুঃগন্ধেই দিবাযাম ম-ম গৃহ-

তৎক্ষণাৎ সমবেদনা জ্ঞাপন কাকির:

—ও মা, ঘরে যে সাঁটের বাছা, তিন বছরের পোলা-

দরদিনী খুড়িকে খুলেই জানান মণিমালা:

—মাতার নাই সদ্গুণ, বালক তো পমকিন হইবেই। সাধারণীতির এই তো দুর্গতি কাকি। মা যা ছাঁ তা। যা-তা-

এরপর খুবই জমে দুই বিধবার কথা চালাচালি:

মেজকাকি। পরের ঝিউড়ি সব্বেসব্বা। হবে না সব্বনাশ। সাহেবই যদি বিবির গোলাম, তবে কে মারে টেক্কা-

মণিমালা। টেক্কা-টক্করের কমতি কী কাকি। স্ত্রীশিক্ষার বিস্ফোরে বহর যা বউয়ের হুটহাট মার্কেটিংয়ের। স্ত্রীর ব্যয়ভূষণ ও তদ্অনুযায়ী গৃহিণীপণায় কাকি, পণ্যের গঞ্জ-গ্যাঞ্জামে অধিবাস, বঙ্গমাতার অকৃতি অধম সন্তান, আমার বেটার মেজকাকি। আ-হা। কতই-বা আর উপায় তোর বাছার? উপরিই বা কী এমন? বেচারা নিচ্চয় এদ্দিনে ধারে-ধারে লড়ঝড়ে-

মণিমালা। কার্ডে-কার্ডে ক্রেডিট কাকি, কার্ডে-কার্ডে। ন্যায়ের ফাঁকিতে-ফাঁকিতে লালবাতি-জ্বালানো দেউলে আমাদের নব্যবাবু। কাকি, অজ্ঞাত সে কোন্ বিকর্ম, যাদ্দায়ে বিজন এ ভুঁইয়ে অবতরণ আমার-

mjw-2020

মেজকাকি। মলো সোয়ামি, পুড়ল কপাল—কোথায় ঘটা করে ছাদ্দর-সোয়াস্তি করাবি, সামথে গোদান না কুলোয় তিলকাঞ্চনে চোকাবি ঝঞ্ঝাট, তা না, তার জায়গায় সমালোচনার চক্কর, শুধুই বর্ণবিন্যেস, শুধুই বক্তিমার ভুড়ভুড়ি। তখনই তোকে পই-পই সাবধান দিয়েছিলুম মণি, তোর ও মতির ভ্রম সইবে না ধর্মে। হল তো এবার, জামাইয়ের ইহকাল তো গিয়েইছিল, পরকালটাও ঝরঝরে নড়বড়ে এবার-

মণিমালা। তখন যে কাকি, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা খোয়াইয়া উৎসন্নের অবতলে আমি, বিবেকবুদ্ধির নিঃস্বতায় নিরন্নে-

মেজকাকি। যা তোর ভুতুড়ে বুদ্ধি; মর্‌গে এখন ভূতের বেগার বয়ে-বয়ে-

মেজকাকির সঙ্গে কূটকচালে জমাটি কান্নাকাটি সেরে, দুপুরের ঘি-অন্ন ও বিকেলের চা-সিঙাড়া খেয়ে, মণিমালা যখন সড়কে নামেন, সুয্যি তখন ডোবার পাটে। কাকির লক্ষ্মীমন্ত নিবাস থেকে বেরোবার আগে কাকির সঙ্গে শেষ যে বিনিময়টি হয় মণিমালার, তা এই:

মেজকাকি। যা পোড়াকপালি তুই—শনিবাবার থানে ভোগ-মানত চড়া রে।

মণিমালা। কিন্তু কাকি, বিশ্বপ্রকৃতি তো কবেই ঐশ্বরিক বিভূতির অনুগ্রহে আলো-আগুনে জ্বলন্ত। বলিয়া গেছেন পরদেশী ঋষি মোক্ষমূলর। সংবেদী সে উক্তির মাধুর্য কি আদৌ উপলব্ধ হইবে তোমার? বে-সাহেবি হয়েও, যা পটের বিবি তুমি। অথচ কাকি, আধুনির য়ুরোপীয় সাধন

বিনা শুকিয়ে কাঠ না ঢংয়ের তোমার সনাতন ধম্মের মূল?...

পাইকপাড়া-মুখো বাসে চেপে জানলার ধারের সিটে বসে হঠাৎই হু-হু কাঁদতে লাগেন মণিমালা। ঘনীভূত যে সংকটের সমাচার নিয়ে কাকির ভবনে আগমন তাঁর, সেটাই যে ভাঙতে ভুলে গেছেন তিনি!

চলন্ত অনির্বার বাস, হাওয়ায়-হাওয়ায় হাহাকার, মণিমালার মস্তিষ্ক টালমাটাল—খোঁপাস্খলিত এলোমেলো চুলে খ্যাপামির তরঙ্গকাঁপন।

৫ঘ

শোকেতাপে বিস্রস্ত মণিমালা সন্ধে নাগাদ বড় ননদাইয়ের অট্টালিকায় পৌঁছলে পর, প্রথমটায় বেশ ভড়কানিই খান বোস-সাহেব। এক সেকেন্ডেই কপালে জমে ঘামের বিন্দু—এ কী আপদ! খামোখা তাঁর দুয়ারে কেন, কড়া নাড়ে কেন, পথবিবাগী ভৈরবী?

মণিমালা এবং বোস-সাহেব, দুজনেরই গুছিয়ে নিতে সময় লাগে অন্তত মিনিট দেড়েক। ততক্ষণে অবশ্য সরু-পাড় সাদা শাড়ি পরিহিত অভ্যাগতাকে পারিবারিক প্রেক্ষাপটে ঠিকঠাক শনাক্ত ক'রে ফেলেছেন বোস সাহেব।

ছেলেমেয়ে নিয়ে মণিমালার ননদ বেরিয়েছেন পূজা সপিং-এ; ফিরতে অনেক বিলম্ব; কর্তা আছেন শূন্য সদনে। অগত্যা,

অতিথির সৎকারে ব্যস্ত হতে হয় বোস-সাহেবকে; নিজের হাতেই বানাতে হয় চা।

ননদাই এগিয়ে ধরেছেন পিরিচ, শালাজ এই ছুঁলে বলে কাপ— অকস্মাৎ যেন স্মৃতির শক্ লাগে মণিমালার। বুঝি-বা সামনেই তাঁর সেই স্বপন-দোসর, পিটছে কানে তড়িৎশিখায় তৈরি ছন্দ ভুজঙ্গপ্রয়াত। চায়ের কাপ-ডিশ্ মেঝেতে চুরমার, আঁৎকে হাঁ বোস-সাহেব, আর, ভাবাবেশে আসন ত্যাগপূর্বক, দাঁড়িয়ে মণিমালা:

—উনি ওঁর আদর্শ সাধুতায় মৌনমুখর, তবু, বলিবই আমি উচ্চাঙ্গ সুরে, হাল্কা লোকদিগকে, বিশেষতঃ, নেতৃগোছ হাল্কা ব্যক্তিদের, মেয়েদের ত্রিসীমানায় আসিতে দেওয়া পারতপক্ষে উচিত নয়। পরিতাপের ব্যাপার, আপ-নিযুক্ত মোড়লগুচ্ছের কেহ কেহ এদানিও জীবিত। উনি যাহাই করিতেন তাই তাঁহাকে শোভা পাইত বলিয়া কি পাজির পাঝাড়া উন্নয়নশীল দেশীয় ধনিগণও—ছি! ছি! উচ্চ পদ ও তদ্অনুসারী ভারি বেতন সত্ত্বেও মরণ নাই যাদের টানাটানির?

জন্মে এমন ধাক্কা খাননি বোস-সাহেব। যাঁর ভৈরব-রভসে দপ্তরের আর্দালি, ঔরসজাত সন্তানযুগল, মায় কেওড়া চাঁড়াল যুবার মুখও বিবর্ণ ফ্যাকাসেপানা হয়, ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্-এর দোর্দণ্ডপ্রতাপ সেই সার্ভিস-ম্যান্ও বিলকুল হতভম্ব। কোনোমতে কুঁই-কুঁই করেন অপ্রত্যাশিত ধাতানির চমৎকারে মিইয়ে-যাওয়া জাঁদরেল রাজ-আধিকারিক:

—কিন্তু বৌঠান, আমি তো আপনার মঙ্গল বই—

জিবের ডগায় যেন উসখুশ করছিল শব্দটা। ছেড় ছাড়ার দাপে এবার ছাত ফাটান মণিমালা:

—মঙ্গলকর্ত্তা! সর্বদা যাদের ওপর লোকের ব্যবহারে কি ত্রুটি হইল তাহার খোঁজ! দেরি নাই আর—বাজিছে পূজার বাজনা, আসে ওই পরবের টেক্কা, দেবীর পক্ষ; নাই বারোইয়ারি ইতরতা, কল্‌কেতা এখন সৌজন্যে সর্বজনীন, স্পন্সর-সব্বস্ব। খেলিবে শিগগির থিম-থিমাকার প্যান্ডেলে-প্যান্ডেলে আলো-আলপনার সিজিলমিছিল—চাহিলে বাঁচিতে, বেলাবেলি হন মুক্তকচ্ছে যুক্তকর, দিন দৃষ্টি নিজ ত্রুটি 'পর। হোক আপনার সতত অনুতপ্ত অন্তর, পরের কাছে মুখ দেখাইব কী করিয়া, সতত এই ভাব-সনৎ-সনদে বলীয়ান, বিজয়িনীর আনন্দে, গৌরবে, গটগটিয়ে বেরোন মণিমালা ননদাই-ধাম থেকে। আর, শালাজের কশাঘাতে, বাক-চাবুকের মারে-মারে থাম-অনড়, নিষ্পলক খাড়া, বসু পরিবারের বিধাতাপুরুষ।

৫৬

দরিয়া মেজাজ। বাসস্ট্যান্ড থেকে পয়দালে না গিয়ে, পয়সার পরোয়া না ক'রে, রিকসা চেপে বাড়ির দোরগোড়া অব্দি আসেন মণিমালা। বাঁ পা রিকসার পাদানিতে, ডান পা মাটিতে—ভারসাম্যতায় বিপজ্জনক ও পরিস্থিতি সত্ত্বেও দেখতে পান মণিমালা, 'গীতবিতান'-এর ফটক-বাইরে আবাসনের জনপ্রিয়তম সদস্য দেবুবাবু কাদের সাথে যেন গুলতানিতে লিপ্ত। রিকসাওয়ালার সঙ্গে ভাড়া নিয়ে আর ঝামেলায় জড়ান না মণিমালা। ফেরতের খুচরোর দিকে ফিরেও তাকান না।

কোন্ অন্তর্দর্শনে যেন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত তাঁর। চুপিসারে গুটিগুটি দেবুবাবুর পানে এগোন মণিমালা। দূরাগতা মণিমালা এবার দেবুবাবুর লক্ষ্য-কক্ষে। আপনা হতেই আবাসন-সচিব দেবেশ মুখুজ্জের ঠোঁটে ফোটে প্রীতিউজ্জ্বল সৌম্য হাস্য:

—এই যে বৌদি-

মণিমালা যেন ওই সম্বোধনের অপেক্ষাতেই ছিলেন। তাঁর চোখের কোটর থেকে ঠিকরোয় মর্মভেদী রঞ্জনরশ্মি। দেবুবাবুর দেবর-সুলভ ডাকটি কানে যেতেই দাগেন তোপ, একতোড় একটানা ফায়ারিং:

—বৌদি! শুনেছেন ওঁকে বলতে, 'বয়সে দেবেশ আমার কনিষ্ঠ ভাই ছিলেন'? কখনো শুনেছেন? বৌদি! ভাবিয়াছেন, আপনার অন্তরের কথাটা জানি না আমি। দেবুবাবু, শ্রমের অন্ন আহার করে মণিমালা, পঞ্চবটীর ঘাসদুর্বা নয়। দাঁত একটি বই পড়ে নাই আমার। মৃদুমন্দ গমনে সারগর্ভে প্রবাহিত তরঙ্গশূন্য স্রোতস্বতী—ওই নদী নহি, নহি আমি। বৌদি! কত আর মনের ভাব গোপন করিবেন দেবুবাবু? এই তো চরিত আপনার: ওই অমুক একবার আমার সাহায্য নিক, অমুকের আমি খানিক খবর লই, ব্যস্। তা হইলেই তমুককে বাগে পাই, প্রবন্ধতলে পাদটীকা-ন্যায় সংক্ষেপে সারিয়া দিই সাধুর সাধ্বীকে। বৌদি! আমার-আপনার সম্বন্ধ বর্ত্তমান সময়ে যাহা দাঁড়াইতেছে দেবুবাবু, তাহা স্মরণ করিলেও আমার শয্যাকণ্টকী হয়-

ঝড়ের খেয়ার মতো বেরিয়ে যান মণিমালা, তরতরিয়ে ফ্ল্যাটে ওঠেন বেয়ে। আর, দেবুবাবু? সঙ্গীসাথীরা কবেই দুদ্দাড়িয়ে

ছত্রখান; চূড়ান্ত একা তিনি, বাকশক্তিরহিত। বোধ হচ্ছিল, বাকি জীবন বুঝি 'গীতবিতান'-এর সীমানা বাইরেই রয়ে যাবেন দেবেশ, মুখে ঝুলবে দেঁতো হাসি, রইবেন ঠায়, ফটক-ধারে, নিষ্প্রদীপ ল্যাম্পপোস্ট যেন।

৬

চশমার খাপ, মহিশুরি চন্দন কাঠের বোতাম, সোনার নিবের সেফার্স কলম, তিব্বতি জপের মালা, ভিয়েতনামি মাথালি টোকা, বনশাই মাপের জাপানি টি-পট্, চৌরঙ্গির অকসন্ হাউস থেকে কেনা বিলিতি আমলের ট্যাঁকঘড়ি—অনিকেতের এমন কত টুকিটাকি জিনিস-তৈজস বুদ্ধুদের মতো মিলিয়ে গেল। যাচ্ছে রোজ। মণিমালাও হাল ছেড়ে দিয়েছেন। ভৌতিক কেলেঙ্কারে জড়াতে আর তেমন রুচি হয় না ওঁর। মাঝেসাঝে, 'ভেসে তো যাবেই সব, কাজ কী বেশি হুঁশ-হিসেবে', ক্ষণবাদী এ মীমাংসার জেরে বৈরাগ্যের ধীর প্রশান্তি এমন ঝেঁপে নামে মণিমালার চিত্তে যে, আশঙ্কা হয় তাঁর, বুঝি-বা ভুলেই যাচ্ছেন তিনি পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটতে। স্রেফ ভয়াবহ অপস্মার ব্যাধির ছোঁয়াচ থেকে বাঁচাতে নিজেকে, জিবের ডগায় জিইয়ে রাখেন মণিমালা, কাসুন্দির ঝাঁঝালো সোয়াদ। কিন্তু, রীতার তো বটেই, বিল্টুরও, মায়ের প্রসাদী মুখশুদ্ধিতে লক্ষণীয় কোনো কারবিকার হয় না। কুপুত্তুর কেবল সরকারি কেতা মোতাবেক সান্ত্বনা দেয় মাকে—'হচ্ছে-হবে' ব'লে বইয়ে দেয় সময়। মণিমালার আশা তবু, মোঘাশাই, কোনো একদিন ঘুচবে ছেলের অনিমেষ মেষ-দশা, কাটবে স্ত্রৈণ্যাবেশ, বলিষ্ঠ হবে পিতৃ-

চেতনা। হলেও অস্ফুটে, ভেতরে-ভেতরে তবু, কাল গোনেন মণিমালা।

বিল্টু ইদানীং খুব ব্যস্ত। বড়সাহেবের নেকনজরে পড়েছে সে। পরিদৃষ্ট ফল তার, বিল্টু এখন কলুর বলদ—মনিবের মোবাইল সম্ভাষ-ডোরে চৌপহর বাঁধা।

অপরদিকে, চেতক ভর্তি হয়েছে পাড়ার 'গ্রিনহাউস হোম'-এ। রীতার দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও আদা-জল-খাওয়া অধ্যবসায়ে, অনেকের সঙ্গে যুঝে ঠাঁই পেয়েছে ছেলে, স্কুলের নিম্নতম নার্সারিতে। চেতকের ইউনিফর্ম, হোমটাস্ক, গ্রেডকার্ড নিয়ে সারাক্ষণ হিমশিমে দশমদশা রীতার।

এরই মধ্যে একদিন সেলস-এক্সিকিউটিভ্ বিল্টুকে কানে-কানে ফুসলোয় কম্পানির শাঁসালো সাপ্লায়ার রমেন চক্কোত্তি:

—ডায়মন্ড হারবারে হারামির, হলেও ছোটো, পুকুর-জোড়া ফাস্টো কেলাশ একখান বাগানবাড়ি আছে। যান না দাদা, আসুন না ঘুরে ফ্যামিলি নিয়ে। গাড়ি থাকবে, চাকরবাকর, আর সিন্-সিনারি, সে তো আছেই। বিলকুল টরেটম হয়ে যাবেন দাদা, ফুল্ রি-ফ্রেশ-

রোববার আজ। মা-ছেলে-বউ সহ বিল্টু এসেছে পিকনিকে। চেতকের আগল-ভাঙা ছাড়া-পাওয়া বাছুরের মতো দাপাদাপিতে তটস্থ রীতা। পুকুরের পাড় থেকে চেঁচিয়ে ডাকে বিল্টুকে:

—এ যে জলে নামবে ব'লছে গো-

বিল্টু নিরুত্তর। কণ্ঠে তাঁর আলগা মমতার রেশ, উত্তর দেন মণিমালা:

—যাক না জলে-

নাছোড়বান্দা শিশুর আবদারে নাজেহাল রীতা। গত্যন্তর না দেখে, 'চল্ তোরে দিয়ে আসি পুকুরের জলে' দাবড়ে চেতকের চুল শক্ত মুঠোয় ধরে, জলে ডুব-ডুব ডুবতে বাধ্য হয় চেতকের মা। পাড়ে যে যার চিন্তায় নিলীন, মণিমালা ও বিল্টুর কানে থেকে-থেকেই পশে রীতার বক্র আক্ষেপ:

—রুচি, আলাপ, আমোদ, প্রমোদ, সমুদয় কলুষিত তেঁয়েটে ছোকরার-

—রোখ কী—সেই যাবে দেবতার গ্রাসে-

—ম্যাগো। সেই নামিল বদমাশ উছল আবিলে-

দ্বিপ্রহরের আহার মোটমাট জম্পেশই হয়। মিত্রগৃহের বিচক্ষণে খাদ্যসামগ্রীর পাশাপাশি ছিল সাপ্লায়ারবাবুর প্রীতিভেটস্বরূপ উপাদেয় বেশ কটি পদ। শীত-দুপুরের মিঠে রোদে আলসেমির জোগান অফুর। থালা-বাটি ধুয়ে মেজে ঢুকে গেছে বেতের ক্যারিয়ারে; মন এত প্রসন্ন যে, হলেও খানিক অবিমৃশ্যকারিতা, মনিবের পাহারাদারি এড়াতে, সদা-তরঙ্গিত মোবাইলটা তার অফ করে দিয়েছে বিল্টু। কাছেই উচ্ছিষ্টের ডাঁইয়ে নাক গুঁজে একমনে ভোজন করছে দুটো লেড়ি কুত্তা। মাটিতে পাতা সতরঞ্জিতে জায়গা এখন প্রতুল।

চিরসঙ্গী তার বেঁটে পাশবালিশে হেলানপূর্বক এলিয়ে বিল্টু; কাশ্মিরী তাঁর শালটা ভালো ক'রে জড়িয়ে নিয়েছেন মণিমালা; চেতকও স্থির, মায়ের কোল ঘেঁষে অপলক চেয়ে রবাহূত দু-সারমেয়ের দিকে; রীতা অন্যমনস্ক।

শান্ত মনুষ্য-প্রাণীরা এবার, নিজেদের ভিতর আরম্ভ করে তাদের নিত্যক্যাঁচাল:

বিল্টু। মন্দ মানুষেরও ভালোটা দেখিতে পাই। সেজন্যই না খোশামোদজীবী অগ্রদানী রমেন চক্কোত্তির চড়ুইভাতির অফারেও-

মণিমালা। অমায়িকতা এমনই গুণ যে কাহাকেও ফস করিয়া 'না' বলা যায় না-

বিল্টু। সদ্দার মুখ্যু নাকি যে ডগমগ হব মিডলম্যাল মোসাহেবের হাসির গর্‌রায়, ধান্ধাবাজ জয়কেতের পারিতোষকে। বিশেষ, যেকালে ধুরন্ধর যত যুগন্ধরপুরুষ উন্মুক্ত সভামঞ্চে একে অপরের পিঠ চুলকায়, কপালে দাগে চন্দনটিপ, গলায় ঝোলায় জয়পুষ্পের হার-

মণিমালা। আ-হা! পিতৃদত্ত সদ্‌ভাবনা মৎপুত্রের ছাঁদায় বাঁধা। পিঠোপিঠি মাল্যচন্দন তো তোরই পাওনা বিল্টু-

বিল্টু। সীমা আছে আমার স্বভাবসুলভ উদারতার? মম ইয়ারবকশি, যুবক বয়স্য জ্যায়সী দেশীয় রীতিবিরুদ্ধ কোনো আচরণ করি? ভ্রমণে আইলাম, আইলাম দারা-পুত্র সমেত। ভুলি নাই এমনকী মাতার পদদ্বয়ও-

মণিমালা। অদৃষ্টচর তোর মাতৃভক্তি!

রীতা। উফ! কী সব দূষিতচরিত্র মাস্টারনি! গুর্বিশিষ্যের সম্বন্ধ বর্ত্তমান সময়ে যা-

মণিমালা। তীর্থস্থানের সন্নিকটে পাঠশালা। কিয়ৎ পরিমাণে তো-

রীতা। বাহাদুরি যা মাস্টারগণের, ছেলের নিমিত্ত আমাকেই হয়তো চিরটাকাল ছাত্রী রহিতে হইল। পূর্বে হও মা, তারপর, যত্নশীল আত্মপীড়নে-পীড়নে ট্যুশানি করিয়া মরো আমরণ। মিথ্যা গেল শাস্ত্রাভ্যাস, বৃথা আমার স্বপ্নলব্ধ গবেষণা-

মণিমালা। ওঃ! চাকরির তিন ঘাট পেরিয়ে রিটায়ারি চারের ঘাটে দেবে পা, তবু, সে কী নিলাজ সাজগোজ—দেখেছিলেম তো ওঁর স্মরণবাসরে, কেরানিগিরির জোয়ালভারে দুমড়ে-মুচড়ে একাক্কার, প্রত্যাখ্যাত প্রণয়িনী কুমারী সুলেখা রায়কে-

বিল্টু। তথায় প্রণয় নাথও ছিলেন, ৩৩নং পল্লীর লোকাল কমিটির লোক-তাড়ানে আহ্বায়ক। ওঃ! প্রণয়ে-প্রণয়ে যক্ষ্মা যদি মণ্ডূকপ্লুতিতে না বাড়িত-

মণিমালা। হ্যাঁ রে বিল্টু, শিক্ষার ভগীরথ টি. বি. মেকলে বাঙালিজাতির উপর কী কটুকাটব্য বর্ষাইয়াছিলেন রে-

বিল্টু। অকথ্য সে বিবরণ উদ্ধৃত করা যায় না-

রীতা। তিনি ফিলজফার ছিলেন মা, বিজ্ঞলোক। অন্তঃশীলাদের ইন্দ্রিয়াসক্তি ব্যাকুল করিয়া তুলিতে ওঁকে; হয়তো, প্রজ্জ্বলিত তাম্রকুণ্ডে ঝাঁপই দিতে-

বিল্টু। মেকলে কী মানুষ ছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বলিবার নহে রীতা। তুমি থামো-

মণিমালা। তা-ই ভালো। বলা উচিত নহে, তবু, কহি রীতা, তোমার কথার যা ভঙ্গিমা মা, তাহাতে কোনো পূর্ণপুরুষ যে পূর্ণ-প্রস্ফুটিত গোলাপের শোভা নিরখি গদগদ ভক্তিতে বেবাক আত্মহারা হইবে, তাহার জো কী?

বিল্টু। একটু যে উচল ভূমিতে আরূঢ় হবে মনন-
মণিমালা। স্বরাজে মনন বাছা, আসে কি পরতন্ত্রপ্রিয়তায়?
রীতা। চিক নাই, পর্দা নাই, শুধুই পরদারে তন্ত্র যার, মননের দ্বার তার তো উদোম হইবেকই-
মণিমালা। এমন তোমার জহরব্রত মা, অধিক কথা কী, অর্ধশত খণ্ডে-খণ্ডে বিভক্ত সেক্রেড বুকস্-এর কত্তা যে মোক্ষমূলর, সেই তাঁর ভক্তপাঠক, আমার দেবতুল্য কত্তার বুকও, শতধা-বিদীর্ণ হইত তোমার বাক্যসেবনে-
রীতা। জহর? বিষ? আমার বাক্যে? আমি! আমা তুল্য পয়োমুখম ব্যক্তি, আপনারা কোন্ ছাড় মা, আমি পর্যন্ত খুব কম দেখিয়াছি। আমার অন্তরে গরল! এ্যাঁ! এই তো আছে চেতক, বলুক দেখি ব্যাটাচ্ছেলে-
বিল্টু। আহা, ওই কচিটিকে আবার বয়ঃপ্রাপ্ত নারীদিগের অসঙ্কুচিত মস্করা-ইয়ারকির আবর্ত্ত-কুটিলে নামানো কেন?
মণিমালা। সবিশেষ যখন, আমাদের পঙ্ক মাঝারে ওই সবেধন পঙ্কজ।

পারিবারিক দৈনিক দ্বন্দ্বরঙ্গটি সবে যখন নতুন করে পাকছে গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে চেতক, ভেড়ে গিয়ে লেড়িকুকুরের দলে। কাজিয়াব্যস্ত তিনজনের কারোরই তার চুপ-প্রস্থান নজরে পড়ে না। ততক্ষণে সবাই বেশ গরম: তার পরম-পেয়ারি তাকিয়ার সুখদেয় ইষদুষ্ণ পরশে নবদীপিত, সিধে হয়ে বসেছে বিল্টু; শাল-আস্তরে তাত পুইয়ে-পুইয়ে মণিমালার গালে ফুটেছে লালাভা; আর, রীতার তো সদাই উৎক্ষিপ্ত অবস্থা। আলোচনায় মোড় ফেরায় বিল্টুই:

বিল্টু। কেউ আত্মগোপনে আরও-আরও তালেবর হচ্ছে বলে হাত গুটিয়ে থাকব আমি? করব তন্দ্রাঘেরে কালক্ষেপ? জানব না, যাচ্ছে কোথায়, আমার কাণাকড়ি-খেলোয়াড় বাপের চশমার খাপ, আমার ধর্মশীল পিতার তিব্বতি জপের মালা, আমার পূজ্য জনকের শ্রীচরণশোভা কার্পেট-চটিজোড়া, আমার-

মণিমালা। নীরব কবির সোনার নিবের কলম-

বিল্টু। আর সেই ট্যাঁকঘড়ি?

মণিমালা। একদা ওই ঘড়ির পিছনে ছুটিয়াছিল ভারতবর্ষীয় কত-না নন্-বেঙ্গলি। নিলামের আড়তে দরাদরির কী দৌড়টাই না হইয়াছিল সে দুকুরে। সিন্ধি-মেড়ো-গুজরাটি, আরো কত জাতি-উপজাতির হাজার ডাকাডাকি সত্ত্বেও, কত্তার ট্যাঁকেই শেষমেশ গত হয় ঘড়ি-

বিল্টু। তখন মা, বেঙ্গলি ভাবিত অগ্রে; আর, তৎপশ্চাৎ, ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় অবিকল তা-ই ঘটিত অন্যান্য প্রভিন্সে-

মণিমালা। গতিক যা বিল্টু, কোনদিন হয়তো খেলতে গিয়ে দেখলে চেতক, বাড়িতে কাণাকড়িও নাই-

রীতা। ঘরে বুঝি এখন কাঁড়ি-কাঁড়ি কড়ি যে হাত ঘোরালেই পাচ্ছে নাড়ু আমার ছেলে-

মণিমালা। যাচ্ছে পর-পর, যাচ্ছে মনোহারী সামগ্‌গি, ঝরছে টুপটাপ-

বিল্টু। কলকেতে নাগরদের বাগধারা যেন; যত ডাগর হচ্ছেন ওঁরা, হচ্ছেন উন্নয়নশীল, তত খসছে ওঁদের জিব থেকে বাঙ্গালা বিশেষ্য-বিশেষণ-

মণিমালা। মানুষ নন, দেবতা আমার স্বামী। তোদের অপদুনিয়ায় ঠাঁই না হয় তাঁর, অন্তত কোঠায় ভরা থাক উঁহার স্মৃতিটুকু—ভরিয়া রাখিয়াছিলাম তা-ই মায়ে-পোয়ে। পড়িল কোন্ স্বৈরিণীর স্পাইরাল কটাক্ষ, অমনি মা, সব অ-লক্ষণ! আজি তো ক্ষইয়া-ক্ষইয়া বাকি শুধু তাঁহার স্মৃতির কঙ্কালময় কাঠামখানা-

বিল্টু। তথাপি, কম্যুনিকেটিভ ইংলিশে প্রশিক্ষিত জো-সাহেব গো-গর্দভরা বাংলা ক্রিয়াপদে অ-ব্যয়। আহা! ইংরাজির ভাবে ভাব এদানির বেঙ্গলিদিগের ভাষ, তবু, কিসুতেই ওরা গোরে দিবে না ভাষাকঙ্কাল, গোঁ ধরিয়া আঁকড়ে রবে কাঠামখান-

রীতা। হ্যাঁ গো, বইমেলা এবার ফৌজিদের ময়দানেই ব'সছে তো? বলছিল সেদিন ছোড়দি, ডক্টর দাশগুপ্তের মস্ত এক কিতাব বেরোবে—তাতে নাকি নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরির বঙ্গীয় থট্-এর দারুণ-সে থুতকুনি নেড়ে দিয়েছেন উনি। না কিনি বই; ময়দানের ঘাসে পাতা উলটে-পালটাতে তো মানা নাই-

হঠাৎই ছটফটানির বেগ জাগে বিল্টুর শরীরে। এমনিতে অচঞ্চল বিল্টু প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে আর্ত অধীরস্বরে:

—হারালেই হল? বাজে হাহাকার ছেড়ে খুঁজতে হবে না হারামণি?

ছেলের মাত্রাধিক উদ্দীপনে শঙ্কিত মণিমালা সতর্ক করেন ছেলেকে:

—আহারের পর মানসিক চিন্তা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর বাবা।

রীতাও সুর মেলায় শাশুড়ির সুরে:

—দিন-দিন যা ক্ষীণযষ্টি হইতেছে তোমার দেহ, তাহাতে তোমার নিগূঢ় মনোবৃত্তিগুলিকে যদি এইবেলা ঠিকঠাক শাসন না করো, তবে, কোন্ ফাঁকে যে নির্গত হয় প্রাণবায়ু, তুমিও পাইবে না টের। কী হবে তখন আমার চেতকের? বেচারা কিশলয়

মণিমালা। সবুজ পত্রে ফোটে বুঝি জীর্ণতার রং-প্রলেপ!

ছেলের অন্ধকেরে ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় ভ্যাঁক ক'রে কেঁদেই ফেলে রীতা:

—অপরঞ্চ, আমাদের সামাজিক বিবর্তনের গতিটা মোটে সুবিধার নহে। সাধে কী, হিন্দু কালেজের প্রশস্ত শ্রেণিবক্ষে, ওজস্বল ওঁর লেকচারে, প্রফেসার দাশগুপ্ত বারংবার কহিতেন আমাদের, শুধু বাঁকা নই, উদ্ভট রকমের বাঁকা আমরা। অপিচ, আমাদের আড়চালের চলন এত রহস্যঘন যে, তাহার যথার্থ কোনো শব্দ নাকি কুবাক্য ক্ষেপণে পয়লা নম্বর, ওস্তাদ ছাত্রছাত্রীদের ভাষাভাণ্ডারেও নাই-

বধূমাতার কাংসনিন্দিত গলায় স্যার দাশগুপ্তের কীর্তনগান শ্রবণে-শ্রবণে হেদিয়ে-যাওয়া মণিমালা, মাঝপথে আটকান রীতাকে:

—আঃ! না থাক বঙ্গললনার ভাড়ারে, (যা উড়নচণ্ডে তুমি, তোমা নিকট থাকেই বা কোন্রূপে), সদানন্দের মেলা ইংরাজিতে তো আছে-

রীতা। সহস্রবার বাখাইয়াছিলেন স্যার, যা ছিরি আমাদের চিত-ধাতের, যা বঙ্কিমি তা, তাহাতে স্পাইরাল হইবেই আমাদের

প্রগতি। এমন নিঠুর বঙ্গমাতার আঁচল-বাঁধন যে, পারমাণবিক পরিবার পাইয়াও, হইয়াও বাপ, ছেলে সেই রহিবে মাতৃপোষ্য মেষ এবং তস্য পুত্র হইবে বাপের জ্যেঠা; ভস্ম মাখিয়া অঙ্গে, বেণী পাকাইয়া শিরে, পুনঃ সাধু হইবে আধুনিক। ইচ্ছা যায়, গলা খেলাইয়া বিশ্ব-আদালতে পেশ করি দ্বিচারিতার এ মকদ্দমা। কিন্তু হায়! মায়ের ভাণ্ড যে ঢুঁঢু, হইলেও বিবিধ রতন ভরা, আ-মরি বাংলায় যে সূক্ষ্ম আমাদের গুহ্যতম ভাবটিকে প্রকাশ করিবার উপযুক্ত শব্দই নাই-

মণিমালা। সাবধান রীতা! যদি কৃতবিদ্যদের দেখাদেখি বেশি প্রাণ ঢালিয়া কহ ইংরাজি, তাহালে বেরিয়ে যাবে সব, আমাদের কতা ঝটপট শুনে ফেলবে জগৎ।

জাড় বেশ কড়া হলেও, উত্তেজনায় সোয়েটার খুলে ফেলে বিল্টু। আবেগের আতিশয্যে ডানপায়ে পাশবালিশে লাথ মেরে সবলে উঠে দাঁড়ায়; জোড়ে সবেগ পায়চারি। নাটকীয় স্বরোত্থানে ফেটে পড়ে যাত্রা-নিনাদে:

বিল্টু। কিন্তু, দ্রব্য খোয়া যায়ই বা কেন? কী ওই অপসারণের মানে? আসল মতলব কী তার?

রীতা সাপ্লাই দেয় উত্তর:

—মতলব রয়েচেন দ্বৈপায়ন হ্রদে ডোবান-

'ইতিহাস'-এর উল্লেখে উদ্রিক্ত মণিমালা:

—সময়ে আমলে আসবে বাছা, সময়ে আমলে ভুস করে জাগবে, ভাসবে হ্রদবুকে-মায়ের ওপর জ্বালাময় দৃষ্টি হেনে, মাকেই শুধোয় বিল্টু:

—কোথায় আমার রিরংসার আসল ব্যথা তা-ই যদি জানতেম-

পাছে ফের শুরু হয় বিশ্লেষ-দুরূহ মনস্তত্ত্বের প্যাঁচাল, পাছে অবচেতনের আধো-ইশারার ঝাপসা নীলাভায় অতিরিক্ত এগিয়ে ফের খুলতে-পাকাতে হয় সাবেকি কোনো পারিবারিক কেচ্ছার জট, রীতা তাই সাত তাড়াতাড়ি রোখে স্বামীকে; আগের আরও শতবারের মতো এবারও বিল্টুর আত্মানুসন্ধানী প্রয়াসকে প্রতিহত ক'রে, সূচনামুখেই ইতি টানে বিল্টুর মরমিয়া তবু হঠকারী পিছুটানের। হেতু বোধহয় চাপাচাপির ব্যগ্রতা; দরকারের চেয়ে একটু বেশি জোরেই খেঁকায় রীতা এ-দফা:

—জানবে কোত্থেকে, যা হিংস্র তোমার অবদমন! ঐতিহ্যপ্রাচীন কোন্ দমনটি না চালাও তুমি বউয়ের ওপরে—গৃহ অভ্যন্তরে, অন্ধকারে। এই ব'লে দিলাম, তোমার স্বরূপ গোপ্য রবে না চিরটাকাল; ক্রমশ বুঝদার হচ্ছে আমার ছেলে, বাড়িছে গোকুলে; দেখবে, সে-ই একদিন উপায় ক'রে উদ্ধারিবে সব-

ক্রুদ্ধ পুত্রবধূকে স্তোক দেন মণিমালা:

—আহা, আমরা কি চেতকের পর? আমরাও কি চাই না নাবালক তোমার সাবালক হউক, ভালো কামাই-উপায় হোক তার, হোক দিগ্বিজয়ী, উদ্ধার করুক ঠাকুরদার লুপ্তধন-

বিল্টু আর নিজেকে সামলাতে পারে না। চোখের পাতা আর্দ্র; খুলে গেছে যেন পুরোনো ক্ষতের মুখ; রুদ্ধ যন্ত্রণার সহসা বহিঃপ্রকাশ নেয় বিস্ফোরণের আকার:

—লুপ্তধন! যকের ধন বরাবর গুপ্ত থাকে, কিন্তু লুপ্ত হয় না। এদিকে, হচ্ছি আমি সর্বস্বান্ত। এমন রাষ্ট্রের ব্যবস্থা, পরিবারের

এমন অনাবস্থা, যে আমার ব্যক্তিগত বৈভবটুকুও আগলে রাখতে পাচ্ছি না আমি! এর চেয়েও বড় কথা: এ কি শুধু আমার যাতনা? না-কি, এটিও আজিকার সাধারণ ঘরকন্নার কথা, today's Household Words?

সবাই নিশ্চুপ।

অনিকেতের মিলিয়ে-যাওয়া চশমার খাপে বা মোলায়েম কার্পেট-চটিতে যে এরকম কোনো ভয়াবহ প্রশ্ন লুকোনো ছিল, এর আগে তা মণিমালা-রীতা-বিল্টু, কেউ আঁচ পায়নি। খানিক স্তব্ধতার পর, আতঙ্কে দ্রাবিত স্বর, নিজের মনেই ফিস-ফিসোয় বিল্টু:

—একটা ষড়যন্ত্র চ'লছে। আমাদের বিরুদ্ধে। প্লৌম্যানগুলিন অবধি-

মুখ বুজে যায় বিল্টুর। তিরতির করে বিল্টুর শরীরভিতর; তার অন্ত্রনাড়ী থেকে উঠে আসে অদৃশ্য এক ঠান্ডা হাত, চেপে ধরে তার গলা। রীতার উদরদেশেও জাগে চিনচেনে বেদনা। স্বামী-স্ত্রীর যৌথত্রাসকে বাঙ্ময় করে রীতাই, সার্থক হয় তার বাংলায় স্নাতোকোত্তর পাশ, নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরির পরীক্ষায়, ষষ্ঠপত্রে, ষাটাধিক নম্বরার্জন:

—থাক্ থাক্। দরকার নেই বেশি কেঁচো খোঁড়াখুঁড়ির। বাপ্স। খেপিলে সকল প্লৌম্যান, কে কোথায় থাকিবে; কোন্-না চুলায় যাইবে তখন পমকিন সকল, কী না হইবে তাহাদের! আমার চেতকের? ঘরের কুমড়ো, আমাদের চালের চেতকই হয়তো তখন ভাজা-ভাজা, বাস্তুচ্যুত, ফ্যা ফ্যা-

নিজের মনে ফের ফিসফিসোয় বিল্টু:

—আর্থনৈতিক মন্ত্রকল্যাণে সাম্য আজ বাজারি, তন্ত্রসাধনায় গণের অধিকারও গোড়ায়-আগায় স্বীকৃত। কৌলিন্য বা বংশ-মর্য্যাদার প্রতি সমাজের সে পূর্বদৃষ্টিই নাই আর, নাই 'বামুন শূদ্র তফাৎ'। কেন, শ্রীলাদির যে সেজ্‌মেসো ছিলেন দেব্‌শিশু, তাঁর অকাল-গমনের ক্রান্তিবেলাতেও, চুল্লিঘরে বেমক্কা টাকা উসুলের চেষ্টা করেনি শ্মশানের ডোম? তবু-

ফোঁস করে লম্বা এক শ্বাস ছেড়ে একেবারে ব'সেই পড়ে বিল্টু। ছেলে-বউয়ের ক্ষুভিত ভীতি মণিমালাতেও সঞ্চারিত। তাঁর পাঁজর তলায় জমানো থমথমে সেই শূন্যতাটা সহসা আবার সআওয়াজ হয়। ধুকপুক করে বুক, বহুদিন পর ফের বোধ হয় মণিমালার, পায়ের নিচ থেকে সরে যাবে বলে চুপিচুপি মতলব আঁটছে পৃথিবী। ছেলের কাছে ঘেঁষটে, অর্থহীন আর্জি পেশের করুণতায় কাতরে ওটেন মণিমালা:

—যা দিনকাল বাছা, বাজে গোলমালের ভিতর প্রবেশ না করাই কর্ত্তব্য-

বিল্টুও একমত:

—তাই ভালো। বরঞ্চ, বিবাদবিসম্বাদের অতীত হইয়া-

হঠাৎ শোনা যায় রীতার চিলচিৎকার:

—ও মা দেখো দেখো, কুকুরগুলোর সঙ্গে নোংরা এঁটোর রঙ্গালয়ে প্রকাশ্যে খেলছে চেতক-

'তরলমতি বালক কোথাকার', 'তল আছে তোমার অধঃপাতের', 'ঘোর দুর্যোগ এনেছ কপাল ক'রে', ইত্যকার

টোক ঠুকতে-ঠুকতে, চেতকের গর্দান ধরে, বেড়ালছানার মতো চেতককে দোলাতে-দোলাতে যতক্ষণে ফেরে রীতা, ততক্ষণে ঘটে গেছে দৃশ্যান্তর...

বিল্টু-মণিমালা আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে; তাকিয়ে ওপরে। স্বামী-শাশুড়ির নিমচৈতন্য ন্যাকামিতে বিরক্ত, তবু, রীতাও ঊর্দ্ধমুখী হয়। ওরই ফাঁকে মাতৃমুঠির জোরবন্ধন ছাড়িয়ে মণিমালার পাশে ছুটে আসে চেতক। ছোট্টো ওর ডান তর্জনী উঁচিয়ে কী-যেন দেখায় সে তার ঠাকুমাকে:

—ঠাম্‌মা! ওই, ওই-

এবার রীতার নয়নপথেও পড়ে, দূর সমুদ্রের মাথায় যে আকাশ, সেখানে গোল মতো কী যেন উড়ছে। দুপুর গড়িয়ে নামছে বিকেল; পরিষ্কার উপলব্ধ হচ্ছে, নির্মেঘ নীল আকাশবুকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় ঝকঝক ক'রছে লালকালো এক টিপ। রাহসিক আসমানি বস্তুটি নিয়ে শুরু হয় সরেজমিন জল্পনা:

বিল্টু। ফরেন বডি-টডি নয় তো? উড়ন্ত চাকি, ভিনগ্রহের?

মণিমালা। কাহার যেন গগনচটি—

বিল্টু। চটি-চটি নয়। জিনিসটি বিন্দুবৎ। আকারে-প্রকারে বোতাম-বোতাম—

রীতা। মহিশুরি?

বিল্টু। বাজে বকো না।

মণিমালা। রুচি কী! মাথার ওপর খাঁড়ার মতন ঝুলছে কোথাকার কী, তার মাঝারেও বরকে খোঁচানো।

চেতক। ঠাম্‌মা! ওই, ওই-

ওদের খেয়ালও নেই, তদন্তে-তদন্তে মণিমালা, বিল্টু-রীতা-চেতক কখন পেরিয়ে এসেছে চক্কোত্তির বাগানবাড়ির বাউন্ডারি। পেছনে পড়ে বেতের ক্যারিয়ার, থালা-বাটি, সতরঞ্জি, বেঁটে পাশবালিশ, মোবাইল, শীতদুপুরের গাঢ় নিদে অচেতন সাপ্লায়ারবাবুর পরিকরবাহিনী। ঘাড় তুলে হাঁ হয়ে চলন্ত উড়ন্ত চাকতিটিকে অবেক্ষণ করতঃ পায়ে-পায়ে এগোচ্ছে চারজন। এঁটোকাঁটার জঞ্জাল সাফ সাবড়ে দুই নেড়িকুকুরের একটা হাওয়া; অন্যটা ওদের পিছু ধরেছে—হাবেভাবে মনে হচ্ছে তার, বিল্টুর ন্যাওটা হতেই বেশি আগ্রহী অবোলা জীবটি। বিস্ময়াবিষ্ট চার অভিযাত্রী বলাবলি করে:

বিল্টু। চকচকাচ্ছে দেখো, অভ্র যেন-

মণিমালা। লালকালো, কালোলাল-

রীতা। সীসসিঁদুরে-

বিল্টু। উল্কাবৃষ্টি হয়নি তো কোথাও। উল্কার গোলাগুলিতে উজাড় হয়েছে কোনো গ্রাম;

আর ওটা সেই খেপচুরিয়াস কমেটের লেজের অবশেষ-

রীতা। উল্কার গুলি?

বিল্টু। গুলি তো উল্কার মতোই ঝরে রীতা, ঝাঁকে-ঝাঁকে-

রীতা। বোমা নয়তো জিনিসটা! আতঙ্কবাদী বোম্বেটে কোনো নভচর হয়তো ফেলে গেছে, দুর্বৃত্ত দুষ্কৃতি কেউ। ফাটবে সময় হলে; এক বিস্ফোটে-

মণিমালা। দুগ্‌গা! দুগ্‌গা! মায়ের আমার লম্বা জিব; অলুক্ষণে কথা বই কথা নেই। দোষ নিও না মা-

চেতক। ঠাম্‌মা! ওই, ওই-

হাঁটতে-হাঁটতে বেশ খানিক এগিয়ে গেছে ওরা। বিধবা-ন্যায় বিরলতায় সাদা বিরাট এক শুকো প্রান্তরে ওরা এখন; সামুদ্রিক আঁশটে বাস ভেসে এলেও, বাতাসের হিলিমিলি নেই সেখানে। আকাশের পশ্চিমপারে ছড়াচ্ছে গোধূলির রক্তিম বিভা। হঠাৎ থমকে যায় বিল্টু। সন্ত্রাসে থতমত, শুকনো কণ্ঠস্বরে ফুকরোয় কেবল:

—আরে!

রীতা-মণিমালারও এক অবস্থা। চার মনুষ্য-প্রাণী এবার ঘন-সংবদ্ধ। নিষ্পলক তাকিয়ে দেখে, ভোল পালটাচ্ছে আগন্তুক।

বিল্টু। গোলটা ফুলছে না?

রীতা। বড় হচ্ছে! ওয়াচ, ঘড়ি ওটা-

মণিমালা। ট্যাঁকঘড়ি?

রীতা। কালঘড়ি মা, কালঘড়ি। টিক্ টিক্ টিক্-

মণিমালা। স্বভাব যায় না ম'লে। অন্তিমের আবর্তেও কুঁদুলে ইয়ারকির কুটিলতা-

চেতক। ঠাম্মা! ওই, ওই, বেলুন-

রীতা। ঠাম্মার আদরে-আদরে বোকার হাবাটি হয়েছেন বাবু। ঘুরছে কালচক্কর, তার

মধ্যে খোকার বল্-বেলুনের আবদার-

বিল্টু। বল্-ই তো। ডিউজ বল্ যেন; না, না ফুটবল্-

রীতা। বোঝো! সামলাও এবার-

বিল্টু। এ কী! আড়ে-ঝুলে খুলছে মালটা; চেপ্টা সরু হচ্ছে-

রীতা। ছাতার বাঁটের মতো অনেকটা, না?

মণিমালা। ভিয়েতনামি সেই মাথালি টোকা নয় তো-

রীতা। আর ভিয়েতের নাম! হরির নাম নিন মা, হরির-

বিল্টু। তাজ্জব! লাঠির তল থেকে খসলে ফুটকি!

বাকি তিনজন তো বটেই, চেতক সুদ্ধু অনিমেষ ওপরে চেয়ে। অন্তরীক্ষে জ্বলজলাচ্ছে দুর্বোধ্য বিস্ময়চিহ্ন! হতবাক সবাই। অতলান্ত এক স্তব্ধতার পর আবার যখন মুখ খোলে ওরা, শোনা যায় তখন, কানাকানি ক'রছে ওরা:

বিল্টু। অলীক!

মণিমালা। রঞ্জনরশ্মির অতিরঞ্জনা-

বিল্টু। ভৌতিক মস্করা!

মণিমালা। আকাশি প্রবন্ধ-কল্পনা!

রীতা। এ তামাশার পর সার্থকতা আছে আর অতিরিক্ত পত্র-যোজনার?

বিল্টু। নাই। পরের কষ্টিত কল্পনারও নাই-

রীতা। অনাবশ্যক সনৎ ঠাকুরের পুষ্পিতাং বাচং, অনাবশ্যক বাকবহুলতা-

মণিমালা। বাকবহুলা বউ বড় বেমানান বাঙালির সংসারে। তা মা, তুমি কি-

চেতক। ঠাম্‌মা! ওই, ওই-

মহাশূন্যে ধ্রুব হয়ে আছে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন। একক সে চিহ্নের চুম্বকটান অকাট্য; ওদের চলাও তাই অরোধ্য। ওরা এখন পৌঁছেছে ঢিলা মতন জংলা এক জায়গায়। সমুদ্রের দিক থেকে জোর হাওয়া বইছে; বেসামাল ওদের পোশাক-আশাক। পাছে উড়িয়ে নেয় বঙ্গোপসাগরের দখিনাপবন,

তা-ই ওরা পা টিপে-টিপে সন্তর্পণে টিলা বেয়ে উঠছে। নিরুদ্দেশের যাত্রা হলেও, প্রত্যেকের লক্ষ্য সাঁটা, আকাশজোড়া বিস্ময়সংকেতে।

সবার পিছনে নাতি সহ মণিমালা, দুরন্ত চেতকের নরম হাত শক্ত ক'রে ধরে। মাঝখানে একাকিনী রীতা; নাথবতীর বিড়বিড়ানি এখনও বন্ধ হয়নি।

সবার আগে-আগে, উচ্চশির বিল্টু; আর, তার বাঁ পায়ের পাশটিতে, গায়ের রোম-ওঠা, গরঠিকানার সেই দিশি কুকুর।

টিলাচলে অস্ত যায়-যায় শীতকালের ঠান্ডা-মলিন সূর্য।

বিপুল এক অপ্রাসঙ্গিকতা মহাপ্রস্থানের পথে, যাচ্ছে চলে ইতিহাসের বাইরে...

উৎস

গল্পে বিবরিত সনৎবাদের আশয়বাক্য তথা মূল সূত্রাবলির জন্য অবশ্যদ্রষ্টব্য:

• শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* (এরপর *রা-লা-ত-ব-স*), সম্পাদনা: বারিদবরণ ঘোষ, কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ২০০৩, পৃ ১-৩৭৪

• 'শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বসুর পত্র', 'অতিরিক্ত', *রা-লা-ত-ব-স*, পৃ ৩৭৫-৩৮২

• F. Max Müller, 'From Auld Lang Syne—Second Series', 'মোক্ষমূলর কৃত সমালোচনা', *রা-লা-ত-ব-স*, পৃ ৩৮৩-৩৮৫

• রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'গ্রন্থ সমালোচনা', 'পরিশিষ্ট (১)', *রা-লা-ত-ব-স*, পৃ ৩৮৬

• বিপিনচন্দ্র পাল, 'শিবনাথ শাস্ত্রী', 'পরিশিষ্ট (২)', *রা-লা-ত-ব-স*, পৃ ৩৮৯-৪১৯

বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালের এ উক্তি অতীব তাৎপর্যময়: "[আমাদের] সামাজিক বিবর্ত্তনের গতিটা সোজা নয়, কিন্তু বাঁকা। সে বাঁকাও একটু অদ্ভুত রকমের। ইংরাজিতে ইহাকে স্পাইর‍্যাল (spiral) বলে। আমাদের ভাষায় ইহার কোনও প্রতিশব্দ আছে বলিয়া মনে পড়ে না"। দ্র 'পরিশিষ্ট (২)', *রা-লা-ত-ব-স*, পৃ ৩৮৯

• Sibnath Sastri, *Ramtanu Lahiri, Brahman and Reformer: A History of the Renaissance in Bengal*, [*রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*], abridged and translated by Roper Lethbridge, Montana: Kessinger Publishing, 2007, pp. 1-252

সম্পূরক পাঠ:

শ্রীতালা হুল ব্ল্যাক-ইয়ার্ কর্তৃক প্রচারিত, *হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা* (প্রবন্ধ কল্পনা), [প্রথম ভাগ: ১৮৬১/৬২; দ্বিতীয় ভাগ: ১৮৬৩], সটীক সম্পাদনা: অরুণ নাগ, কলকাতা: আনন্দ, ২০০৮, পৃ ৩১-১৭৩

প্র·কা·শি·ত

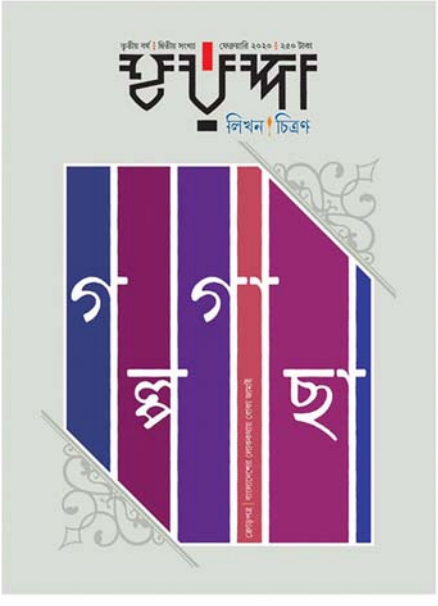

পাওয়া যাচ্ছে
পরিবেশক:
অক্ষর প্রকাশনী (ভারত)
বাতিঘর (বাংলাদেশ)

বিশদে জানতে
ক্লিক করুন
http://harappa.co.in/galpogachha.html

৫
গল্প বলা আর শোনা
সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

১১
মনে-থাকা গল্পকথা
দেবাশিস বসু

১৭
ভাত আর ভাতছানার গপ্পো
সুধীর চক্রবর্তী

৪১
ধর্ম, আছ তুমি কোথায়?
শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৭
তারপরে? হুঁ।
এরপরে? হ্যাঁ।
অশোককুমার কুণ্ডু

৬৫ পরনকথার পরনকথা
মিহির সেনগুপ্ত

৮৩ দাস্তান ও দাস্তানগোঈ: গল্প এবং গল্প বলার শিল্প
সত্যশ্রী উকিল

৯১
ময়মনসিংহের
গল্প-বলার স্টাইল
ও তার বিবর্তন
সুনন্দা সিকদার

৯৭
গল্প ও পট
কিশোর দাস

১০৩
কাঁথায় কথা:
কাঁথার কথা
শ্যামলী দাস

১০৯ কিস্‌সা-কাহিনির গল্পগাছা
অমিতাভ সেনগুপ্ত

১৪৯ আমি গল্প লিখি না, কবিতা লিখি না, 'প্রস্তাব' লিখি
দীপঙ্কর ঘোষ

১১১
মোগলমারির সখি
ভাস্কর দাস

১৫৯ বেতারে গল্পের দাদা দিদি দাদুরা
ভবেশ দাশ

১৬৯
নতুনভাবে গল্প-বলা
দেবাশিস গুহনিয়োগী

১৭৩
গল্পকথা
সৌম্যদীপ

১৮৭ কথা অ-মৃত সৈকত মুখার্জি

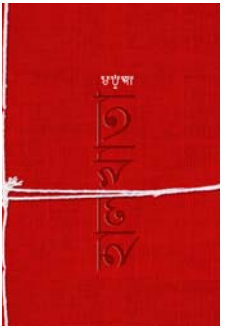

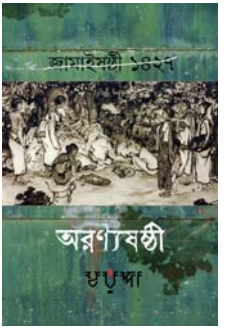

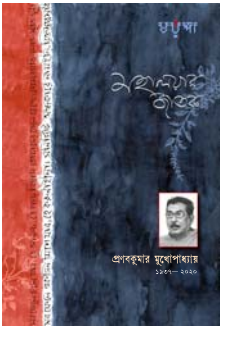

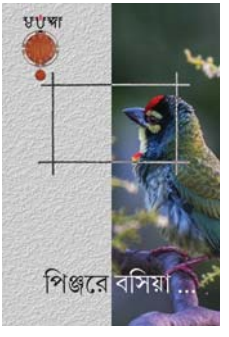

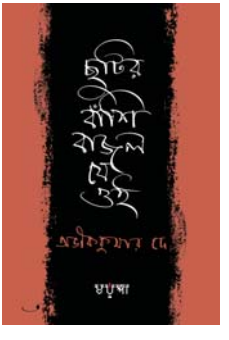

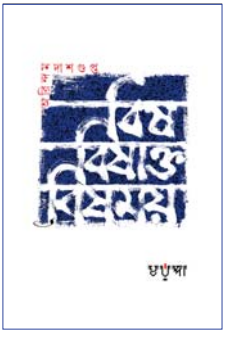

ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন

http://harappa.co.in/harappa_booklet.html